তত্ত্ববিবেক - তত্ত্বসূত্র - আম্নায়সূত্র

শ্রুতি স্মৃতি-পঞ্চরাত্রাদি সনাতন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত
নিখিল তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যান

শ্রীশ্রীচৈতন্য-পঞ্চশতষড়বিংশবার্ষিকী প্রকাশন

গ্রন্থ রচয়িতা
শ্রীরূপানুগ আচার্য্য-প্রবর
সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

★

বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদক
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
চেতলা, কলিকাতা-৭০০ ০২৭

প্রকাশক ঃ —শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
২৯এ/১, চেতলা সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা-৭০০০২৭।

মুদ্রণ-ব্যবস্থাপক ঃ—শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী

মুদ্রণালয় ঃ—ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়ো (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১ বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশন-তিথি ঃ—শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা, ৩০শে দামোদর ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ,
২৭.১১.১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশন-তিথি ঃ—অক্ষয় তৃতীয়া, **২৯শে বৈশাখ ১৪২০।**
১৩.০৫.২০১৩ খৃষ্টাব্দ
শ্রীগৌরাব্দ - ৫২৬

গ্রন্থবিনিময়ের আনুকুল্য ঃ— ৩০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপক্রমণিকা

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌর শক্তি স্বরূপায় রূপানুগ বরায় তে॥

অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের ভূতপূর্ব আচার্য্য ও অধ্যক্ষ—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ, তথা বৈষ্ণবগণের ও শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের চরণারবিন্দ স্মরণপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণের নিকটে দু' একটি কথা নিবেদন করি।

বর্ত্তমান সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থত্রয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমার্থানুভূতি-সম্পন্ন তাত্ত্বিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম। এই তিন গ্রন্থে বিচারিত বিষয়-বস্তুর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য এবং তাৎপর্য্যৈক্য থাকায় ইহা একত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহার অনুশীলন দ্বারা, মননশীল পাঠকগণ পরমার্থ বিষয়ে— প্রবেশ, পরিচয় এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। তত্ত্ববস্তুকে তত্ত্বতঃ না জানিলে পরতত্ত্বানুভূতি লাভ হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়, "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস, ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।" জড় ও পরমার্থের পরস্পর বৈলক্ষণ্য হেতু, বর্ত্তমান জগতে সাধারণ মানবগণ ধর্মানুশীলন করিতে যাইয়া বহুভাগই অপধর্ম, উপধর্ম, ছলধর্ম ইত্যাদি দ্বারা কবলীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এই সকল বিধর্মের হস্ত হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া আত্মধর্মের আনন্দালোক লাভ করে। সুকৃতি ব্যতিত ভগবদ্বিশ্বাসের উদয় হয় না। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— "হে অর্জুন, দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমাতে শরণাগত হয় না।" অতএব সুকৃতিমান ভগবদ্বিশাসী পুরুষই এই গ্রন্থের অধিকারী। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায়, 'সারগ্রাহী' না হইলে পরমার্থকথা বোধগম্য হয় না।

'তত্ত্ববিবেক' নামক প্রথম গ্রন্থে শ্রীল ঠাকুর, স্বদেশে এবং বিদেশে প্রচলিত বিভিন্ন মত বাদ-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়া সেইগুলির দোষগুণ সম্বন্ধে এবং পরমার্থ-বিষয়ে সেই সকলের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে,—মনোধর্মমূলক মতবাদসমূহের নিরর্থকতা, আত্মানাত্ম-বিবেক, আত্মধর্মের অবিচ্ছিন্নতা, আত্মানুভূতির সাধনপ্রণালী, মুক্ত আত্মার অবস্থিতি, স্বতঃসিদ্ধ-জ্ঞান মূলক নিরপেক্ষ বিচার ইত্যাদি। এই গ্রন্থকে বলা যায়, 'পরমার্থ পথ

প্রবেশিকা'। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'তত্ত্বসূত্র' পঞ্চ প্রকরণে বিভক্ত পঞ্চাশৎ সূত্র সমন্বিত রচনা। ইহাতে পরতত্ত্ব, চিৎপদার্থ, অচিৎপদার্থ, সম্বন্ধতত্ত্ব এবং শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নামক প্রকরণের প্রত্যেক সূত্র শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা স্থাপন করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরস ব্যাখ্যাদ্বারা তাহা সকলের সহজ-বোধ্য করিয়াছেন। ইহার অনুশীলনদ্বারা পাঠকগণ পরমার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করিবেন। তৃতীয় গ্রন্থ আম্নায়সূত্রে ঠাকুর মহাশয় ষোড়শ প্রকরণ সমন্বিত ১৩০ সূত্র রচনা করিয়া সমগ্র শ্রুতিশাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপাদিত্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার সম্মত সম্বন্ধ, অভিধয়ে ও প্রয়োজনতত্ত্ব স্থাপন করিয়া পরমার্থ সাধকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ নির্ণয়ের জন্য প্রযুক্ত ষড়্বিধ লিঙ্গ এবং বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি অবলম্বনে বিরচিত এই গ্রন্থ ভজনরাজ্যের এক অমূল্য সম্পত্তি। গ্রন্থ পরিচয় সম্বন্ধে এখানে আর অধিক কিছু লিখিলাম না। পাঠক মহাশয়গণ সাবহিত চিত্তে গ্রন্থ সাহিত্যের আস্বাদন করুন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খৃষ্টাব্দ ১৮৩৮ হইতে ১৯১৪ পর্যন্ত ইহজগতে প্রকট ছিলেন। নদীয়া জেলার বীরনগরে উলা গ্রামে তিনি গোবিন্দপুরের আঢ্য জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সামাজিক জীবনে তিনি ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মী এবং অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বাস্তববাদী, নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং তত্ত্বদর্শী ঠাকুর মহাশয় ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে নিখিল লোক-হিতকারী ছিলেন। বহু ব্যস্ততাপূর্ণ কার্য জীবনের মধ্যেও তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজন সাধন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পদ্য গদ্যময় বিপুল ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন, আদর্শ গৃহস্থা শ্রম ও ত্যক্তগৃহাশ্রম যাপন, শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অসীম নিষ্ঠা—এই সকল বিষয়ের পরিশীলনদ্বারা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়া জানা যায়।

ঠাকুর মহাশয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, জৈবধর্ম, ভজন রহস্য, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অমৃতাপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বিদ্ধদ্রঞ্জন ও রসিকরঞ্জন ভাষ্যদ্বয়—এই সকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দিতে যখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত নির্মল বৈষ্ণবধর্ম বিভিন্ন অপসম্প্রদায়দ্বারা বিকৃতরূপে গৃহীত, আচরিত এবং প্রচারিত হইতেছিল; ইত্যবসরে তিনি জগতে প্রকট হইয়া, পুরাকালে ভগীরথ মহারাজের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানরূপ শুদ্ধভক্তি ধর্ম পুনরায় ইহজগতে অবতরিত করাইলেন। আজ আমরা শ্রীল ঠাকুরের কৃতিত্ত্বের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা প্রাপ্ত হই। আশা করি, তাঁহার প্রণীত এই গ্রন্থরাজি বহুকাল পর্যন্ত পরমার্থের আলোকস্বরূপে ইহজগতে বিরাজ করিয়া সংসার সাগরে জর্জরিত জীবগণকে অমৃতত্বের সন্ধান প্রদান করিয়া উদ্ধার করিবে।

পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম প্রকৃষ্টরূপে জানিবার জন্য সুযোগ্য পথ-প্রদর্শকের অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, ইহাকেই সাধুসঙ্গ বলা যায়। সৎপুরুষের অভাব ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রাচুর্যের ফলে জনসাধারণের পক্ষে

উপযুক্ত সাধুসঙ্গ কিন্তু দুর্লভ হয়। সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সদ্গ্রন্থের সাহায্যে এই ন্যূনতা কিছু অংশে নিবারণ করা যায়। পরমার্থের আলোক-প্রদায়ক গ্রন্থের সুষ্ঠু অনুশীলন দ্বারা গ্রন্থকর্তার বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে পরোক্ষভাবে গ্রন্থকর্ত্তা-সাধুর সঙ্গ লাভ হয়; এবং এই সঙ্গের ফলে কৃতী পাঠকের চিত্ত ভগবদুন্মুখ হয়। আশা করা যায়, কালজয়ী সনাতন ধর্মের সার সর্বস্বদ্বারা রচিত এই তত্ত্বগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে সরল-হৃদয় শ্রদ্ধাবান্ পাঠকগণের পারমার্থিক উন্নতি, ভগবদ্ভক্তগণের প্রীতি এবং অনুসন্ধিৎসুগণের সৎসন্ধান—এই সকল লাভ হইবে।

ভগবদ্ভক্তি নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি এবং ইহা শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। কোনরূপ কৃত্রিম উপায়দ্বারা তাহাকে উদয় করান যায় না। আত্মার ভক্তিবৃত্তিকে জাগরিত করিবার প্রকৃত বিধান এই গ্রন্থসমূহে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; পাঠক মহাশয়গণ তাহা বিচার সহকারে অনুশীলন করুন। পাঠকগণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন নাস্তিক্য ও ধর্ম্মান্ধতা, বিষয়বুদ্ধি ও শুষ্কবৈরাগ্য, বন্ধ্যাতর্ক ও জড়-ভাবুকতা—এই সকল নিরর্থক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত সুমতি লাভ করেন। অসৎসঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণ রূপ সদাচারের মাধ্যমেই পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল সুফল প্রদান করিবে।

আমার পূজনীয় গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ এই গ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহ এবং সহানুভূতি প্রদান করিয়া বলিলেন,—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে নূতন নূতন মঠাদি স্থাপন করিবার অপেক্ষা ভক্তিগ্রন্থের প্রচার অধিক মহৎকার্য।' প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিয়াছেন,—"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের লেখনী-নিঃসৃত এই ভক্তিবিনোদ বাণীদ্বারা উৎসাহিত হইয়া, নিজে অবাঙ্গালী হইয়াও এই দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থত্রয় সম্পাদনের এবং পুনঃপ্রকাশের দুঃসাহসে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। 'ভক্তিবিনোদবাণী কখনই রুদ্ধ হইবে না।' এই 'ভক্তিসিদ্ধান্ত' বাণী এস্থলে স্মরণ করি।

গ্রন্থ প্রকাশনের অদম্য ইচ্ছা আমার অসম্যক অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করিয়া অগ্রসর হইলাম। মদ্রদেশীয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থত্রয় ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। তৎকাল হইতেই ইহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম; ভগবদিচ্ছায় তাহা অধুনা সফল হইল। বঙ্গভাষায় এই দার্শনিক গ্রন্থ যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তদ্রূপ ইংরাজী ভাষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাঠকগণের সুবিধা, নিজের অনুশীলন এবং গ্রন্থোপযোগের বৃদ্ধ্যর্থ এই সংস্করণে যথামতি কিছু অংশ অধিকরূপে সংযোজিত করিলাম। তত্ত্ববিবেকের 'বিবেকাঞ্জলি' নামক তাৎপর্য্য, তত্ত্বসূত্রের শ্লোকসমূহের ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ, এবং আম্নায়সূত্রের ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ,—এই সকল মূলগ্রন্থের সহিত এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল। ইহাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছি জানি না। কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটি থাকিলে গুণগ্রাহী পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবর্ষি শ্রীমন্নারদ বলিয়াছেন, 'তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ ; সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া!' অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিমূলক কর্ম্মই জীবের উপযুক্ত কর্ম্ম এবং শ্রীহরিতে জীবগণের মতি যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। এই গ্রন্থসমূহের প্রতিলিপিকরণ, বিবরণ, অনুবাদকরণ, মুদ্রণের ব্যবস্থা, গ্রন্থ-প্রস্তুতীকরণের কার্যাদিসকল স্বহস্তে নির্বাহ করিয়া নারদ মহর্ষি প্রোক্ত কর্ম জ্ঞানাদির কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিয়াছি। বৈষ্ণবশাস্ত্র-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে দৃষ্ট হয়,—'হে বিপেন্দ্র সর্ব প্রযত্নদ্বারা বৈষবশাস্ত্র সংগ্রহ করা শ্রেয়ঃকামী মানবগরের কর্তব্য। চক্রপাণি শ্রীহরির তুষ্ট্যর্থ এই সকল সনাতন শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অনুশীলন করিবে।.........' বহুদিনের পরে এই অমূল্য গ্রন্থত্রয় শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব কৃপায় এইভাবে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশততম আবির্ভাবোৎসবের স্মারকরূপে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। পরমার্থলিপ্সু সজ্জনগণ ইহার অনুশীলন করুন। নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি অনাত্মধর্মের কবল হইতে জগদ্বাসিগণ মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি-মন্দাকিনীর মঙ্গলময় সান্নিধ্য লাভ করুন।

মাদৃশ-দুর্ব্বলচিত্ত ও পারমার্থিক বলহীন পতিত ব্যক্তির অভিলাষ সকল কেবল আকাশ কুসুমের ন্যায় নিরর্থক হওয়া স্বাভাবিক। কার্য্যারম্ভের পরে অনুভব করিলাম, বামুনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়, এবংবিধ বৃহৎকার্যে উদ্যত হওয়া আমার পক্ষে কতই না অসঙ্গত! 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' এই কবিবাক্য পদে পদে স্মরণ করি। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদের ভাষায়,— 'শ্রীভক্তি-মার্গ ইহ কোটি কণ্টকরুদ্ধঃ। সুতরাং আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রস্তুতীকরণার্থ অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। 'বলহীনের বল বলরাম'—এই কথাকে ভরসা করিয়া আমার কর্ত্তব্য পরিপালন করিলাম। ভগবান্ যেহেতু দীন ব্যক্তির প্রতি অধিক দয়াশীল, করুণাময়ের করুণাই আমার চরম সম্বল।

যাহাই হউক, নানা বিঘ্নের মধ্যেও আমার পক্ষে অঘটিত ঘটনারূপ এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য সম্পন্ন হওয়া কেবল শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আন্তরিক ইচ্ছা এবং শ্রীশ্রীগৌহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রীল ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিকমল পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীভক্তিমলয় গিরি মহারাজ, শ্রী অসীমকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীমতি যোগামায়া মজুমদার, শ্রীমতি হেমলতা বিশ্বাস এবং শ্রীমতি বিভা পাল যদি উৎসাহ ও অর্থ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সঙ্কল্প কেবল স্বপ্নরূপেই থাকিত। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য মহারাজ ও শ্রীঅপ্রাকৃত ব্রহ্মচারীর সহানুভূতি ও সময়োচিত সাহায্যদির জন্য তাহাদের নিকটও আমি ঋণী। মুদ্রণের হরফ ও মুদ্রণালয়ের অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন শ্রীঅমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর কর্মিগণ এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অধিকিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশনে যাঁহারা কায়-মনোবাক্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি আমি চির-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সর্বশেষে শ্রীহরিনামপরায়ণ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সকাতর নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই গ্রন্থের অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ কৃপা এই অধমের প্রতি সিঞ্চন করুন; তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সফল হইল মনে করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মাঘী-পূর্ণিমা তিথি
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, চেতলা,
কলিকাতা-৭০০ ০২৭

শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী
তারিখ—১৩ই ফাল্গুন ১৪১৯
ইং ২৫-০২-২০১৩ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশকের নিবেদন

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ নরসিংহ ব্রহ্মচারী সুদূর দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে শ্রীগুরুসেবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ হয়েও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় এত কঠিন তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক সম্পাদনা করিতে পারিবেন তাহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁহার এই মেধাকে সকল পাঠকই ভূয়ষী প্রশংসা না করিয়া পারিবেন না। তিনি ইতিপূর্বে এই তিনটি পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ করে সংবাদ পত্রে বহু প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই নিরলস সেবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ গ্রহণ করে তাঁহাকে প্রচুর আশীর্বাদ করিবেন।

ইতি—

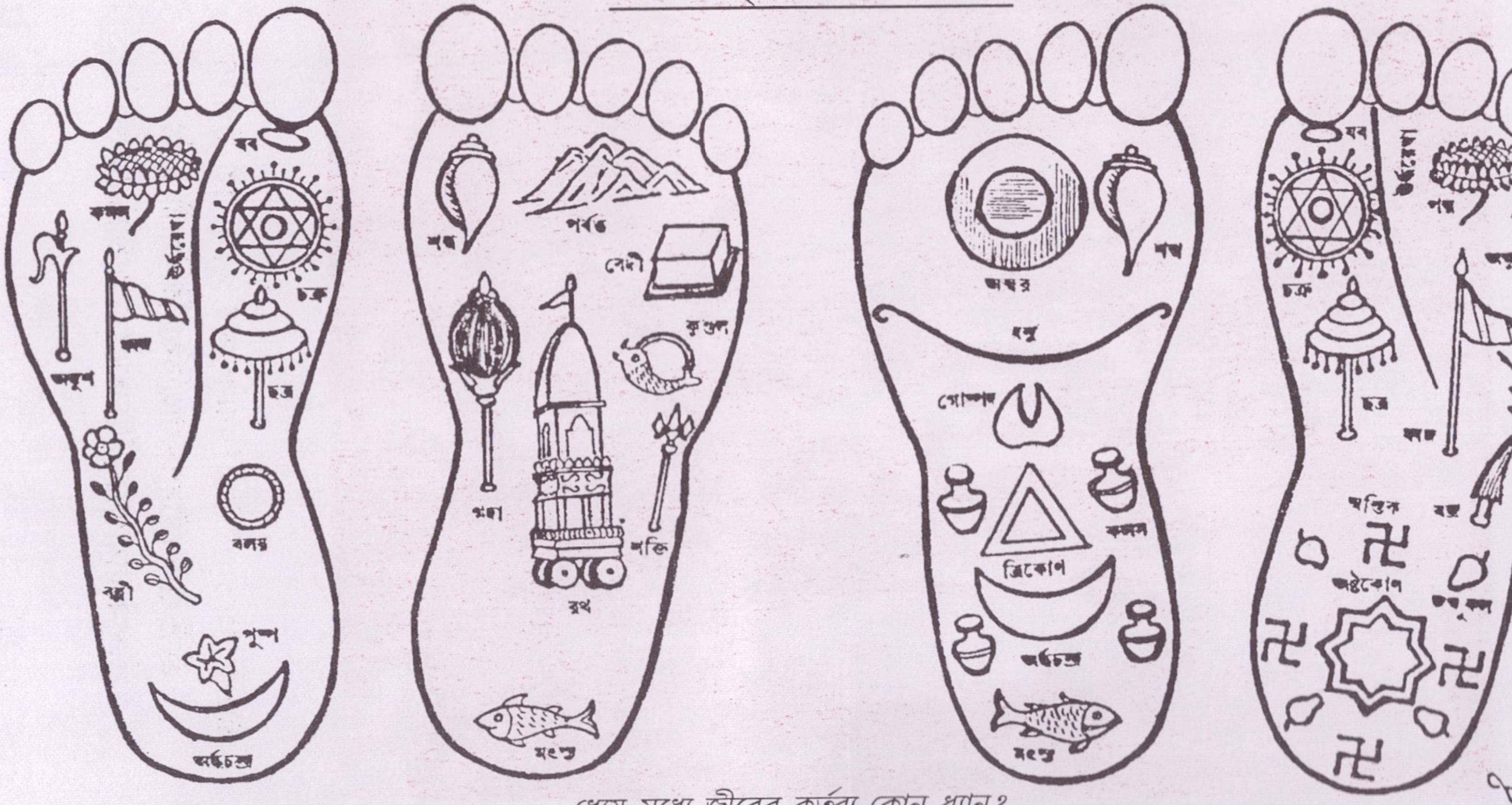
শ্রী অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী



শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য উপাস্য
শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জিউ
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন



R. Brahmachari
7/85.

শ্রীমতি রাধিকার চরণ-চিহ্ন

ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন

শ্রীযুগল চরণের চিহ্নসমূহ

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত 'শ্রীরূপচিন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমতি রাধিকার চরণচিহ্ন

ছত্রারি ধ্বজ বল্লিপুষ্পবলয়ান পদ্মোদ্ধরেখাঙ্কুশা
নর্দ্ধেন্দুং চ যবং চ বামননু যা শক্তিং গদা স্যন্দনম্।
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্বত দরং ধত্তেহন্বসব্যং পদং
তাং রাধাং চিরমুনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যাচিতাঙিঘ্রং ভজে ॥ ২॥
অরে মনশ্চিন্তয় রাধিকায়া বামে পদেহঙ্গুষ্ঠতলে যবারী।
প্রদেশিনী সন্ধিভাগূর্ধ্বরেখামাকুঞ্চি হামাচরণাধর্মেব ॥ ২৩ ॥
মধ্যাতলেহজ্ঞ ধ্বজ পুষ্প বল্লীঃ কনিষ্ঠিকাধোঙ্কুকমেব।
চক্রস্য মূলে বলয়া তপত্রে পার্ষ্ণৌ তু চন্দ্রার্ধনথান্য পাদো ॥ ২৪ ॥
পার্ষ্ণৌ বাযং স্যন্দন শৈলমূর্ধ্বে তৎপার্শ্বয়ো শক্তিপদে চ শঙ্খম্।
অঙ্গুষ্ঠমুলেহথ কনিষ্টিকাধো বেদী মধঃ কুণ্ডলমেব তস্যাঃ ॥ ২৫ ॥

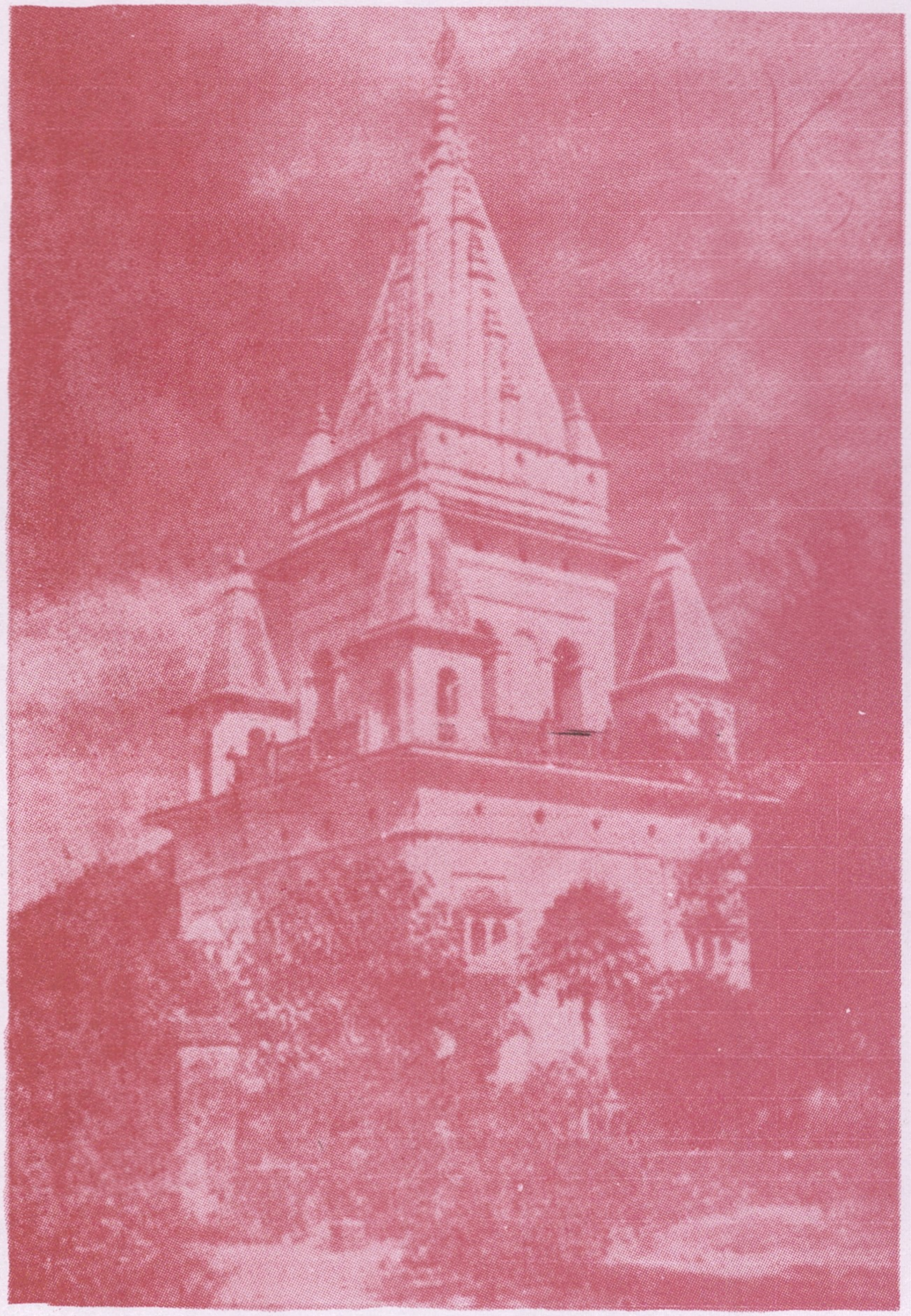
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণচিহ্ন

চন্দ্রাধং ত্রিকোণধনুযীং ঘং গোষ্পদং প্রোঙ্গিকাং
শঙ্খং সবাপদেহথ দক্ষিণপদে কোণামকং স্বস্তিকম্।
চক্রম ছত্র যবাঙ্কুশং ধবজ পবী জম্বুর্ধ্বরেখাম্বুজং
বিভ্রাণং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্ম্যার্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে ॥ ১ ॥
অথাঙ্গুষ্ঠমূলে যবার্ঘাতপত্রং তনুং তর্জনীসন্ধিভাগূর্ধ্বরেখাম্।
পদার্ধাবধিং কুঞ্চিতাং মধ্যমাধোহম্বুজং তত্তলহ্ং ধ্বজং সংপতাকম্ ॥ ৯ ॥
কনিষ্ঠাতলে ত্বঙ্কুশং বক্তনেযাং তলে স্বস্তিকানাং চতুষ্কং চতুভিঃ।
যুতং জম্বুভির্মধ্যভাতাষ্টকোণং মনো মে স্মরং শ্রীহরের্দক্ষিণাঙ্ঘ্রৌ ॥ ১০ ॥
ত্ববিষন্মধ্যমাধঃ স্মরাঙ্গুষ্ঠমূলে দরং তদ্দ্বয়াধো ধনুর্জ্যা বিহীনম্।
ততো গোষ্পদং তত্তলে তু ত্রিকোনং চতুষ্কুম্ভ মর্ধেন্দুমনৌ চ বামে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রী ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রশস্তি

অঘ বক পূতনারে কৈল মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণ চরণে॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর। যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
অনন্ত যে চরণ মহিমা গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ পা'য়॥

বল কৃষ্ণ , ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ করা ধ্যান॥
যাঁহার চরণে দুর্ব্বা জল দিলে মাত্র। কভুনহে যমের সে অধিকার পাত্র॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার। তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন



শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থান শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ

এবং তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ঠ প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী—
ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থরত্ন-সমূহ

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠের বর্ত্তমান মঠাচার্য্য
ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজের করকমলে

ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত হইল।

বিষয়-সূচী

তত্ত্ববিবেক

তত্ত্বসূত্র

আম্নায়সূত্র



শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

— গ্রন্থ রচয়িতা —

আবির্ভাব—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ তিরোভাব—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

শ্রী ম দা ম্না য় সূত্র

শ্রৌত পরম্পরা-প্রাপ্ত শাস্ত্রসার সিদ্ধান্তগুচ্ছ

অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার-সম্মত

এবং

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধভিধেয়-প্রয়োজন প্রতিপাদক

গ্রন্থরাজ

ভজন জীবনের আধার, আশ্রয় এবং আলোকস্বরূপ

ত্রিংশোত্তর-শত সূত্র সমন্বিত প্রকরণ ষোড়শক।

তত্ত্ববিবেক

বা

শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতিঃ

॥ প্রথমানুভবঃ ॥

জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পরাৎপর পরতত্ত্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, ঐশ্বর্য্য, অদ্বিতীয়ত্ব এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহজ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় সম্বন্ধে জগজ্জীবের হৃদয় দিব্য চেতনা দ্বারা যিনি উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন,—অবিদ্যা-তিমিরহরণকারী সেই চিন্ময়ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অমন্দোদয়া দয়া দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডগত জীবগণ শান্তি-সুখ-আনন্দদায়িনী কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করুন। গর্গ সংহিতা বলেন,—"কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং"—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বিনা কেহই জগদ্গুরু হইতে পারেন না। ধর্ম সংস্থাপন এবং ধর্ম প্রবর্ত্তন শ্রীভগবান ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না, কেননা "ধর্মন্তু সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রণীতম্" এবং শ্রীমুখোক্তি, যথা,—'ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব-জ্ঞাতা ভগবদ্ভক্তগণ জগতে পরমার্থপথপ্রদর্শক ও কৃষ্ণানুগ্রহ প্রকাশক গুরুরূপে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। অতএব, কৃষ্ণভক্ত জগদ্গুরু পদবাচ্য হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয় ॥ চৈঃ চঃ, ম ৮, ১২৭।

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, সৌন্দর্য্যাদি ঐহিক গুণে জগতের মানবগণ যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, ঈশ্বরের কৃপা বিহীন জীবন কেবল ব্যর্থতারই পরিচায়ক। অনিত্য সংসারের অভিমানে মত্ত ব্যক্তি কোনকালে সচ্চিদানন্দ ভগবানকে জানিতে পারে না, নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারে না, অতএব,—

' কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ৬, ৮২-৮৩

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণস্তবে,—হে দেব! তোমার পাদাম্বুজ-দ্বয়ের প্রসাদ-লেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না ।। ভাঃ ১০,১৪,২৮ ।

সৃষ্টির আদিতেও সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কেবল ভগবানের প্রসাদ দ্বারাই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তদঙ্গ-রহস্য রূপ চতুর্বিধ তত্ত্বোপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপক্রম শ্লোকে ভগবানের শ্রীমুখোক্তি যথা,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি স্বরূপতঃ যে পরিমাণ, যে সত্ত্বাবিশিষ্ট এবং যে যে রূপ, গুণ ও লীলাবিশিষ্ট, তুমি সেই সকল বিষয়ের ঠিক তদ্রূপ অনুভব আমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হও।" (ভাঃ ২,৯,৩১)

বদ্ধ জীবের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ সকলই ত্রিগুণময় ও ভ্রমযুক্ত। এই সমস্তই দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, অতএব দোষযুক্ত মায়িক জ্ঞানই ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা জ্ঞাত হইবার যোগ্য ; কিন্তু ভগবৎ জ্ঞান চিন্ময় ও অতীন্দ্রিয়। দিব্যজ্ঞানে ইন্দ্রিয়জ যুক্তির প্রবেশ নাই ; অতএব শাস্ত্র বলেন,—

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥—শ্রীমহাভারত।
'তর্কাঽপ্রতিষ্ঠানাৎ'—ব্রহ্মসূত্র।

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥' গীতা ১০,১০ ।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥—কঠ ১।২।২৩ ।

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥" ভাঃ ১১,১৪,২০ ।

'ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায়, তপস্যায় ।
কিচ্ছু নাহি হয়, সবে দুঃখ মাত্র পায় ॥'—চৈঃ ভাঃ ৮।১৩১ ।

এইরূপে নিখিল সৎশাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা জানা যায় যে ভগবান শ্রীহরির কৃপাবল ব্যতীত অনর্থনাশ এবং আত্মোন্নতি লাভের অন্য উপায় নাই ॥ ১ ॥

কোঽহং বা কিমিদং বিশ্বমাবয়োঃ কোঽন্বয়ো ধ্রুবম্ ।
আত্মানং নিবৃতো জীবঃ পৃচ্ছতি জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥ ২ ॥

মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকদিন পরে সুন্দররূপে বিষয় জ্ঞান লাভ করেন। ইন্দ্রিয়সকল যে সমস্ত বাহ্যবস্তু ও ঐ সমস্ত বস্তুর গুণ উপলব্ধি করে, তাহাদের নাম 'বিষয়'। বালকগণের

ইন্দ্রিয়-সমুদয় যে পরিমাণে পক্কতা লাভ করে, বিষয়-গুণসকলও সেই পরিমাণে উপলব্ধ হইতে থাকে। বিষয়গুণসকল যত আস্বাদিত হয়, উহারা ততই ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। মানবগণ ক্রমশঃ এতদূর বিষয়াসক্ত হয় যে, বিষয়চিন্তা ব্যতীত আর তাহাদের কার্য্যান্তর থাকে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহারা চিত্তের অভেদ বন্ধু হইয়া ক্রমশঃ মানবচিত্তকে স্বীয় দাস্যে বরণ করে। মানবগণ সেই সেই বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ে। জন্ম হইলে অবশ্য মরণ হইবে এবং মরণ হইলে সেই সকল বিষয়ের সহিত আর সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিবেক কদাচ কাহারও উদয় হইয়া থাকে। যে পুরুষের ভাগ্যক্রমে সেইরূপ বিবেক উদিত হয়, সে সহসা সেই সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে। তখন সেই নিবৃত্ত পুরুষ জ্ঞান-সাধনের জন্য আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন তিনটী জিজ্ঞাসা করেন। এই জড় জগতের ভোক্তা-স্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?॥ ২ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—বহির্মুখ প্রবৃত্তিই বদ্ধজীবগণের প্রাকৃত বিষয়ানুশীলনের কারণরূপে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তারূপে গ্রহণ না করিয়া ভোক্তাভিমানী জীব স্বসুখ ভোগবাঞ্ছা যখন পোষণ করে, তখনই নিকটস্থ মায়া তাহাকে বিক্ষেপ ও আবরণ দ্বারা তাহার দোষের উপযুক্ত দণ্ডদান করে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যথা;—

'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" মধ্য ২০।১১৭।

বহির্মুখ-প্রবৃত্তিযুক্ত পতিত জীবগণকে জড় শরীর প্রদানকালে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বহির্মুখীন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন। অতএব বদ্ধজীবগণ চক্ষু-কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা-ত্বক্, রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা কেবল সদোষ বিষয়জ্ঞানই সংগ্রহ করে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভগবজ্‌জ্ঞান বদ্ধ-জীবের বোধগম্য নহে। ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে জীব নানাপ্রকারের বিচিত্র ও অমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাহা আমরা এই গ্রন্থে বিশদভাবে অবলোকন করিব। শ্রৌতপন্থা অবলম্বন করিয়া নির্গুণ ভূমিকায় না পৌঁছিলে যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব শ্রীভগবদ্বাক্যে দেখা যায়,— "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।" গীতা ২.৪৫।

কর্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী, কখনো বা নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখনো দেবতা, কখনো মনুষ্য, কখনো বা তির্যক্ হইয়া কর্মফল পায়। নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। নরকে তুষ্টি লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে। ভগবদারাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্তমন, সৎসঙ্গরহিত এবং পূর্বসাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে। শরীর, আত্মা, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া নিজেকে নিজে বহুমানন করে। শ্রীমদ্ভাগবত (১,২,১০) বলেন,—নিষ্পাপ

সহজে অবিরোধ জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ্য-ধর্মের তাৎপর্য্য।

অনুদিত-বিবেক জীব জড়জগতে মায়িক ব্যাপারে মত্ত থাকে এবং নিজের স্বরূপ, ভগবৎস্বরূপ, সাধ্য-সাধন স্বরূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অচেতন থাকে। এতাদৃশ কোটি কোটি জীবের মধ্যে কোনও জীবের শুভদিন উদয় হইলে, তাহার হৃদয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা উদয় হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীসনাতন গোস্বামীর জিজ্ঞাসায় দেখা যায়,--

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য, সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি। কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥" চৈঃ চঃ, মঃ ২০,১০২,১০৩

তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্তর সর্বত্রই পাওয়া যায় না, কেবল কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সাধুপুরুষই উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে পারেন। ॥ ২ ॥

আত্মা প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্দদাতি চিত্রমুত্তরম্।
স্বস্বরূপস্থিতো হ্যাত্মা দদাতি যুক্তমুত্তরম্॥ ৩ ॥

নিবৃত্ত পুরুষ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আত্মা সেই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর করিয়া থাকেন। আত্মা এই প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র বা তত্ত্বশাস্ত্র বলিয়া প্রচারিত হয়। অস্মদ্দেশে সিদ্ধান্তস্বরূপ বেদসম্মত বেদান্তশাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্ম্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্ব্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনি ও ইটালি প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), স্থিরবাদ (Positivism), নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ (Secularism), নির্ব্বাণসুখবাদ (Pessimism), সন্দেহবাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে। যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর সংস্থাপনপূর্ব্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্ত্তব্য—এরূপ একটী মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ মতটী কোন কোন স্থলে কেবল শ্রদ্ধামূলক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়; কোন কোন দেশে পরমেশ্বরদত্ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইতে থাকে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার—ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টান (Christianity), মুসলমান (Mehomedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ আত্মা পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর করেন, তাহা দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বরূপ উত্তর ও বিচিত্র উত্তর। এস্থলে এরূপ জিজ্ঞসা হইতে পারে যে, আত্মা যখন সর্ব্বত্র একজাতীয় তত্ত্ব, তখন তিনি সর্ব্বত্র একই প্রকার উত্তর কেন না প্রদান করেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আত্মা বাস্তবিক বিশুদ্ধ

চিৎস্বরূপ। স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া উত্তর প্রদান করিলে সে উত্তর সর্ব্বত্র একই প্রকার হয়। কিন্তু যে জগতে আপাততঃ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, সে জগৎ তাঁহার সিদ্ধ আবাস নহে। ইহা প্রাকৃত অর্থাৎ মায়াপ্রকৃতিপ্রসূত। পরমতত্ত্বের যে পরাশক্তি, তাঁহার আভাসরূপা মায়াশক্তিই এই জগতের প্রসবিত্রী। জীবাত্মা এই জগতে অবস্থিত হইয়া মায়ার বিচিত্র ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করায় নিসর্গবশতঃ তাঁহার স্বভাব সঙ্কোচিত হইয়া মায়াগুণমিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। চিৎস্বরূপ জীব মায়িক ধর্ম্মে মিশ্রভাব প্রাপ্ত হইয়া চিদ্গত বৃত্তিসকলকে ঔপাধিকভাবে পরিচালন করেন। চিদ্গত জ্ঞানবৃত্তি জড়সঙ্গক্রমে চিজ্জড়মিশ্র মনরূপে পরিণত হয়। অতএব মন মায়াবৈচিত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মাভিমানী হইয়া যে সকল উত্তর প্রদান করে, তাহা নিসর্গতঃ বিচিত্র অর্থাৎ অনেক প্রকার। আত্মা জগতের যে প্রদেশে বাস করেন, সেই প্রদেশের যে সংসর্গজনিত ব্যবহার, আচার, পরিচ্ছদ, আহারাদি, ভাষা ও চিন্তাপ্রণালী, তদনুযায়ী প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হয়। অতএব দেশ, কাল ও পাত্রভেদে প্রকৃতি-বিচিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। আদৌ আত্মার জড়-সঙ্গক্রমে একটী মিশ্রভাবগত চিত্রতা। দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ভিন্ন দেশগত, ভাষাগত ও জাতিগত নানাবিধ চিত্রতা লক্ষিত হয়। যিনি সর্ব্বদেশ পরিভ্রমণপূর্ব্বক, সর্ব্বদেশ-ভাষা শিক্ষা করিয়া সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিতে সক্ষম, তিনিই মাত্র এই বিচিত্র মতসমূহের সম্যক্ বিচার করিতে পারেন। আমরা এই তত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইলাম। আত্মা যে দুই প্রকার উত্তর দেন, তন্মধ্যে যুক্ত উত্তরই প্রকৃত। চিত্র উত্তর বহুবিধ হইলেও বিজ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তাহা দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম ভাগের নাম 'জ্ঞান', দ্বিতীয়ভাগের নাম 'কর্ম্ম'। এ স্থলে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। যখন প্রকৃত উত্তরকে 'যুক্ত উত্তর' বলা হইল, তখন যুক্তিকে প্রকৃত প্রস্তাবে অধিক সম্মান করা হইল। যুক্তি কি প্রকৃতিবৈবিত্র্য স্বীকার করে না? আমাদের উত্তর এই যে, বাক্যসমুদয়ই প্রকৃতি-বৈচিত্র্যা-নুগত, অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহারা স্বাধীন নহে। অতএব আমরা যে 'যুক্তি' ও 'যুক্ত'-শব্দ ব্যবহার করিলাম, তাহা শুদ্ধ চিদ্গত সদসদ্ভেদিকা বৃত্তিবিশেষ। সেই বৃত্তিই জড়সঙ্গক্রমে জড়াশ্রয়ী যুক্তিরূপে চিত্রমত প্রকাশ করে। স্বরূপাবস্থিতিক্রমে তাহা যুক্ত উত্তর প্রদান করে। চিত্র উত্তরমধ্যে যে দুইটী বৈজ্ঞানিক বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে যাহাকে জ্ঞান বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার সদ-সদ্ভেদক দর্শনবৃত্তি অন্বয়রূপে জড়ধর্ম্মপোষক জড়ের অনাদিত্ব ও সর্ব্বমূলত্ব-স্থাপক অথবা ব্যতিরেকরূপে জড়সত্তানাশক নিঃশক্তি ব্রহ্মবাদস্থাপক বিকারবিশেষ। যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা গেল, তাহা জড়সঙ্গগত আত্মার নিরীশ্বর জড়ানুশীলনরূপ কার্য্যবিশেষ। আত্মার চিদ্গত ভাবানুশীলন ও চেষ্টানুশীলনরূপে যে শুদ্ধ জ্ঞান-কর্ম্ম, তাহা যুক্ত-উত্তরগত ভক্তিপ্রসঙ্গে বিচারিত হইবে। বাক্যের স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্বের প্রকাশক নিঃসন্দেহ বাক্য ব্যবহার-পক্ষে সুবিধা হয় না ॥ ৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—চিদালোক দ্বারা উদ্ভাসিত-হৃদয় পুরুষই যথাযথরূপে বস্তু পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তিনিই এই পারমার্থিক প্রশ্নত্রয়ের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে পারেন।

জগতে যদিও তত্ত্বাত্মক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্য বহুপ্রকারের দার্শনিকগণ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রনয়ন করিয়াছেন ; তথাপি বহুভাগ বিচারকদের সিদ্ধান্তগুলি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাবলম্বন হেতু দোষপূর্ণ।. কেবল ঈশ্বর-বচনরূপ বেদশাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্রই ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সারূপ দোষচতুষ্টয় হইতে মুক্ত ; এবং ত্রিগুণময় সিদ্ধান্ত সকলই দোষযুক্ততাহেতু পরতত্ত্ব নির্ণায়ক হইতে পারে না। বৈদিক মতে শ্রদ্ধাশীল জনগণের অবৈদিক মতের আদর নাই। অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবলম্বনকারী জনগণের দোষযুক্ত সিদ্ধান্তসমূহে সমাদর না থাকিলেও, কোন্ মতের কি গুণ এবং কি দোষ,—এ সম্বন্ধে যদি জগতের সরল ও জ্ঞানহীন জীবগণকে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা না হয়, তবে উপযুক্ত পথনির্দেশের অভাবে তাঁহারা বিপথগামী ও বিনষ্টশীল হইবে। সাধুগণের পরমত সমালোচনা দ্বন্দ্বমূলক, ঈর্ষামূলক বা মৎসরতামূলক নহে ; পরন্তু তাহা জগজ্জীবের কল্যাণ নিবন্ধন তাঁহাদের অশেষ দয়ারই পরিচায়ক।

জড়বাদী (Materialist) মনে করে জড়পদার্থই পরম সত্তা. এই মতে বিশ্বের সবকিছুই জড় থেকেই উদ্ভুত। জীবের মন ও প্রাণ জড়সংযোগ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে এবং আত্মা বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই এই প্রকারের ধারণাবিশিষ্ট জড়বাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সকল জড়বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত অতএব জড়বাদ পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী জড়বাদীরা কোনরূপ অলৌকিক শক্তিকে স্বীকার করেন না। জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই যেন সমস্ত কার্য্য ও ঘটনাবলি ব্যাখ্যাত হয়। পরলোক, ভগবান, পুনর্জন্ম ইত্যাদি সকল প্রাকৃত বিজ্ঞানের অগম্য বলিয়া জড়বাদীরা এই সকল বিশ্বাস করেন না। সরল কথায়, "যাহা আমরা জানিতে পারি না, তাহা স্বীকার করিব না।" কিন্তু পরমার্থবাদীরা বলেন যে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পথে পরমার্থের কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব বাস্তব বস্তু প্রাপ্তির জন্য জড়বাদকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এসম্বন্ধে অন্যত্র বিচারিত হইবে। জড় ও গতিকে (Matter and Motion) সমস্ত ঘটনার মূল বলিয়া মনে করিয়া জড়বাদীরা ইহাদের মূলে কোনও উদ্দেশ্য দেখিতে পান না, অতএব এইমতে জগতের মূলে কোন উদ্দেশ্য নাই। মূলে কোনও উদ্দেশ্য স্বীকার না করার ফলে জড়বাদীর সমস্ত জীবনের অন্তেও কোন উদ্দেশ্য গৃহীত হয় না। অতএব জড়বাদীর সমস্ত জীবনই অর্থবিহীন। জড়বাদীদের সিদ্ধান্তসমূহ যদি কেহ বিচার করে তবে দেখা যায়, অন্ধকারে হাতড়ানোর মত তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমস্তই কেবল ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রলাপ মাত্র। আত্মা, পরমাত্মা, পরলোক এই সকলকে জড়ের কারখানায় আবিষ্কার করাও অসম্ভব এবং নিরাকরণ করাও অসম্ভব। কেন না, চিন্ময় বস্তু জড় হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ বিশিষ্ট। ভগবদ্বহির্মুখতা-দোষের ফলে জীবের পতন হেতু জড়বদ্ধতাযুক্ত অবস্থায় এসমস্ত বিচারের আদর পরিলক্ষিত হয় ; কিন্তু জীব যত পতিতই হউক না কেন, তাহার স্বভাবসিদ্ধ যে আনন্দের অনুসন্ধান তাহা সে ছাড়িতে পারে না। মাটি, পাথর, জল, বায়ু ইত্যাদি জড় পদার্থের কোনও

সুখানুভূতি নাই, কিন্তু জীবমাত্রের সুখ-দুঃখের অনুভূতি বর্ত্তমান। নিরীশ্বর জড়বাদীও স্বীকার করে যে সুখই মানুষের একমাত্র কাম্য বস্তু, কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং তাহার প্রাপ্তি কিভাবে হয়? ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জড়বাদীর অজ্ঞেয় ও অগম্য। এই তৃতীয় সূত্রে লেখক মিশ্রসত্ত্বগুণবিশিষ্ট দার্শনিকগণের বিচিত্র মতবাদসমূহের দিগ্দর্শন করিয়াছেন। ॥ ৩ ॥

চিত্রং বহুবিধং বিদ্ধি যুক্তমেকং স্বরূপতঃ।
চিত্রমাদৌ তথা চান্তে যুক্তমেব বিবিচ্যতে ॥ ৪ ॥

চিত্রমত বহুবিধ। যুক্তমত স্বরূপতঃ একই প্রকার। আমরা প্রথমে চিত্রমতসমূহের দিগ্-দর্শন পূর্ব্বক শেষে যুক্তমত বিচার করিব ॥ ৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—সত্য কথা সর্বকালে ও সর্বত্রই একপ্রকার ও পরস্পর সামঞ্জস্যযুক্ত হয়, কিন্তু মিথ্যা কথাসমূহ পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও বহুপ্রকার হয়। দেশ, কাল, পাত্র, ভাষা, ত্রিগুণ, মানসিক ভাব ইত্যাদি অসংখ্য প্রভেদযুক্ত বিচিত্র মতবাদ সত্যবস্তুকে নির্ণয় করিতে যাইয়া নানাপ্রকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তুত করে। চিত্র মতবাদসমূহের আলোচনা প্রথমে করিয়া গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের শেষে যুক্তমতের বিচার করিয়াছেন। ॥ ৪ ॥

আত্মাথবা জড়ং সর্ব্বং স্বভাবাদ্ধি প্রবর্ত্ততে।
স্বভাবো বিদ্যতে নিত্যমীশজ্ঞানং নিরর্থকম্ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বথা চেশ্বরাসিদ্ধিরীশকর্ত্তা প্রয়োজনাৎ।
পরলোককথা মিথ্যা ধূর্ত্তানাং কল্পনেরিতা ॥ ৬ ॥

সংযোগাজ্জড়তত্ত্বানামাত্মা চৈতন্যসংজ্ঞিতঃ।
প্রাদুর্ভবতি ধর্ম্মোহয়ং নিহিতো জড়বস্তুনি ॥ ৭ ॥

বিয়োগাৎ স পুনস্তত্র গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ন মুক্তির্জ্ঞানলক্ষণা ॥ ৮ ॥

চিত্রমতসমূহের মধ্যে স্বভাব বা জড়বাদই অধিক ব্যাপিত হইয়াছে। অবান্তর ভেদক্রমে এই মত দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ, (২) জড়নির্ব্বাণবাদ। এই দুইপ্রকার মতের বিশেষরূপ বিচার পরে করিব। প্রথমে জড়বাদ সামান্যতঃ কি, তাহা প্রদর্শিত হইবে। সর্ব্বপ্রকার জড়বাদে ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, আত্মাই হউক বা জড়ই হউক, সমস্তই জড়প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। জড়ের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিলনা। ঈশজ্ঞান নিতান্ত নিরর্থক। জড়াপ্রকৃতিই—নিত্যা। 'ঈশ্বর' বলিয়া কোন ব্যক্তি বা তত্ত্ব কল্পনা করিতে হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বর অনুসন্ধান করিতে হয়। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বথাই অসিদ্ধ। দেশ-বিদেশে যত ধর্ম্মপুস্তকে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে-সকল আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে সমুদয় ধূর্ত্তগণের কল্পনামাত্র,

কিছুই বাস্তবিক নহে। যাহাকে 'আত্মা' বা 'চৈতন্য' বলিয়া বলি, তাহা জড়ের নিহিত ধর্ম্মবিশেষ, জড়তত্ত্বগণের অনুলোম-বিলোম-সংযোগ দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পুনরায় উক্ত সংযোগ ভঙ্গ হইলে ঐ ধর্ম্ম যথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তথায় লয় পায় অর্থাৎ পুনরায় জড়বস্তুতে নিহিত হইয়া অবস্থিতি করে। জন্মজন্মান্তররূপ পুনরাবৃত্তি আত্মার পক্ষে অসম্ভব; আর ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণ যে এক প্রকার আত্মার জড়মুক্তি কথিত আছে, তাহা অসম্ভব; যেহেতু বস্তু হইতে বস্তুধর্ম্ম পৃথক্ থাকিতে পারে না; অতএব জড়ই—বস্তু, আর সমস্তই তাহার ধর্ম। সকল নাস্তিকেরাই এই সকল মত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে এক শ্রেণী জড়গত সাক্ষাৎ সুখকেই 'প্রয়োজন' বলিয়া স্থির করেন, অপর শ্রেণী জড়সুখকে ক্ষণিক ও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জানিয়া নির্ব্বাণসুখের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

প্রথমে আমরা জড়ানন্দীদিগের মতের বিচার করিব। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দবাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা এই স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল নাই, তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিব। পারমার্থিক চেষ্টায় নিরর্থক কাল ক্ষেপণ করিবার প্রয়োজন নাই—সঙ্গ ও কর্মদোষে এই প্রকার বিশ্বাস মানব-সমাজে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এরূপ মতটী কুত্রাপি সমাজনিষ্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। যে দেশে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই দেশে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয়-করিয়া তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে চার্ব্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীক্‌দেশে নাস্তিক লুসিপস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস (Sardanaplus), রোমদেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান হলবাক (Von Holback) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্দ্ধক ধর্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম বলা যায়।

অধুনাতন যে সকল লোকেরা জড়ানন্দবাদ স্বীকার করতঃ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জনগণের শ্রদ্ধা সংগ্রহকরণাভিপ্রায়ে একপ্রকার নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্মবাদ বোধ হয় সর্ব্বপ্রাচীন। পাণ্ডিত্য-পরিচালনা দ্বারা ঐ মতের পোষক মীমাংসকেরা সর্ব্বার্য্য-সম্মত বেদশাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিয়া আদৌ "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পরিশেষে এক জাতীয় 'অপূর্ব্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। গ্রীস্ দেশের ডিমক্রাইটস নামক পণ্ডিত এই মতের মূল তদ্দেশে স্থাপিত করেন। তিনি বলেন, দ্রব্য ও শূন্য ইহারা নিত্য। শূন্যে দ্রব্য-সংযোগে সৃষ্টি ও দ্রব্যবিয়োগে প্রলয় বা নাশ হয়। দ্রব্যসকল পরিমাণভেদে ভিন্ন। জাতিভেদরূপ কোন বিশেষ নাই। জ্ঞান কেবল বাহ্যবস্তুসমূহের ও আন্তরবস্তুসমূহের সংযোগজনিত ভাববিশেষ। তাঁহার মতে দ্রব্যসকল—পরমাণু। অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় ডিমক্রাইটসের পরমাণুবাদ হইতে কএক

বিষয়ে বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিকমতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু মধ্যে পরিগণিত। গ্রীক্‌দেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদমতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গেসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে ডিডেরো (Diderot) ও লামেট্রি (Lamettrie), ইঁহারা নিঃস্বার্থজড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কম্‌টী (Comte). নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কমটী ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৫৭ সালে পঞ্চত্ব লাভ করেন। তাঁহার অবিশুদ্ধ মতটীকে তিনি ‘স্থিরবাদ’ (Positivism) নামে সংজ্ঞিত করেন। নামটী নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাঁহার মতে জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের আর কোন জ্ঞান-দ্বার নাই। মানসপ্রতীতি সমুদয়ই জড়প্রতীতিবিশেষ। অবশেষ কারণ বলিয়া কাহাকেও স্থির করা যায় না। জগতের প্রারম্ভ বা প্রয়োজন কিছুই জানা যায় না। জগৎকর্ত্তারূপ কোন চৈতন্যের লক্ষণ লক্ষিত হয় না। মানসপ্রতীতিসমূহ যথাযথ পরস্পরের সম্বন্ধ, ফল, সৌসাদৃশ্য ও বিসদৃশতা অনুসারে সজ্জিত করিয়া রাখা উচিত। কোন অপ্রাকৃত ভাব তাহাতে সংলগ্ন করা উচিত নয়। ঈশ্বরচিন্তাকে চিন্তার শৈশব, দার্শনিক চিন্তাকে চিন্তার বাল্যকাল এবং নিশ্চয়াত্মিকা চিন্তাকে চিন্তার পরিপক্ক-কাল বলিয়া স্থির করা উচিত। হিতাহিত-বিচারের অনুগতরূপে সমস্ত বৃত্তির পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে মানবসকল পরোপকারপর হইয়া নিঃস্বার্থ-ধর্ম্মাচরণ করিবে। তাঁহার ধর্ম্ম এই যে, অন্তঃকরণ-বৃত্তির আলোচনা ক্রমে ঐ বৃত্তির পুষ্টি করা মানবের কর্তব্য। তাহা পুষ্ট করিতে হইলে কাল্পনিক একটী বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক একটী স্ত্রীমূর্ত্তি পূজা করা কর্ত্তব্য। বিষয়টী মিথ্যা হইলেও প্রবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয়। পৃথিবী তাঁহার মহত্তত্ত্ব (Supreme Fetich); দেশই তাঁহার কার্যাধার (Supreme Medium), মানবপ্রকৃতিই তাঁহার প্রধান সত্ত্বা (Supreme Being)। হস্তে শিশু—এরূপ একটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যার সময় পূজা করিবে। নিজ জননী, পত্নী ও কন্যাকে একত্রে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যনিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা কাল্পনিক উপাসনা করিবে। এইরূপে ধর্ম্মাচরণ-কার্য্যের কোন ফলানুসন্ধান করিবে না। ইংলণ্ড দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে ‘ভাববাদ’রূপে বিচার করতঃ অবশেষে অনেক বিষয়ে কম্‌টির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসার বাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্‌থ্যাম (Bentham) কোম (Combe), প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্ত্তক। ঐ মত দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক (Holyoake) এক বিভাগের কর্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্ত্তা ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক।

স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থজড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত-সকল যতই গভীররূপে আলোচনা করা যায়, ততই জড়বাদের নৈরর্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ চিদ্গত যুক্তি ত' ঐসকল অমূলক মতকে দৃষ্টিমাত্রে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যাগ করে। জড়গত যুক্তিও যখন নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করে, তখন ঐ সকল মতকে 'অযুক্ত' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াথাকে, যথা—

১। জড়বাদীরা তত্ত্বের লাঘবকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমস্ত বস্তুকে একত্ব প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে জড়কে সর্ব্বমূল বলিয়া অদ্বৈতসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এটী অত্যন্ত ভ্রমজনক। যেহেতু জড়কে সর্ব্বমূল বলিলে অনেক পরমাণুর নিত্য সত্তা, শূন্যের নিত্য সত্তা, শূন্য ও দ্রব্যের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, পরমাণুগত শক্তি, গুণ ও ক্রিয়া—এই সকল তত্ত্বকে অনাদি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা জগৎ সৃষ্টি কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহাতে তত্ত্বসংখ্যার লাঘব দূরে থাকুক, তাহা অনন্ত হইয়া পড়ে। কাল যে কি, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবম্বিধ লাঘবকরণ-চেষ্টাকে বালচেষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

২। জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক। অস্বাভাবিক, যেহেতু স্বভাব স্বীয় কারণপ্রতি সচেষ্ট। তখন চৈতন্যকে অস্বীকারপূর্ব্বক জড়-স্বভাবকে নিত্য বলা নিতান্ত অযুক্ত। কার্য্য-কারণই স্থূলজগতের স্বভাব। তাহা রহিত হইলে জড়জগতের স্বভাব রহিত হয়। অবৈজ্ঞানিক, যেহেতু চৈতন্যই জড়কে অধিকার করিতে সমর্থ। চৈতন্যকে জড়গুণ বলিয়া গুণকে বস্তুকর্তা বলা নিতান্ত বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ।

৩। চৈতন্য স্বাভাবিক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। তাহাকে জড়াধীন করা কেবল মূর্খতার ব্যবহার মাত্র। অধ্যাপক ফেরিস্ (Prof.Ferris) এ বিষয়টী বিশদরূপে বিচার করিয়াছেন।

৪। জড়কে নিত্য বলিবার প্রমাণ কি ? অধ্যাপক টিণ্ডাল (Prof.Tyndall) নিশ্চয়রূপে স্থির করিয়াছেন যে, জড়ের নিত্যতা প্রমাণ হয় না। কোন ব্যক্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান হইয়া, অনন্তকাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যদি নিত্য বলিয়া স্থির করেন, তবুও তাহা বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণাভাবে জড়ের নিত্যতা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

৫। বুকনর (Buchner) ও মালেস্কাট (Molescott) বলিয়াছেন যে, জড়—নিত্য। ইহা কেবল স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত মাত্র। কালক্রমে যদি জড় নষ্ট হয়, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত মিথ্যা হইবে।

৬। কম্‌টী (Comte) লিখিয়াছেন ;—'জগতের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য নয়'। ইহা কেবল বাল-পরামর্শ মাত্র। যেহেতু জীব চৈতন্যবিশিষ্ট তত্ত্ববিশেষ, তিনি এরূপ পরামর্শে

স্বাভাবিক অনুসন্ধানবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। কার্য্যকারণানুসন্ধান-বৃত্তিই সমস্ত বিজ্ঞানের জননী। কম্‌টীর মতে চলিলে অল্পদিনের মধ্যেই মানববুদ্ধির লোপ হইবে সন্দেহ নাই। মানবগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে।

৭। জড়-সংযোগে মানব-চৈতন্যের উদয় হওয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করা নির্ব্বোধ লোকের কার্য্য। প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস আমাদের হস্তে আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্বয়ম্ভূ মানব দর্শন করেন নাই। যদি জড়-সংযোগে অথবা ক্রমোন্নতিক্রমে মানবের উৎপত্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে অবশ্য তিন হাজার বৎসরের মধ্যে একটীও মানব সেইরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিত।

৮। মানব, পশু ও বৃক্ষাদির বৃত্তিসমূহ যেরূপ সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যসহকারে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ঐসকল বৃত্তির বিষয়সকল যেরূপ নিয়মিত ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পরম চৈতন্যের কর্তৃত্ব লক্ষিত হয়। চৈতন্য কারণরূপে স্থিত হইলে জড়বাদ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

এবম্বিধ নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা জড়বাদ নিরস্ত হয়। নিতান্ত দুর্ভাগা মানবগণই জড়বাদ স্বীকার করে। তাহাদের চিৎসুখ নাই। আশা ভরসা নিতান্ত অল্প। জড় নির্ব্বাণবাদ সম্বন্ধে বিচার যথাস্থানে পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ৫-৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পঞ্চম হইতে অষ্টম সূত্র পর্য্যন্ত গ্রন্থকর্তা জড়বাদ ও ইহার শাখা জড়ানন্দবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রধান প্রধান জড়বাদপ্রণেতা দার্শনিকগণের বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। তারপর,—নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা জড়গতযুক্তিও জড়প্রসূত ভ্রান্ত মতবাদগুলিকে কিভাবে পরিত্যাগ করে—এই কথার প্রমাণ দ্বারা সমস্ত জড়বাদগুলিকে নিরাস করিয়াছেন। ॥ ৫-৮ ॥

কর্ত্তব্যো লৌকিকো ধর্ম্মঃ পাপানাং বিরতির্যতঃ।
বিদ্বদ্ভির্লক্ষিতো নিত্যো স্বভাববিহিতো বিধিঃ ॥ ৯ ॥
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেণ জিজ্ঞাস্যো স সুখাপ্তয়ে।
জীবনে যৎ সুখং তত্তু জীবনস্য প্রয়োজনম্ ॥ ১০ ॥
জীবনে যৎ কৃতং কর্ম্ম জীবনান্তে তদেব হি।
জগতামন্যজীবানাং সম্বন্ধে ফলদং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ন কর্ম্ম নাশমায়াতি যদা বা যেন বা কৃতম্।
অপূর্ব্বশক্তিরূপেণ কুরুতে সর্ব্বমুন্নতম্ ॥ ১২ ॥

জড়বাদিদিগের লৌকিক আচরণ সম্প্রতি আলোচিত হইবে। তাঁহারা বলেন যে, যদিও ঈশ্বর নাই, আত্মা নাই ও পরলোক নাই, তথাপি মানবগণের ধর্ম্মাচরণ করা প্রয়োজন। সাধারণের সুখ যে কার্য্য দ্বারা সাধিত হয় তাহাকে 'পুণ্য' ও সাধারণের অমঙ্গল যদ্দারা আশঙ্কা করা যায়, তাহাকে 'পাপ' বলা যায়। স্বার্থসুখ নিঃস্বার্থসুখের অনুগত থাকাই প্রয়োজন।

অতএব লৌকিক ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মাচরণ করিলে পাপ ও তৎফল যে ক্লেশ, তাহা দূর হইবে। স্বভাব সর্ব্বত্র বিধিময়, অতএব স্বভাবজাত সংসারও বিধিময়। সেই সকল সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহী বিধি পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। জীবনের যে ধর্ম্মসুখ, তাহাই জীবনের প্রয়োজন-তত্ত্ব। সেই সুখ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাববিহিত সাংসারিক বিধির অনুসন্ধান ও পালন করা কর্ত্তব্য। যদি বল, মৃত্যুর পর আর আমার অবস্থিতি নাই, তখন নিজের অসীম সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনই বা ধর্ম্মাচরণ করিব? তাহার উত্তর এই যে, তোমার জীবনে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলেও ফলপ্রদানে অযোগ্য নয়। যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম তোমার জীবনান্তেও জগতের অন্যান্য জীবসম্বন্ধে ফলপ্রদ হইবে। তুমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপাদন পূর্ব্বক যদি তাহাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফল তাহারা ও অন্যান্য লোকসকল অবশ্যই ভোগ করিবে। তুমি ধনোপার্জ্জন করিয়া যদি বিদ্যালয়, পান্থনিবাস, পথ ও ঘাটাদি প্রস্তুত কর, তবে বহুকাল অন্য জীবসকল তোমার কর্ম্মফল ভোগ করিবে। যদি বল যে, কর্ম্মফলও শীঘ্র বিনষ্ট হইবে, তাহার উত্তর এই যে, যিনি যখন যে কর্ম্ম করুন না কেন, সে কর্ম্ম কদাপি নাশ হয় না। কর্ম্ম পরিপাক হইয়া একটী অপূর্ব্ব শক্তির উদয় করে। সেই শক্তি ভবিষ্যৎ কর্ম্মদ্বারা পুষ্ট হইয়া এই অনন্ত জগৎকে উন্নত করিতে থাকে। অতএব কর্ম্ম দ্বারা তোমার নিঃস্বার্থ লাভ হইতেছে।

জড়বাদিগণ যে ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিবিহীন গৃহের ন্যায় পতনশীল। যে ধর্ম্মে পরলোকের আশা বা ভয় নাই, সে ধর্ম্ম কখনই প্রতিপালিত হইবে না। স্বার্থজড়ানন্দবাদিগণ কেবল নাম দ্বারা ধরা পড়িয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদীরাও স্বার্থবাদী। আদৌ নিঃস্বার্থ-বাদের স্থিতি অসম্ভব। মিরাবোঁর (Mirabond) নামে ভন্ হলবাক্ (Von Holbach) যে 'সিস্টেম্ অব্ নেচার' (System of Nature) নামক গ্রন্থ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন—"জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই! পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই 'ধর্ম্ম' বলি।" আমরাও দেখিতেছি, নিঃস্বার্থপরতা একটী আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে, অন্য স্বার্থপ্রিয়লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই—স্বার্থ। ভগবৎপ্রীতিও—স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব। নিঃস্বার্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক; অতএব কখনই লক্ষিত হয় না। মানবজীবন যদি কোন ভবিষ্য জীবনকে আশা না করে, বা কোন ভবিষ্যৎ সুখের জন্য চেষ্টা না করে, তবে কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। জৈমিনী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অপূর্ব্ববাদ ও শক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধবুদ্ধি

ব্যক্তিগণের কখনই রুচি হয় না। যাহারা তাহা স্বীকার করে, তাহারা কোন অংশে বঞ্চিত হইয়াছে। ভারতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জৈমিনির অপূর্ব্ববাদের উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই পরলোকসুখ ও ঈশ্বরপ্রসাদের আলোচনা করিয়া থাকেন। অপূর্ব্ববাদের সহিত ঈশ্বরের যে বিরুদ্ধভাব, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে অপূর্ব্ববাদকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতেন। জৈমিনি ভালরূপে জানিতেন যে, জীবহৃদয়ে ঈশ্বরানুগত্য নিতান্ত স্বাভাবিক, অতএব যত্ন ও কৌশল সহকারে অপূর্ব্বান্তর্গত ফলদাতা ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর-সংশ্রব-চাতুর্য্যবশতঃ নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে এত প্রবলরূপে ভারতে প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তির স্বার্থ অপর ব্যক্তির স্বার্থের ব্যাঘাত করে, অতএব সামান্যবুদ্ধি-লোক 'নিঃস্বার্থ' নামটী শুনিবামাত্র নিজ স্বার্থের ফলাশায় নিঃস্বার্থবাদীর মতটীর আদর করে। ইহাও নিরীশ্বর-কর্ম্মবাদ-বিস্তারের অন্যতম হেতু। নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদী যেরূপ জগৎকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না! স্বার্থপরতা বশতঃ কিয়ৎপরিমাণে জীবসকল তাঁহাদিগের উপদিষ্ট ধর্ম্ম স্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যখন কর্ম্মতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিবেন, তখন জীব স্বতঃস্বার্থপর হইয়া যথাসম্ভব পাপাচার করিতে থাকিবেন। তিনি আপনাকে আপনি বলিবেন,—'ভাই, সুখভোগে বিরত হইবে না। যখন কেহ জানিতে না পারে, তখন স্বেচ্ছাচার স্বীকারপূর্ব্বক সুখভোগ কর, কেন না তাহাতে জগদুন্নতির কোন ব্যাঘাত দেখি না। সর্ব্বদ্রষ্টা ও কর্ম্মফলদাতা চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর যখন নাই, তখন আর ভয় কি? কেবল সাবধান হও যে, তাহা অন্যে জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে অপযশ, রাজদণ্ড ও অসদনুকরণরূপ উপদ্রব অবশ্যই ঘটিবে। তাহা হইলে তুমি বা জগতে কেহ সুখী হইতে পারিবে না।' বোধ হয়, নিরীশ্বর কর্ম্মোপদেষ্টা পণ্ডিতদিগের চরিত্র বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ ব্যবহার লক্ষিত হইবে। কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত কোন সময় কোন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক জিজ্ঞাসুকে চান্দ্রায়ণাদি কার্য্যের উপদেশ করিতেছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি কহিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাকড়বধের জন্য যদি আমার পক্ষে চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা করিলেন, তবে আমার সহিত আপনার পুত্র ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকায় তাঁহার পক্ষেও ত চান্দ্রায়ণের ব্যবস্থা হইতেছে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন বিষম বিপদ, তখন তিনি পুস্তকের আর দুই চারি পাতা উল্টাইয়া কহিলেন,—"ওহে আমার ভুল হইয়াছে, আমি দেখিতেছি, যে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়'—এইরূপ শাস্ত্রে আছে। তোমার কিছুই করিতে হইবে না।" নিরীশ্বর স্মার্ত্তদিগের ব্যবস্থা ও কার্য্য এইরূপ লক্ষিত হইবে। কোন কোন নিরীশ্বর-ধর্ম্মের আনুকূল্য জন্যই ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। এস্থলে যদিও জীবের পরলোক এবং ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ঐ দুইটী বিষয়ও কর্ম্মের অঙ্গীভূত হওয়ায় স্বভাবজাত ভক্তির তাহাতে লক্ষণ পাওয়া যায় না। বরং বিচার করিলে দেখা যায় যে, কেবল নিঃস্বার্থধর্ম্ম বলিলে শেষে স্বার্থপর হইয়া পড়িবে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাধারণকে একটী সর্ব্বজ্ঞ ও ফলদাতা ঈশ্বর দিলে অনেক সুবিধা হয়, এই বিবেচনায় নিরীশ্বর কর্ম্মবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ শাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনাকে কর্ম্মবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কম্‌টী (Comte) যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যে উপাসনা-

পদ্ধতি, তাহা কার্য্যকালে তত্ত্বপরিচয়-স্থলে অকর্ম্মণ্য হইবে, এই আশঙ্কায় কল্পিত উপাস্যকে সত্য বলিয়া ঈশ্বররূপে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্‌টীর সরলতা অধিক। জৈমিন্যাদির দূরদর্শিতা অধিক। কম্‌টী ধরা পড়ায় তাঁহার উপাসনা সাধারণের অনুষ্ঠিত হয় নাই। জৈমিনি ততোধিক গম্ভীর হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মবাদ সাধারণ স্মার্ত্তসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ বিচারে কম্‌টী ও জৈমিনীর একই মত কিন্তু স্মার্ত্তচেষ্টার ফল আলোচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, কর্ম্মবাদ যেরূপেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, কখনই মানবসমাজের যথার্থ মঙ্গল প্রদানে সক্ষম হইবে না। সেকিউলারিজম্ (Secularism) পজিটিভিজম্ (Positivism) বা স্মার্ত্তকর্ম্মবাদ কোন সময়েই পাপকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইবে না। বরং অনেকদিন জগতে থাকিলে পবিত্র ভক্তির অনেক ব্যাঘাত করিবে। এই সকল কর্ম্মবাদ সময়ে সময়ে ভক্তিকে বলিয়া থাকে,—আমি তোমার অনুগত, আমি তোমার জন্য অধিকারী প্রস্তুত করিতেছি। আমি অধার্ম্মিক লোকের চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিব। এই সকল কথা কেবল দ্বিহৃদয়তার ফল, বাস্তবিক নয়। কর্ম্ম যখন ভক্তির যথার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে কর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দেয় না, ভক্তি বলিয়াই পরিচয় দেয়। যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম নিজ নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সম্পর্দ্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি চেষ্টাকে কর্ম্ম নিজতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম্ম ভক্তিস্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়। এ স্থলে ইহার বিশেষ বিবৃতি করা যাইবে না ॥ ৯-১২ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—বিতর্কদ্বারা সৃষ্ট নিজ মতসমূহকে জড়বাদিগণ জগতের নিরীশ্বর নাস্তিক মানবগণের মধ্যে প্রচলন করিতে পারিলেও ইহাতে ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদির ধারণা ও ভয় না থাকা হেতু এই নাস্তিক মতবাদকে কেহই আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ মানিতে পারেন না। আপাততঃ মৌখিক স্বীকৃত হইলেও কার্য্যে স্বীকার্য্য হইতে পারে না। নানাপ্রকারের ছলনাদ্বারা জড়বাদিগণ তাঁহাদের মত জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের লৌকিক আচরণ কি প্রকার, এ সম্বন্ধে নবম হইতে দ্বাদশ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। এ সমস্ত নাস্তিক মতবাদ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বিচারপ্রণালী পোষণ করে এবং স্বার্থসাধনের জন্য বহুপ্রকার মুখোস দ্বারা জগতের মানবগণকে অধীনস্থ করিবার চেষ্টা করে। সূক্ষ্ম বিচারদ্বারা অনুভূত হয় যে চিত্র মতবাদসকল আত্মোন্নতির পথে কেবল নিস্প্রয়োজক এবং কন্টকসদৃশ ; অতএব ভাগ্যহীন জনগণ এসকল নিরীশ্বর মতবাদদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া অমূল্য মানব জীবনের দুর্ব্যবহার করে এবং বিপথগামী হইয়া পরমার্থ-ধন হইতে বঞ্চিত হইবে। আত্মহিতকামী ব্যক্তিগণ সাবধানতা সহকারে এসকল বিষয় অবগত হইয়া কেবল সৎপথগমনের চেষ্টা করিবেন ॥৯-১২॥

ভবঃ ক্লেশোঽভবঃ কেষাং মতে সৌখ্যমিতি স্থিতম্।
নির্ব্বাণসুখসংপ্রাপ্তিঃ শরীরক্লেশসাধনাৎ ॥ ১৩ ॥

জড়বাদিগণ যে পর্য্যন্ত জড়সুখকে 'আনন্দ' বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের মতে জড়ানন্দই সর্ব্বদা বিমৃগ্য। স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থপর হইয়া জড়সুখই সাধন পূর্ব্বক তাহা সম্ভোগ

করেন। জড়সুখ বাস্তবিক অকিঞ্চিৎকর, চিদ্বস্তুর পক্ষে উপযুক্ত সহচর নহে। এতন্নিবন্ধন জড়বাদীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবেকশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহারা জড়সুখে কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না। চিত্তত্ব ত' স্বাধীন নয় যে, তাহাতে কোন নিত্যসুখের অনুসন্ধান করিবেন। অতএব সহজেই জড়নির্ব্বাণকে 'সুখ' মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়া থাকেন। তখন বলেন যে, অস্তিত্বই ক্লেশ, অস্তিত্বের সমাপ্তিই সুখ, শরীরক্লেশ সাধনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ সুখের অনুসন্ধান কর।

যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বরকর্ম্মবাদজনিত জড়ানন্দমত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া, নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক মত বলিয়া জড়বাদি-বিপ্রগণ সামান্য যজ্ঞাদি দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা ও অমৃত-সম্ভোগ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীরদুঃখের অপরিহার্য্যতা পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক নির্ব্বাণসুখসাধক বৌদ্ধবাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু শাক্যসিংহের সময় হইতে ঐ প্রকার বাদ বহুজন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহকে আদি প্রচারক বলিয়া বৌদ্ধেরা স্বীকার করিয়াছেন। কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব 'জীন' নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধমতের সদৃশ আর একটী মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈনমত। জৈনমত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধমত পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শ্যাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপিত হইয়াছিল। অদ্যাপি ঐ মত অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৌদ্ধমতের অনেক শাখা হইয়াছে; কিন্তু শূন্য বা জড়নির্ব্বাণবাদ বোধ হয় সকল শাখাতেই লক্ষিত হয়। মানবস্বভাব পরমেশ্বর ব্যতীত থাকিতে পারে না। অতএব বৌদ্ধমতের কতকগুলি শাখায় পরমেশ্বরও উপাসিত হইতেছেন।

সে দিবস কোন অতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি তাহাকে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, পরমেশ্বর অনাদি; তিনিই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন এবং এখনও তিনি পরমেশ্বররূপে স্বর্গে আছেন। আমরা সৎকর্ম্ম ও বিধিপালনপূর্ব্বক তাঁহার ধামে গমন করিব। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধমহাশয় যাহা বলিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি বৌদ্ধমতের আলোচনা করেন নাই। কেবল তাঁহার নরস্বভাব যাহা চায়, তাহাই তিনি বৌদ্ধমত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত কূটতর্কজনিত মত কখনই সামাজিক সম্পত্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না। পুস্তকে ও আচার্য্যদিগের হৃদয়ে সম্পুটিত থাকিবে। যাহারা ঐ মতানুযায়ী বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিবে, তাহারা নরস্বভাবজনিত সহজ মতকে ঐ মত বলিয়া আদর করিবে। কম্‌টী-প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি, জৈমিনি-প্রচারিত নিরীশ্বর কর্মান্তর্গত অপূর্ব্বরূপী ঈশ্বর ও শাক্যসিংহ প্রচারিত জড়নির্ব্বাণ-মতটী তত্তৎ মতোপাসকগণ কর্ত্তৃক স্বাভাবিক ধর্মের আকারে অবশ্যই পরিণত হইবে। তাহাই হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটী নির্বাণবাদধর্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। পেসিমিজম ও বৌদ্ধধর্মে আর কিছুই প্রভেদ নাই, কেবল একটী বিষয়ের প্রভেদ আছে। বৌদ্ধধর্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার করতঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্বাণ লাভ করিবে। পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই। অতএব জড়নির্বাণবাদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অর্থাৎ (১) একজন্মগত জড়নির্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড় নির্বাণবাদ।

বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহুজন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে বোধিসত্ত্ব ও অবশেষে 'বুধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্বাণ লাভ করে। পরিনির্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—'অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব ও অবশেষে নির্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।' উভয় মতেই জড়জগৎ নিত্য। কর্ম অনাদি, কিন্তু অন্ত বিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ ; পরিনির্বাণই সুখ। জৈমিনি প্রকাশিত বৈদিক কর্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্বাণ প্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্মবাদীর প্রভু বটে, কিন্তু নির্বাণবাদীর সেবক।

শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmann) ইহারা প্রথমশ্রেণীর জড়নির্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্ব্বাণলাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক একব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্বাণবাদী। যে সকল অদ্বৈতবাদীগণ নির্ব্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন, তাঁহাদিগের মত পরে বিচারিত হইবে। যাঁহারা নির্বাণান্তে অস্তিত্বের লোপ মানিয়া আর কোনপ্রকার আনন্দমাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড়নির্বাণবাদ নিতান্ত অকর্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি, তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদী-দিগের মতান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র। যদি জীব কোন স্বাধীন তত্ত্ব হয়, তবে তাহার লোপ কিরূপে হইবে ? লোপ হওয়ার প্রমাণই বা কোথায় ? ফলতঃ এই সকল মত নিতান্ত নিরীশ্বর। এই মত জড়কর্মবাদীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রচারকদিগের চিত্তোত্তাপ ও অধ্যবসায়ক্রমে এতদূর প্রবলরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ও

নিরীশ্বরকর্মবাদ প্রচারক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণসকল অত্যন্ত উপদ্রুত হওয়ায় ক্ষত্রিয়েরা দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধমত ও বৈশ্যেরা দলবদ্ধ হইয়া জৈনমত প্রচার করেন। যখন সাংসারিক শত্রুতা দ্বারা কোন দলাদলি উত্তেজিত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত প্রবলরূপে কার্য্য করিতে থাকে। ন্যায়ান্যায়-বিচার রহিত হইয়া দলবদ্ধ লোকসকল তাহাতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারিত হয়। যে সকল দেশে ঐ মত নীত হইল, সে সব দেশে অধিকতর বিচারের প্রাবল্য না থাকায় ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহা গৃহীত হইল। আধুনিক ইউরোপীয় জড়নির্বাণবাদীরা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি বিদ্বেষপূর্বক ঐ মতের প্রচার করিয়াছেন, ইহা ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—আনন্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত বদ্ধজীব ইহজগতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা জড়-তন্মাত্র সংগ্রহে এবং ভোগে মত্ত হইয়া যায়। জড়বস্তুসমূহ আপাততঃ প্রীতিপ্রদ হইলেও চরমে দুঃখপ্রদ ও যাতনাদায়ক, কেননা এই জড়জগৎ দুঃখালয় ও অশাশ্বত। মায়িক জগতের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা জড়বাদী যখন জর্জরিত হইয়া জড়-মুক্তির জন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন জড়নির্বাণকেই সুখ মনে করিয়া তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হন। শূন্যবাদীরা যদিও জড়বিপরীত একপ্রকারের সিদ্ধান্তের কল্পনা করেন তথাপি চিদ্বস্তু জড়বিপরীত নয় বলিয়া এবং প্রাকৃতবুদ্ধির অতীত বলিয়া ইহারা চিন্ময় ভূমিকা আরোহণ করিতে পারে না। নির্বাপিত হইতে চাহিলেই কি আত্মা নির্বাপিত হয়? জন্ম ও মৃত্যু-বিহীন এই আত্মা নিত্য এবং আত্মার স্বভাবও নিত্য। প্রকৃত চিন্ময় সবিশেষ অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্যানন্দ ও নিত্যশান্তির সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অন্যথা রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই প্রকৃত মুক্তি। অতএব জড়নির্বাণবাদিগণ যদিও জড়কে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে, নিরীশ্বরতা হেতু তাহাদের মত বিপথগামী ও চরমে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে ।। ১৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি মায়া যা সা কর্ত্রী জগতাং কিল।
চিদচিৎসবিনী সূক্ষ্মা শক্তিরূপা সনাতনী॥ ১৪ ॥

কোন কোন মতে 'মায়া' নাম্নী অনাদি শক্তি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন। সেই মায়া সূক্ষ্মস্বরূপা। তিনি চিত্তত্ত্ব ও অচিত্তত্ত্বস্বরূপ দুইটী তত্ত্ব প্রসব করেন। পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধবাদ প্রচলিত হইলে যখন ঐ মতের নিরসত্বপ্রযুক্ত প্রচারকদিগের অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে লাগিল, তখন ঐ মতকে নূতন আকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল। ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম্ম তান্ত্রিক হইয়া পড়িল। ঐ সময় মায়াবাদরূপ একটী বাদের সৃষ্টি হয়। সেই মত বৌদ্ধধর্ম্মে 'বৌদ্ধ' নামেই অবস্থিতি করিল। কিন্তু বৌদ্ধেতর অন্যান্য লোকদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-মতরূপ মায়াবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদার্থ সহকারে দার্শনিক আকারে ঐ মতটী যে সময় প্রচারিত হয়, তখন মায়াবাদী বৈদান্তিক-দিগের কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু পার্ব্বতীয় দেশে ঐ মত ভিন্নাকারে তন্ত্রশাস্ত্রানুগত বলিয়া তন্ত্রাচার্য্যেরা মায়াশক্তিবাদ প্রচার করেন। অনেকে বলেন, যে, তান্ত্রিক মত কাপিলদর্শন হইতে

নিঃসৃত। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। যদিও কপিলের মতে প্রকৃতি কর্ত্রী বটে, কিন্তু পুরুষ 'পুষ্করপলাশবন্নির্লেপ'—এই বাক্যদ্বারা চিত্তত্ত্বের অনাদিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় শৈবমত কপিল সাংখ্যনিঃসৃত। কিন্তু ঐ মতে প্রকৃতির বিশেষ সম্মান থাকায় অতত্ত্বজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক ঐ মতকে তান্ত্রিক মতের সহিত ভুলক্রমে ঐক্য করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে যদিও কোন কোন স্থলে চনকগত দুইটী বীজের সহিত পুরুষ-প্রকৃতির উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ফলকালে প্রকৃতিকে চিত্তত্ত্বের প্রসবিত্রী বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

জীবের প্রকৃতিনির্ব্বাণরূপ একটী নির্ব্বাণেরও কল্পনা করা হইয়াছে। জড়শক্তিবাদের মধ্যে কোন প্রকার আস্তিকতা লক্ষিত হয় না। চিচ্ছক্তিবাদিগণ যেরূপ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তভাব আবেদন করেন জড়শক্তিবাদীরাও তদ্রূপ চিচ্ছক্তিবাদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া জড়শক্তিকে সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া থাকেন। দৃঢ় নাস্তিকবাদপরায়ণ ভনহলবেক জড়শক্তির প্রতি উক্তি করিয়াছেন ;—

"হে প্রকৃতি, হে সমস্ত তত্ত্বের অধীশ্বরি, হে তদীয় সন্তান ধর্মবুদ্ধি ও সত্য, তোমরা চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত্তৃরূপে অবস্থিত হও। মানবসকল তোমাদের গুণগান করুক। হে প্রকৃতি দেবি, আমাদিগকে তোমার অভিপ্রেত সুখের পথ দেখাও। আমাদের মন হইতে ভ্রমকে দূর কর। অন্তঃকরণ হইতে দুষ্টতা দূর কর। আমাদের কার্য্যের ক্রমপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে আমাদের পদস্খলন রহিত কর। জ্ঞানকে রাজ্য করিতে দাও। আত্মাতে সততা বিস্তার কর এবং আমাদের হৃদয়ে শান্তিকে স্থান দাও।"

এই প্রকৃতিবাদী হলবেকই কহিয়াছেন যে, আত্মা নাই, ঈশ্বর নাই ও পরলোক নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখবর্দ্ধক ধর্ম্মই মাননীয়। স্বভাবের শক্তিই সর্ব্বেশ্বরী।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব আদ্যাশক্তি কালীকে স্তব করিতেছেন ;—

স্বষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥

"হে দেবি, সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি অগোচর তমোরূপী একা ছিলে। তোমা হইতে পরব্রহ্ম-ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।" এস্থলে সাংখ্যদর্শন-প্রতিষ্ঠিত নির্লেপ পুরুষ ও ক্রিয়াবতী প্রকৃতিরূপ সাংখ্যমত হইতে এই তন্ত্রের মত নিরূপিত হইয়াছে, এরূপ স্থির করা যায়। পরে কথিত হইল যে,—

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যতে ॥

প্রলয়ান্তে তুমি তমোরূপ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাচাতীত ও মনের অগম্যভাবে একাই অবস্থিতি কর।

ত্বমেব জীব লোকেঽস্মিংস্ত্বং বিদ্যা পরদেবতা।

এই লোকে তুমিই জীব, তুমিই বিদ্যারূপা পরদেবতা। এস্থলে জীবচৈতন্য ও স্বভাবশক্তির ভেদ দেখা যায় না। ইহা সাংখ্যমত-বিরুদ্ধ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেণাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতপসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাসশতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাং চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা॥
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবেকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥

যে পর্য্যন্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, তাবৎ মানবের মোক্ষ হয় না। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম আচরণ করিলেও জ্ঞানোদয় হয় না। তত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিতের মোক্ষ হয়। জপ, হোম ও শত শত উপবাস দ্বারা মুক্তি হয় না, কিন্তু 'আমি ব্রহ্ম' ইহা জানিলেই মোক্ষ। যদি মানস-কল্পিত-মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবের মোক্ষ হইত, তাহা হইলে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারা মানবগণ রাজা হইত। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনের ভেদ কেবল মায়া দ্বারা ঘটে। বিচার করিলে আত্মাই অবশেষে থাকেন। সেই ব্যক্তিই আত্মবিৎ—যিনি জ্ঞানকে চিদ্রূপ আত্মা বলিয়া, জ্ঞেয়কে চিন্ময় বলিয়া ও আত্মাকে বিজ্ঞাতা বলিয়া জানেন।

বস্তুতঃ তন্ত্রসকলের মত নানা প্রকার; কোন একটী বিশেষ দর্শন হইতে যে তান্ত্রিক শক্তিবাদ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। একস্থলে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, অন্যত্র তাহা অস্বীকৃত ও নিরাকৃত হইয়াছে। কোন স্থলে পরব্রহ্মই সর্ব্বকর্ত্তা, কোন স্থলে প্রকৃতি, কোন স্থলে জীব। জীবকে কোন স্থলে মিথ্যা, কোন স্থলে সত্য বলা হইয়াছে। কোন স্থলে নাদবিন্দু, কোন স্থলে প্রকৃতি, পুরুষ ও কোন স্থলে কেবলা প্রকৃতিকে সমস্ত কর্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফল কথা এই,—তন্ত্রমত এরূপ গোলযোগ যে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়মিত আলোচনা করা যায় না। 'সৃষ্টেরাদৌ' যে শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি একা ছিল, পরব্রহ্মের ইচ্ছায় তাহা হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিই বা কে, পরব্রহ্মই বা কে? যে জীবের জ্ঞান হইলে পরব্রহ্ম হয়, সে জীবই বা কে? "ত্বমেব জীবলোকেঽস্মিন্" এই শ্লোকে প্রকৃতিকেই জীব বলা হইল। ইহাতে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। পরন্তু তন্ত্রসকলে যে সকল লতা-সাধন, পঞ্চ'ম'কার সাধন, সুরাসাধনপ্রণালী কথিত হইয়াছে, তাহা যে কোন আস্তিক দর্শন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এরূপ কিছুতেই বোধ হয় না। নিরীশ্বর কর্ম্মের অপূর্ব্ব বা মন্ত্রাত্মক দেবতা এবং কর্ত্রী প্রভৃতির কাল্পনিক প্রকৃতি পূজা ব্যতীত তান্ত্রিক শক্তিবাদকে আর কিছুই বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি:—এই সূত্রে গ্রন্থকার জড়শক্তির উপাসক তান্ত্রিক-মতবাদ সমূহের বিচারপ্রণালী, এই মতের পরিবর্তিত রূপ, ইহার শাখা-প্রশাখার উদ্ভব, কাপিল-দর্শনের সঙ্গে তান্ত্রিক মতের ভেদ —এই সকল বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। তান্ত্রিক মতের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবান্বিত হইল এবং মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের মধ্যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ প্রবলরূপে বিস্তারিত হইতে লাগিল। দেশ-বিদেশের জড়শক্তিবাদীগণ পরমকারণ পরমেশ্বরকে স্বীকার না করিয়া নাস্তিক্যেরই সমর্থন করেন; কিন্তু নিজদিগের কল্পিত মতবাদ জগতে প্রচলিত রাখিবার জন্য ইঁহারা নানাপ্রকারের স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, দৈন্যোক্তিদ্বারা চিদ্বাদীগণের অনুকরণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সিদ্ধান্তজ্ঞান ও পারমার্থিক বিশ্বাসের অভাবহেতু এই জড়শাক্তদিগের সকল কথাই পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ও প্রায় বিরুদ্ধার্থসূচকরূপে পরিণত হয়; তাঁহাদের শাস্ত্রে এই কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। শাক্তমতের কএকটী শ্লোক উল্লেখদ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহাদের কাল্পনিক বিচারধারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ॥ ১৪ ॥

অথবা ভাব এব স্যাৎ নেশ্বরো ন জগজ্জনঃ।
ভাবো নিত্য বিচিত্রাত্মা নাভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি মানসিক ভাব ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (Objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (Subjective reality) বলি, তাহাও কার্য্যকর নয়। বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নাই। Bishop Berkely প্রভৃতি কয়েকটী লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাববাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। 'ভাববাদ' শব্দে 'চিদ্বাদ' মনে করা উচিত নয়। বিষয়-ধ্যানকে ভাব বলা যায়। ঐ বিষয়-ধ্যান বাস্তবিক জড় বিষয়ের মাত্রাস্পর্শ মাত্র। জড়বিলক্ষণ কোন তত্ত্ববিশেষ নহে। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর বা জগজ্জন কিছুই নাই। তত্তদ্ভাবই বিদ্যমান। ভাব নিত্য ও বিচিত্রস্বরূপ। ভাবের কখনই অভাব হয় না। ভাবই অদ্বয়তত্ত্ব। এই মতটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। চিত্তের উন্মাদ অবস্থায়ই কেবল

এরূপ বিশ্বাস হইয়া উঠে। যাঁহারা ঐ মত গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা কদাপি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ভাবকে জড় সূক্ষ্ম বলিয়া উক্তি করিলে কোন দোষ হয় না। অতএব ভাববাদও জড়বাদমধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে ॥ ১৫ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জড়প্রসূত ভাব কখনই জড়ভূমিকাকে অতিক্রম করে না। বায়ুদ্বারা উত্থিত পৃথিবীর ধূলীসমূহ কখনই স্বর্গে পৌঁছায় না, তাহা আবার নিম্নে আসিয়া মিলাইয়া যায়। বদ্ধজীবের মন, বুদ্ধি, অহংকার—এই সকল সর্বদা প্রাকৃত। ইহাদের ভাবসমূহ অপ্রাকৃত হয় না এবং অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শও করে না। শ্রুতি বলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মায়িক বস্তুনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিদ্বারা মায়াতীত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং Idealism নামে অভিহিত এই ভাববাদও জড়বাদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ॥ ১৫ ॥

সত্যমেব ত্বসন্নিত্যং সদেবানিত্য ভাবনা।
কেচিদ্বদন্তি মায়ান্ধাঃ যুক্তিবাদপরায়ণাঃ ॥ ১৬ ॥

কোন মতে এরূপ বিচার দেখা যায়,—"যাহাকে 'সৎ' বলিয়া উক্তি করা যায়, তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহার সত্তা আছে, তাহা অনিত্য। পরিণত বা নষ্ট হইলে অবশেষে অসৎ হইবে। অতএব অসৎই নিত্য ও সত্য।" এই মতটী নিতান্ত হাস্যজনক; যেহেতু ইহাতে সারমাত্রই নাই। কেবল তর্কপ্রিয়তাবশতঃ কোন কোন মোহান্ধ ব্যক্তি এইরূপ কূটতর্ক উপস্থিত করেন।

'অসৎ—সত্য'—এ কথাটী আদৌ উত্থানপরাহত পক্ষ। সাধারণ বোধগম্য বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে এইরূপ হয়—'নয়ই হয় এবং হয়ই নয়।' এইরূপ কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ একটী মতের উদয় হইয়াছে। এই মতটীকে ইংরাজি ভাষায় (Scepticism) বলে। হিউম প্রভৃতি কয়েকটী পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। সন্দেহবাদ যদিও স্বয়ং অসিদ্ধ পক্ষ ও অস্বাভাবিক, তথাপি কার্য্যবশতঃ ঐ মত এককালে অনেকের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জড়ানন্দবাদ ও জড়নির্ব্বাণবাদ জগতে এতদূর অনিষ্ট উৎপত্তি করে যে, মানবগণ তাহাদের নাম শুনিতে ঘৃণাবোধ করিয়াছিলেন। নরস্বভাব পবিত্র ও ভক্তিভূষিত। কখনই জড়বাদে আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বান্ধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয় বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্ব্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। অধ্যাপক হাক্সলি (Prof. Huxley) যে মত বলিয়াছেন, তদ্রূপ অনেকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল,—"যে ঘটনাই হউক সমস্তই জড়ীয় হেতুপরিণতি না বলিলে বৈজ্ঞানিক হয় না। জড় ও কার্যকারণ ব্যতীত আর কিছুই সিদ্ধান্ত হয় না। অবশেষে চিৎ ও রাগ ইহারা শাস্ত্র হইতে দূরীকৃত হইবে। জড়ের ঢেউ ক্রমশঃ আত্মাকে ডুবাইবে। বিধির অকাট্য করকবল স্বাধীনতাকে বদ্ধ করিবে।" যে সময় বহুতর লোক এইরূপ অসত্তর্ক করিতেছিল, নরস্বভাব নিজাবস্থার অধঃপাত দেখিতে পাইয়া তখন যুক্তিকে অন্য পথে চালাইতে চেষ্টা করিলেন। নূতন চেষ্টার যে কোন

অশুভ ফল হউক না কেন, জড়বাদকে ধ্বংস করিতেই হইবে—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুক্তি তখন সন্দেহবাদকে প্রসব করিল। জড়বাদরূপ জঞ্জাল দূর হইল বটে, কিন্তু সন্দেহবাদ আস্তিকতার আরও ব্যাঘাত করিতে লাগিল। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে, আমরা বাস্তবিক সত্য দেখিতে পাই না। কেবল বস্তুর গুণসকল অনুভব করি। তাহাও যে ঠিক অনুভব করি তাহারই বা প্রমাণকি? ইন্দ্রিয়গণদ্বারা একটী একটী গুণ আমরা অনুভব করি। যথা চক্ষুর্দ্বারা রূপ কর্ণদ্বারা শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন। আমাদের পাঁচটী জ্ঞানদ্বারক্রমে যে বস্তুগুণ সমষ্টি হৃদয়ঙ্গম হয়, তদ্দ্বারা আমাদের বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। যদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটী ইন্দ্রিয় আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঐ জ্ঞানকে ভিন্নাকারে প্রাপ্ত হইতাম। এস্থলে আমাদের যে কিছু জ্ঞান আছে, সকলই সন্দেহপূর্ণ। এরূপ সন্দেহবাদ দ্বারা জড়বাদ নষ্ট হইলেও চিদ্বাদের কোন উপকার হইল না। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধরূপে বস্তুসত্তাকে স্বীকার-পূর্ব্বক কেবল এইমাত্র বলে,—"সে বস্তু তত্ত্বতঃ আমরা অবগত নই, যেহেতু আমাদের সম্পুর্ণ জ্ঞান নাই ও তদ্রূপ 'জ্ঞানোপায়ও নাই।" সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, যেহেতু তাহাতে অসন্দিগ্ধ তত্ত্বের স্বীকার আছে। অসন্দিগ্ধ তত্ত্ব থাকিলে আর সন্দেহবাদের মূল কোথায়? ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপ মাত্র। আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি ॥ ১৬ ॥

বিবেকাঞ্জলিঃ—জড়বাদ ও পরমার্থবাদের মধ্যবর্তী এক মতবাদ জগতে অবস্থিত, যাহার নাম সন্দেহবাদ। জড়বাদ চিদ্বস্তুকে নিরাকরণ করিয়া জড়ের স্থাপনা করে; পরমার্থবাদ জড়জগতের বিভূস্বরূপ পরতত্ত্বকে স্থাপনা করে। কিন্তু সন্দেহবাদ কূটতর্কদ্বারা সর্বত্রই সন্দেহের উত্থাপন করিয়া এক ভ্রান্ত অবস্থার সৃষ্টি করে। ভগবানের বাণী অনুসারে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" পাশবিক বলে বলীয়ান্ জড়বাদকে নিরাসকরণাভিপ্রায়ে সন্দেহবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে, একপ্রকারের উৎপাত বন্ধ করিতে যাইয়া তাহা অপর এক প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করিল। তর্কবাদরূপ তৃণাবর্তের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আকাশে ভ্রমণ করিলেও স্বর্গলোকে পেঁাছানো যায় না। শাস্ত্র বলেন,—"তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ।" প্রকৃতিস্থ হইয়া কিঞ্চিৎ বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সন্দেহবাদ নিরর্থক প্রলাপমাত্র; পরমার্থ সাধনায় সন্দেহবাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেষাং নাস্তিকানাং বৈ মতমেতৎ পুরাতনম্।
দেশভাষা-বিভেদেন লক্ষিতঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৭ ॥

জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ, ভাববাদ ও সন্দেহবাদ এই তিনটী মতই পুরাতন নাস্তিকমত। যতপ্রকার নাস্তিকবাদ হইতে পারে, সকলপ্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে নবীন নাস্তিকেরা যে সকল মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে নূতন মতপ্রচারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন সে সকল ভ্রমমাত্র। নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন।

এতদ্দেশে বহুবিধ দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও কর্ম্ম-মীমাংসা—ইহারা প্রকাশ্যরূপে নাস্তিক। পাতঞ্জল ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ—ইহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক-বাদ। ঐ সমস্ত মতের আলোচনা দেখিতে অনেকের বাসনা হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা অতি সংক্ষেপে ঐ সকল মতের কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিব।

সাংখ্য—কপিলপ্রণীত পুরাতন দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। মহর্ষি কপিল ঐ শাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥ ৯২

অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ১ ॥ ৯৩ ॥

ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে মুক্ত বলিবে, নয় বদ্ধ বলিবে। তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই। বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। এই স্থলে প্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু কহিলেন,—'নন্বেবমীশ্বর-প্রতিপাদক শ্রুতীনাং কা গতিস্তত্রাহ'—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা ॥ ১ ॥ ৯৬ ॥

মুক্তাত্মার প্রশংসা অথবা উপাসাসিদ্ধের প্রশংসার জন্যই ঐ প্রকার শ্রুতিসকল কথিত হইয়াছে। বাস্তবিক ঈশ্বর নাই। সাংখ্য এই পর্য্যন্ত।

ন্যায়—গৌতমপ্রণীত। গৌতম বলেন,—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়বতর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"

গৌতমের নিঃশ্রেয়ঃ যে কি অবস্থা, তাহা উপলব্ধি হয় না। বোধ হয় যে, তর্কদ্বারা প্রবল হইতে পারিলেই জীবের শ্রেয়ঃ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর স্থান পাইলেন না। এই জন্যই বেদ বলিয়াছেন,— "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া ॥"

গৌতম অপবর্গকে এই প্রকারে লক্ষিত করিয়াছেন;—"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা-জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।"

সামান্যতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নাম 'মুক্তি'ই এই সূত্রে লক্ষিত হইয়াছে। মুক্তিতে গৌতমের মতে কোন আনন্দ নাই, অতএব ঐশ্বরসুখ মাত্রেই নাই। অতএব গৌতমকৃত ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ। গৌতম এই পর্য্যন্ত।

বৈশেষিক দর্শন—কণাদ-প্রণীত। এই দর্শনের অধিক বিচারের প্রয়োজন নাই। কণাদকৃত মূলসূত্রগুলি বিচার করিলে নিত্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঐ মতের কোন কোন গ্রন্থকারেরা সপ্ত পদার্থের মধ্যে দেহী পদার্থের অন্তর্গত একটী তত্ত্বকে পরমাত্মা বলিয়া নিজ মতের নিরীশ্বরত্ব

অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ নিজ নিজ বেদান্তসূত্রভাষ্যে ঐ কণাদমতকে অবৈদিক ও নিরীশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরকে যাঁহারা স্বাধীন কর্ত্তা বলিয়া স্থাপন করেন না, তাঁহাদের মতে 'ঈশ্বর' কথাটী থাকিলেও তাঁহারা নিরীশ্বর। ঈশ্বরের স্বভাব এই যে, তিনি সর্ব্বতত্ত্বের ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত হইবেন। যে মতে ঈশ্বরের তৎসম নিত্যবস্তু স্বীকৃত আছে, সেই মতটী নিরীশ্বর মত।

কর্ম্মমীমাংসার সূত্রকার—জৈমিনি। তিনি পরমেশ্বরের কথা উল্লেখ করেন না। আদৌ ধর্ম্মই তাঁহার বিষয়। তাঁহার মতে, "চোদনা লক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ। কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ॥"

যে অর্থ বেদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম। তাহার নাম কর্ম্ম। এই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার শবরস্বামী লিখিয়াছেন;

"কথং পুনরিদমবগম্যতে? অস্তি তদপূর্ব্বম্।"

কিরূপে ইহার অবগতি হয়। অতএব 'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কর্ম্ম কৃত হইলে তদ্দ্বারা একটা 'অপূর্ব্ব' উদিত হয়, তাহাই ফল প্রদান করে। ফলদাতা ঈশ্বরের কি আবশ্যক? কম্‌টী প্রভৃতি আধুনিক নাস্তিকগণ এতদতিরিক্ত আর কি বলিতে সক্ষম হইয়াছেন?

বেদান্ত-শাস্ত্রটী সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। তাহার ভাষ্যে অসৎ-চিন্তকগণ অদ্বৈতবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতকে প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু সাধু লোকেরা বিশেষ যত্ন-সহকারে বেদান্তের সদ্ভাষ্য রচনা করতঃ জগজ্জনকে সুপথ দেখাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদের নৈরর্থক্য পরে আমরা আলোচনা করিব।

পাতঞ্জল-শাস্ত্রকে যোগশাস্ত্র বলে। উহা পতঞ্জলি ঋষি প্রণীত। ঐ শাস্ত্রের সাধনকাণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে;—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। তত্র নিরতিশয়ং সার্বজ্ঞ্যবীজম্। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥

ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশ্রয়—এই চারিটী উৎপাত দ্বারা অপরামৃষ্ট কোন পুরুষবিশেষের নাম 'ঈশ্বর'। তাঁহাতে অত্যন্ত সার্ব্বজ্ঞবীজ অবস্থিত। তিনি সমস্ত পূর্ব্বগত ব্যক্তিরও গুরু, যেহেতু কাল কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন।

এই প্রকার ঈশ্বরের বিষয় ঐ দর্শনে দৃষ্টি করিয়া অনেকেই মনে করেন যে, পতঞ্জলি যথার্থই একজন ভক্ত। কিন্তু পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র যিনি বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তিনি আর ভ্রান্ত হইবেন না। কৈবল্যপাদে লিখিত আছে;—

পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।

ভোজবৃত্তিতে এই সূত্রের এইরূপ অর্থ দেখা যায় ;—"চিচ্ছক্তের্বৃত্তিসারূপ্যানিবৃত্তৌ স্বরূপমাত্রে-হবস্থানং তৎ কৈবল্যমুচ্যতে।" চিচ্ছক্তির স্বরূপাবস্থায় অবস্থিতির নাম 'কৈবল্য'। এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, চিচ্ছক্তির কৈবল্যের অর্থ কি ? অর্থাৎ কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের কোন কার্য্য থাকিবে কিনা ? জীব কৈবল্য লাভ করিলে সাধন দশার ঈশ্বরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ থাকিবে ? উক্ত শাস্ত্রে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রশ্নের উত্তর নাই। ঐ শাস্ত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে, সাধনকাণ্ডোক্ত ঈশ্বর কেবল উপাসনা-সিদ্ধির জন্য কল্পিত বস্তুবিশেষ। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে আর পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র কি সেশ্বর, না নিরীশ্বর ? আপনারা উত্তর করুন।

এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশে বিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—নানাপ্রকারের পাশ্চাত্য নাস্তিক মতবাদের ও অস্মদ্দেশীয় জড়শক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই সূত্রে ভারতীয় ষড়্দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিচার করিয়াছেন। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, কর্ম্মমীমাংসা, পাতঞ্জল ও অদ্বৈত বেদান্তরূপ ছয় দর্শনে কোনটী প্রকাশ্যে ও কোনটী প্রচ্ছন্নভাবে নাস্তিকবাদ।

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে যথা,—

'মীমাংসক' কহে,—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ। সাংখ্য কহে,—জগতের প্রকৃতি কারণ ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়। মায়াবাদী নির্বিশেষ—ব্রহ্মে হেতু কয় ॥
পাতঞ্জল কহে—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান। বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্ ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব মত স্থাপে পর মতের খণ্ডনে ॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী—অমৃতের ধার। তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব-সার ॥ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মজ্ঞানবিমিশ্রা যা যুক্তিস্তর্কময়ী নরে।
চিত্রমতপ্রসূতী সা সংসারফলদায়িনী ॥ ১৮ ॥

যুক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ যুক্তিও মিশ্রযুক্তি। শুদ্ধ আত্মার চিদালোচনা-বৃত্তিকে 'শুদ্ধযুক্তি' বলা যায়। তাহা নির্দ্দোষ ও আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। জড়বদ্ধ আত্মার উক্ত স্বাভাবিকবৃত্তির জড়ভাবমিশ্র বিকারকে মিশ্রযুক্তি বলি। তাহা দুই প্রকার অর্থাৎ কর্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র। তাহার অন্যতম নাম 'তর্ক'। ইহাই নিন্দনীয়। যেহেতু ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। ইহার সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র সদোষ। সিদ্ধযুক্তি যাহা নির্ণয় করে, তাহা সর্ব্বত্র একই প্রকার। মিশ্রযুক্তি যে সমস্ত মত প্রসব করে, তাহা নানাপ্রকার ও পরস্পর বিবদমান। সেই সমস্ত মতে কার্য্য করিলে বদ্ধজীবের বদ্ধতাই ফলস্বরূপ লব্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—ধর্ম যদি যুক্তিযুক্ত না হয়, তবে তাহাকে স্বীকার করা যায় না ; আবার যুক্তি যদি শুদ্ধ না হয়, তাহা পরতত্ত্ববিচার স্পর্শ করিতে পারে না। বদ্ধজীবের যুক্তি কর্ম-জ্ঞানদ্বারা

মিশ্রিত ও আবৃত হইয়া দূষিত হয় এবং এবংবিধ দোষদুষ্টযুক্তি কেবল তর্ককে প্রস্তুত করে। কর্ম্মমার্গ ভোগের স্পৃহায় লিপ্ত থাকে এবং জ্ঞানমার্গ ত্যাগের অভিমানে মত্ত থাকে। কর্ম-জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত প্রাকৃত-যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া জীব কখনই অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

'কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

মায়িক সংসারে বদ্ধ হইয়া যাঁহারা দুঃখলাভ করিতে চাহেন, তাহারা মিশ্রযুক্তি প্রসূত মতবাদ সমূহে আবদ্ধ হইয়া থাকুন; কিন্তু নিত্যানন্দ প্রাপ্তির অভিলাষী জীবের কর্তব্য এই যে সিদ্ধযুক্তি-প্রসূত সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া পরমার্থ পথে অগ্রসর হওয়া॥ ১৮॥

যুক্তেস্তু জড়জাতায়া জড়াতীতে ন যোজনা।
অতো জড়াশ্রিতা যুক্তির্বদত্যেবং প্রলাপনম্॥ ১৯॥

মিশ্রযুক্তি জড় হইতে জাত। আদৌ জড়বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জড়ীয় ছবি প্রাপ্ত হন, তাহা স্নায়বীয় প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় স্মৃতিশক্তিদ্বারা সংরক্ষিত হইলে বদ্ধযুক্তি সেই সকল ছবির উপর কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতে অনেক কল্পনা ও বিভাবনা উৎপন্ন হয়। ঐ সমস্ত ছবিকে সজ্জীভূত করিয়া তাহাতে যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, তাহাকে 'বিজ্ঞান' বলিয়া আখ্যা দেন। অনুলোম ও প্রতিলোম-প্রক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল ছবি হইতে অন্যান্য সিদ্ধান্তরূপ রং বাহির করেন। তাহাকে যুক্তি বলেন। কম্টী কহিলেন,—'যাহা লক্ষিত হইয়াছে তাহাকে সজ্জীভূত করিয়া রাখ ও তাহা হইতে সত্যানুসন্ধান কর।' এখন দেখা যাউক, যে সকল ছবি কেবল জড় জগৎ হইতে আনীত হইল, তাহার উপর যে যুক্তি করা যায়, সে যুক্তিকে জড়জাতা যুক্তি বলা যায় কি না? জড়াতীত বস্তু ও তদ্ধর্ম কি প্রকারে ঐ প্রণালীতে জ্ঞাত হওয়া যাইবে? যদি জড়াতীত কোন বস্তু থাকে, তবে অবশ্য তত্তুপলব্ধি জন্য অন্য কোন তত্তুপযোগী প্রণালী থাকিবেই থাকিবে। যাঁহারা ঐ উচ্চ প্রণালী অবগত নন বা কুসংস্কারবশতঃ জানিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করতঃ কেবলমাত্র প্রলাপবাক্যই বলিবেন সন্দেহ কি? যে স্থলে কেবল জড়ীয় জগতের অনুসন্ধানই কার্য্য হয়, সে স্থলে জড়াশ্রিতা যুক্তি সুষ্ঠুরূপে ফল প্রদান করে। শিল্প, শারীরকর্ম, যুদ্ধ, সঙ্গীত ইত্যাদি যত প্রকার জড়ীয় ব্যাপার আছে, তাহাতে উক্ত মিশ্রযুক্তি বিশেষরূপ কার্য্যকরী। আদৌ মিশ্রা যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা ভাবে ঐ সকল বিষয়ের সঙ্কল্প করে, পরে কর্মমিশ্রা ভাবে ঐ সকল ব্যাপার সম্পাদন করে। রেল রোড ব্যাপারটী যখন কোন জড়ীয় পণ্ডিতের মনে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার যুক্তি জ্ঞানমিশ্রা। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হইল, তখন যুক্তি কর্ম্মমিশ্রা হইয়া শিল্পকর্ম্মে প্রযুক্ত হইল। শিল্পাদি কর্ম্মই মিশ্রা যুক্তির প্রকৃত বিষয়,

জড়াতীত তত্ত্ব তাহার বিষয় নয়, অতএব তাহাতে উহার যোজনা সম্ভব হয় না। জড়াতীত তত্ত্বে জড়াতীত যুক্তি কার্য করিতে সক্ষম। জড়বাদ, জড়শক্তিবাদ, জড়-নির্বাণবাদ, ভাববাদ— ইহারা জড়াতীত যে জগৎকারণ, তাহার সন্ধান করিবার জন্য জড়াশ্রিত যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু তাহাদের প্রণালী নিতান্ত হাস্যাস্পদ। তাহারা যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছে, সে সমুদয়ই প্রলাপমাত্র ॥ ১৯ ॥

বিবেকাঞ্জলি : –এই স্থলে গ্রন্থকার ইন্দ্রিয়গণের জড়জ্ঞান-সংগ্রহ প্রণালী মানব মস্তিষ্কের কার্য-প্রণালী, যুক্তির উৎপত্তি ইত্যাদি সকল বিচার করিয়াছেন। অতঃপর জড়াতীত যুক্তির দিগ্দর্শন করা হইয়াছে। জড়জাত যুক্তিকে পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু অনধিকার চর্চায় প্রবিষ্ট না করিয়া জড়যুক্তিকে জড়ব্যাপারেই সীমিত রাখিবার প্রয়োজন ॥ ১৯ ॥

প্রলপন্তীহ সা যুক্তি রুদন্তী স্বাত্মসিদ্ধয়ে।
চরমে পরমেশানং স্বীকরোতি ভয়াতুরা ॥ ২০ ॥

সিদ্ধযুক্তি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম হইলেও জড়বদ্ধ আত্মা জড়ের ভারকে গুরুভার জানিয়া তাহাতেই অনুধ্যান করতঃ মিশ্রযুক্তিকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। এ কারণ জগতের অধিক লোকই মিশ্রযুক্তির পক্ষপাতী। জড়াতীত শুদ্ধযুক্তি এতন্নিবন্ধন বিরল। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে অন্তর্মুখ বৃত্তিতে ভজন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই কেবল শুদ্ধযুক্তি অর্থাৎ সহজ সমাধির মাহাত্ম্য অবগত। বহুকাল হইতে বহির্ম্মুখ জগৎ মিশ্রযুক্তিকে সম্মান করিয়া তাহার নিকট হইতে যাথার্থ্য লাভের আশা করিতেছিল। ঐ যুক্তি যত প্রকার মত প্রচার করিল, তাহা প্রথমে আদর করিয়া গ্রহণ করতঃ অবশেষে তাহাতে সন্তোষ লাভ হয় নাই। যুক্তি বদ্ধই হউক বা মিশ্রই হউক আত্মার সহিত নিঃসম্বন্ধ হইতে পারে না। সময়ে সময়ে আত্মার উপকার করিতে যত্ন করে। চিত্রমতসমূহ প্রসব করিয়া নানাবিধ প্রলাপ করতঃ যখন মিশ্রযুক্তি সন্তোষ লাভ না করিল, তখন আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা জন্মিল। প্রলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিল। বলিল,—হায়! আমি কতদূর বহির্ম্মুখ কার্য্য করিয়া আমার নিত্য-সম্বন্ধী আত্মা হইতে দূরে পড়িয়া স্বভাব ত্যাগ করিতেছি। তখন এই প্রকার রোদন করিতে করিতে ভয়াতুরা হইয়া চরমে পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করে। নর-মন ঐ অবস্থায় দেশ-বিদেশে যুক্তিস্থাপিত ঈশ্বরকে প্রচার করিয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য ঐ অবস্থায় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ রচনা করেন। বিলাতে শুষ্ক ঈশ্বরবাদ (Deism) এবং Natural Theology বলিয়া যে সকল মত নিঃসৃত হয়, তাহা মানবগণের উক্ত অবস্থাক্রমে অনুমোদিত হয় বলিয়া জানিতে হইবে। মিশ্র যুক্তি দ্বারা যে ঈশ্বরতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ, যেহেতু জড়সম্বন্ধী যুক্তি যে ঈশ্বরভাব আনয়ন করে, তাহা কেবল জড়ের কারণরূপ ক্ষুদ্র ভাববিশেষ। অস্বাভাবিক, যেহেতু তাহাতে প্রকৃত আত্মোন্নতি নাই, আত্মার সাক্ষাৎ চালনা বা বিষয়ালোচনা নাই। ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥ ২০ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই সূত্রের ব্যাখ্যা সহজে বোধগম্য। যুক্তি যখন নিজের অকর্ম্মণ্যতা ও অসফলতা বুঝিতে পারে, তখন কল্পিত মতসমূহে সন্তোষলাভ করিতে না পারিয়া রোদন করে এবং আত্মোন্নতির জন্য যুক্তিসিদ্ধ এক ঈশ্বরকে মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করে। যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর-ভাব ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে ভিন্ন এবং অসম্পূর্ণ। জড়যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে নিরাকরণ করা যেমন অসঙ্গত, তদ্রূপ যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরকে স্থাপন করাও অসমীচীন। কেননা যুক্তি পরতত্ত্বের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

কদাচিদীশতত্ত্বে সা জড়ভ্রান্তা প্রলাপিনী
দ্বৈতং ত্রৈতং বহুত্বং বারোপয়ত্যেব যত্নতঃ ॥ ২১ ॥

সেই প্রলাপিনী মিশ্রা যুক্তি পরমেশ্বর স্বীকার করিয়া জড়ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের একত্ব সংস্থা[illegible] অক্ষমা হয়। কোন সময়ে সে তুইটী তত্ত্বকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে তখন তাহার বিবেচনায় [illegible] একটী ঈশ্বর ও জড় তত্ত্ব একটী ঈশ্বর হয়। চিত্তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত মঙ্গলজনক। জড়তত্ত্বস্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত অশুভের আকর। জরদ্বস্ত্র নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ তুইটী ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করতঃ জেন্দাভেস্তা নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। পরমেশ্ব-পরায়ণ লোকসকল তাঁহাকে জরন্মীমাংসক বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন; এমন কি, ঐ উপাধি পরে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয় সমস্ত বহির্ম্মুখলোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জরদ্বস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন পণ্ডিত। ভারতবর্ষে তাঁহার মত আদৃত না হওয়ায় ইরাণদেশে তিনি মত প্রচারে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার মতটী সংক্রামক হইয়া 'জু'দিগের ধর্ম্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটী সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরদ্বস্ত্র তুই ঈশ্বর বিষয়ক মত প্রচার করিতেছিল, সেই সময়েই জু-দিগের মধ্যে তিনটী ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinity মত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity মতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন ঈশ্বর, হোলিঘোষ্ট ও খ্রীষ্ট এই তিনটী তত্ত্ব বিচার দ্বারা তাহার যুক্ত মীমাংসা বাহির করিলেন। যেকালে বা যে সম্প্রদায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পনা হয়, সে সময় ভারতেও তিনটী ঈশ্বর বিশ্বাস-রূপ একটী অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ ঐ তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদনিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহুদেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবহার ছিল। মীমাংসকেরা ঐ মতকে পরে সংশোধিত করিয়া একটী ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন। এ সমস্তই জড়ভ্রান্ত যুক্তির প্রলাপমাত্র। পরমেশ্বর—একতত্ত্ব। অধিক হইলে কদাচ সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইত না। ভিন্ন ভিন্ন বিধি পরস্পর বিবদমান হইয়া সংসারকে উৎসন্ন করিত সন্দেহ নাই। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যে এক পুরুষের ইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বিবেকী লোক অস্বীকার করিতে পারে না ॥ ২১ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—শ্রুতি বলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্,' অর্থাৎ পরমেশ্বর এক বই দুই নহেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—'অহং হি সর্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ, মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।' শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎসদসৎপরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।" স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্‌জ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বরের অদ্বয়ত্ব স্থাপন হয়। জড়যুক্তিদ্বারা পরমেশ্বরকে স্থাপন করিতে যাইয়া জরাতুষ্ট্র, স্মার্ত, খ্রীষ্টান ইত্যাদি মতবাদীগণ পরতত্ত্বের দ্বৈত, ত্রৈত এবং বহুত্ব কল্পনা করিয়াছেন। এক অদ্বয় ঈশ্বরকে না মানিলে কোনও পারমার্থিক সমস্যার সুখকর সামঞ্জস্য হয় না। বহ্বীশ্বর মতবাদ পরতত্ত্ব-বিরোধী, এবং বহুবিধ ভ্রান্তিপূর্ণ ; তাহা নানা প্রকারের সমস্যার সৃষ্টি করে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানং সাহজিকং হিত্বা যুক্তির্ন বিদ্যতে ক্বচিৎ।
কথং সা পরমে তত্ত্বে তং হিত্বা স্থাতুমর্হতি ॥ ২২ ॥

আত্মার সহজ-জ্ঞান-জনিত যে যুক্তি, তাহাই শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ। তৎকর্ত্তৃক যে তত্ত্বমীমাংসা, তাহাই যথার্থ। সাহজিক জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি থাকিতে পারে না। তবে যে বিষয়জ্ঞান-সংসৃষ্ট যুক্তি আমরা বিষয়কার্য্যে লক্ষ্য করি, তাহা অশুদ্ধ বা মিশ্র। মিশ্রযুক্তি যে সময় তত্ত্বকথা বলিয়া থাকে, সে সমুদয়ই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর নিরূপণ করিলেও তাহার মীমাংসা সুন্দর হয় না। পরমতত্ত্বে মিশ্রযুক্তির যোজনা নাই। শুদ্ধযুক্তি সাহজিক জ্ঞান আশ্রয়পূর্ব্বক পরমতত্ত্ববিষয়ক যে সকল সিদ্ধান্ত করে, সে সমুদায় যথার্থ। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সাহজিক জ্ঞান কাহাকে বলি? আত্মা—চিন্ময়, অতএব জ্ঞানময়। তাহাতে স্বাভাবিক যে জ্ঞান আছে, তাহার নাম সহজ জ্ঞান। সহজজ্ঞান আত্মার সহিত নিত্য জাত। কোন জড়ীয় উপলব্ধিক্রমে তাহা জন্মে না। সেই সহজজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়ার নাম শুদ্ধযুক্তি। সহজজ্ঞানের পরিচয় এই যে, বিষয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে জীবের এই কয়টী উপলব্ধি প্রতীত হয়।

(১) আমি আছি, (২) আমি থাকিব, (৩) আমার আনন্দ আছে, (৪) আমার আনন্দের একটী বৃহদাশ্রয় আছে, (৫) সেই আশ্রয় অবলম্বন করা আমার স্বভাব, (৬) আমি সেই আশ্রয়ের নিত্য অনুগত, (৭) আশ্রয় অত্যন্ত সুন্দর, (৮) সেই আশ্রয় ত্যাগ করিবার আমার শক্তি নাই, (৯) আমার বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয়, (১০) শোচনীয় অবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় আশ্রয়ানুশীলন করাই আমার উচিত, (১১) এ জগৎ আমার নিত্যস্থান নয় এবং (১২) এ জগতের উন্নতিতে আমার নিত্য উন্নতি নাই।

এবম্বিধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বন না করিলে যুক্তি জড়মিশ্রা হইয়া কেবলমাত্র প্রলাপ করিতে থাকে। যুক্তি বিষয়সংস্রবে যে সকল বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে, সেই সকল বিজ্ঞানেও প্রথমে কয়েকটী সহজজ্ঞান মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রথমে কতকগুলি কথা মানিয়া না লইলে কোন বিদ্যারই উন্নতি করিতে পারে না। পরমার্থতত্ত্বে সেইরূপ কতকগুলি সহজ সন্দেশ স্বীকারপূর্ব্বক যে ধর্ম্মের সংস্থাপন করা যায়, তাহাই সত্যমূলক হয় ॥ ২২ ॥

বিবেকাঞ্জলি :-আত্মা জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় বস্তু। আত্মার সহজজ্ঞান নির্দোষ এবং ত্রিকাল সত্য। ভগবান সর্বজ্ঞ কিন্তু জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। ভগবদ্-বহির্মুখ জীব মায়ার প্রলোভনদ্বারা মুগ্ধ হইয়া সদোষ মায়িক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মায়িক বিশেষের কবল হইতে সাধক জীব মুক্ত হইয়া ভক্তিযোগ দ্বারা যখন সহজ-আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তার আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়। চিন্ময় সবিশেষ উপলব্ধির প্রকার এবং বিভাগাদি গ্রন্থকর্তা এই সূত্রে দেখাইয়াছেন। এই চিন্ময় উপলব্ধি শুদ্ধ আত্মার নিত্য সহচর বলিয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে শুদ্ধজীবাত্মা মাত্রই এই উপলব্ধি যথাযথভাবে লাভ করে। সনাতন বৈদিক শাস্ত্র সকল এই সহজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব সনাতন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে চলিলেই বৈধীসাধক পরমার্থ-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে ॥ ২২ ॥

একত্বমপি তদ্দৃষ্ট্বা তৎসমাধিচ্ছলেন চ।
স্থূলং ত্যক্ত্বা তু লিঙ্গে সা যোগাশ্রয়চরত্যহো। ২৩॥

একদল লোক আছে, যাহারা শুদ্ধ সাহজিক জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ মত স্থির করিতে পারে না, অথচ যুক্তিকে সর্ব্বত্র বিশ্বাস করে না। তাহারা কতটা সাহজিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ পরমেশ্বরকে এক তত্ত্ব বলিয়া মানে। জ্ঞানাবিষ্ট হইয়া সমাধি অবলম্বন করে। সে সমাধি সহজ সমাধি নয়, যেহেতু তাহাতে কূট চিন্তা লক্ষিত হয়। কূট চিন্তা দ্বারা তাহারা স্থূল জগৎকে ভেদ করিয়াও চিজ্জগৎ দৃষ্টি করিতে পারে না; কেননা, সহজ সমাধি ব্যতীত সহজতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। তাহারা লিঙ্গজগৎকে লক্ষ্য করিয়া 'জীবের চরম আবাস দেখিয়াছি' এরূপ বোধ করে। বাস্তবিক তাহারা জড় জগতের লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। লিঙ্গজগৎ ও জড় জগতে ভেদ এই যে জড় জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লিঙ্গ জগৎ মানসগ্রাহ্য। লিঙ্গজগৎটী জড় জগতের সূক্ষ্ম প্রাগ্‌ভাবমাত্র। জড় জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্ত স্থূল জড়ময় জগৎ ও তদপেক্ষা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়। Theosophist দল যে Astral দেহের কথা বলে, তাহা জ্যোতির্ম্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগীদিগের মতে যে সূক্ষ্ম বিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গজগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র। কিন্তু কোন চিত্তত্ত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না। সাধনপাদে যে ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎকার হয়, কৈবল্যপাদে সে ঈশ্বর কোথায় বা কি অবস্থায় রহিলেন ও কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। যদি কৈবল্যপ্রাপ্ত জীবসমুদয় সেই ঈশ্বরের সহিত সাযুজ্য লাভ করে, তবে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্বৈতবাদ হইল। যোগশাস্ত্র, থিয়সফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি মতই হউক, জীবের নিত্য কল্যাণকর নহে। নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটী অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ অন্বেষণকারী জীবের কোনপ্রকার আনন্দ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—থিয়সফি, পাতঞ্জল যোগ, বৌদ্ধযোগীদের মত ইত্যাদিতে জড়যুক্তি অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক ভগবদ্‌জ্ঞানের অভাবে তাহারা ত্রিশংকু স্বর্গের মত কোন এক অবান্তর অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া থাকেন। জড়সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় জগৎ ও মনোময় লিঙ্গ জগৎ এই সকল চিন্ময় জগৎ নহে। ইহাদের প্রচেষ্টায় কিছুটা অলৌকিকতা দর্শন করিয়া অজ্ঞলোক ইহাদের বহুমানন করেন। এই সকল পন্থায় যোগসিদ্ধি, বিভূতি, ঐশ্বর্য ইত্যাদি লাভ হইতে পারে কিন্তু আত্মপ্রসন্নতা, অমৃতত্ব ও প্রেমানন্দ লাভ হয় না। ॥ ২৩ ॥

কেচিদ্বদন্তি বিশ্বং বৈ পরেশনির্ম্মিতং কিল।
জীবানাং সুখভোগায় ধর্ম্মায় চ বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশ্ব পরমেশ্বর আমাদের ভোগের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপ-রূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম্ম অর্জ্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিব। ইহাতে বিতর্ক এই হয় যে, জীবের সুখপ্রাপ্তির জন্য যদি এই বিশ্ব নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর এই বিশ্বকে এতদূর অসম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিতেন না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সিদ্ধসঙ্কল্প। যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহা অবিলম্বে হয়। এই বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য সৃষ্টি হওয়া মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। যদি ধর্ম্মশিক্ষার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত সন্দেহ নাই। কেননা, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্ম্মলাভ হয় না ॥ ২৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—চিন্ময় সবিশেষবাদী অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তই এই মায়িক-জগতের স্বরূপ যথাযথ অবগত আছেন। ভগবদ্বহির্মুখ জীবের কারাগাররূপ এই জগৎকে জীবের ভোগায়তন মনে করা দোষাবহ। জীবের জড়ভোগ যদি ভগবদিচ্ছার অনুকূল হইত তাহা হইলে জড়ভোগদ্বারা জীবের দুঃখপ্রাপ্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না। জীবের স্বতন্ত্র ভোক্তাভিমান ও জড়জগতের ভোগ এই সমস্ত জীবের স্বরূপবিরোধী এবং ঈশ্বরের অপ্রীতিকর বলিয়া মায়িক সুখভোগে প্রমত্ত জীব পরিণামে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়। এই সূত্রে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে,—জড়জগৎ জীবের ভোগায়তনও নহে, জীবের স্বাধীন বাসস্থানও নহে ॥ ২৪ ॥

আদি জীবাপরাধাদ্বৈ সর্ব্বেষাং বন্ধনং ধ্রুবম্।
তথাদ্যজীবভূতস্য বিভোর্দ্দণ্ডেন নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫ ॥

এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া কোন কোন ধর্ম্মাচার্য্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে ; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। অপরাধ হইলেই দণ্ড, নতুবা দণ্ডের প্রয়োজন কি? জীব কি অপরাধ করিয়াছে? এই প্রশ্নের সদুত্তরে অশক্ত হইয়া সঙ্কীর্ণবুদ্ধিপ্রসূত ধর্ম্মসকলে একটী অদ্ভুত মত গৃহীত হইয়াছে ; তাহা এই,—ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে

সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোন দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞান-বৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, জীব কর্ত্তৃক সেই অপরাধ ক্ষয়িত হইতে পারিল না দেখিয়া ঈশ্বরের একাঙ্গরূপ একটী তত্ত্ব জীবসদৃশ হইয়া মানবমধ্যে জন্মগ্রহণ করতঃ সকল অনুগত জীবের পাপ নিজস্কন্ধে লইয়া তিনি মৃত্যু স্বীকার করিলেন। যে সকল জীব তাঁহার অনুগত হইল, তাহারা অনায়াসে মুক্তি লাভ করিল, যাহারা অনুগত হইল না, তাহারা চিরনরকে নিপতিত হইল। জীবভূত বিভুর দণ্ডের দ্বারা অন্য জীবের নিষ্কৃতি, এই মতটী সহজবুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায় না ॥ ২৫ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—ইহজগতে জীবের সর্বত্রই দুঃখ দর্শন করিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে জগতের বহুভাগ জীবই কোন এক প্রকারের মৌলিক দোষে লিপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু এই দোষের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যুক্তিকে চালিত করিয়াও জীব সুখকর উত্তর লাভ করে না। পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্মাচার্যগণ খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মে উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জাগতিক ব্যতিক্রমের জন্য এক অদ্ভুত মীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্তবিক কোন এক জীবের দোষের জন্য জগতের অনন্ত কোটি জীবগণকে দোষী করা অসমীচীন ও অযৌক্তিক। আবার জীবের পাপক্ষালনার্থ ঈশ্বরের এক অংশের জন্মগ্রহণ, তদনুগত মানবগণের পাপসমূহ নিজের স্কন্ধে বহন করিয়া সে ঈশ্বরতত্ত্বের মৃত্যু ইত্যাদি বিচার অসামঞ্জস্যকর। কেননা, জীবের পাপদ্বারা যে ব্যক্তি প্রভাবান্বিত হয়, ও তার জন্য মৃত্যুবরণ করে, সে কখনই ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ, পরমেশ্বরের প্রতি জীবের যে ভক্তিবৃত্তি, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উদয় সত্বেও অসংখ্য জন্মের পাপসমূহ ক্ষণের মধ্যে নির্মূলিত হয়। ব্রহ্মসংহিতার উক্তি অনুসারে, "কর্মাণি নির্দহতি কিন্তুচ ভক্তিভাজাং।" একজন্মে কৃত দোষের জন্য তার ফল-স্বরূপে জীবকে চিরনরকে আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি বিচার ভ্রমযুক্ত ও তাহা ঈশ্বরতত্ত্বের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করে। পরমেশ্বরকে মানিয়াও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের বিচার করিতে প্রস্তুত হইলে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

জন্মতো জীবসম্ভাবো মরণান্তে ন জন্ম বৈ
যৎকৃতং সংসৃতৌ তেন জীবস্য চরমং ফলম্ ॥ ২৬ ॥

এই মতবাদমিশ্র ধর্ম্মে আস্থা করিতে গেলে কয়েকটী অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্ব্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটী নিতান্ত সংকীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটী চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসমান অবস্থায় জীবের উদয় হয়, তাহাও বলা যায় না। কোন ব্যক্তি দুঃখীর ঘরে, কেহ সুখীর ঘরে, কোন ব্যক্তি ভক্তের ঘরে,

কেহ বা অসুরপ্রায় অভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসুবিধাক্রমে সৎ ও জন্ম-অসুবিধাক্রমে অসৎ হইতে কেন বাধ্য হন, বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের খাদ্যবস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দারাই যে তাহার চিরস্বর্গ বা চিরনরক হইবে, এ বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরানুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য ॥ ২৬ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পরতত্ত্ব, জীব, মায়া, জীবের পতন ও নিষ্কৃতি—এ সমস্ত বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাব হেতু যবন ও ম্লেচ্ছদিগের মতবাদ-মিশ্র ধর্ম্মে কতকগুলি সংকীর্ণ, অযৌক্তিক ও হাস্যাস্পদ বিচারপ্রণালী দৃষ্ট হয়। পুনর্জন্মবাদের নিরাকরণ হেতু এই মতে জীবের সৃষ্টির তারতম্যের কারণে অর্থাৎ সমস্ত জাগতিক বৈষম্যের জন্য ঈশ্বর দোষী হইয়া থাকেন। নিজকৃত শুভাশুভ কর্মের ভোগ নিবন্ধন জীবের শুভাশুভ যোনীতে জন্মগ্রহণ হয়, ইহাই প্রকৃত সত্যকথা। গীতা বলেন 'জাতস্য হি ধ্রুবোর্ম্মৃত্যু, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।' ভগবৎ কৃপাবলে সংসার-মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের পুনরপি-জনন ও পুনরপি-মরণ পরপর ঘটিতে থাকে। সত্য কথাকে স্বীকার না করিয়া মনোধর্ম্মমূলক মিথ্যাবাদ কল্পিত করিলে এই মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ভ্রমপূর্ণ বহু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই মতে, মানবেতর প্রাণীগণের কোন আত্মা নাই! প্রাণীহত্যা ও প্রাণীমাংস ভক্ষণরূপ নৃশংস কার্য্যের জন্য এবংবিধ ধার্মিক প্ররোচনা এক প্রকারের চালাকির পরিচয় প্রদান করে। আবার ইহারাই ডার্বিনের বিকাশবাদ অনুসারে বানরাদি প্রাণীগণকে মানবের পূর্বজ বলিয়া মনে করে! এসকল তমসাচ্ছন্ন বিচারসমূহ ভগবদ্দর্শনে কি সাহায্য করিতে পারে? ইহারা বৈদিক সনাতন ধর্ম হইতে অনেক কথার অনুকরণ করিয়াও তাহার মধ্যে কৌশল করিয়া নিজেদের কয়েক ভ্রান্ত কথাসমূহ প্রক্ষেপ করিবার ফলে এই অস্বতন্ত্র বিচার-প্রণালী 'ন দেবায় ন ধর্মায়' হইয়া পড়িয়াছে। পরতত্ত্ব বিচারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাযুক্ত জগতের অধিকাংশ মানবসমূহদ্বারা এই সকল ধর্ম মৌখিকরূপে আদৃত হইলেও প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই মতে বহুকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না ॥ ২৬ ॥

অত্র স্থিতস্য জীবস্য কর্ম্মজ্ঞানানুশীলনাৎ।
বিশ্বোন্নতিবিধানেন কর্ত্তব্যমীশতোষণম্ ॥ ২৭ ॥

যে সম্প্রদায় এই মতে স্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ ভজন করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাধারণ মত এই হয় যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলন পূর্ব্বক বিশ্বোন্নতি চেষ্টা দ্বারা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইষ্টাপূর্ত্ত-ক্রিয়া দ্বারা জগতের মঙ্গলবিধান করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন। কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চাই ইহাদের মধ্যে প্রবল, কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টারহিত শুদ্ধভক্তি তাঁহারা কখনই জানিতে পারেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেন না, ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে ঈশ্বর যদি দয়া না করিতেন, আমি তাঁহাকে ভজিতাম

না। ভাবী দয়া করিবেন, এরূপ দুষ্ট আশাও থাকে। দয়া এস্থলে যদি ভক্তিবৃত্তি দান হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না। এধর্ম্মে সে কথা দেখা যায় না। দয়া এখানে জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে ॥ ২৭ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই সকল মতবাদীদিগের সম্প্রদায়ে জাগতিক উন্নতির চেষ্টাই ধর্মরূপে দৃষ্ট হয়। ইহাদের সর্ব্বোচ্চ ঈশারাধনা কেবল কর্তব্যজ্ঞানরূপে অনুষ্ঠিত হয়। জাগতিক সুখ-সুবিধাকেই ইহারা ঈশ্বরের দয়া বলিয়া মনে করেন ও এরূপ দয়ার জন্যই কল্পিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানান। কর্তব্যবুদ্ধিতে ঈশোপাসনা অশুদ্ধ ও হেতুমূলা, অতএব এইমতে নির্মল ভগবদনুরাগের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের প্রতি আত্মার যে স্বাভাবিক ভক্তিবৃত্তি, তাহা কিন্তু অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ॥ ২৭ ॥

ঈশরূপবিহীনস্তু সর্ব্বগো বিধিসেবিতঃ।
পূজিতোঽত্র ভবত্যেব প্রার্থনাবন্দনাদিভিঃ ॥ ২৮ ॥

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুত এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতে অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চার ক্রীতদাস হইয়া ইহারা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমত কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইঁহারা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপাদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইঁহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু ও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্যগুরুর প্রয়োজনাভাব।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না ॥ ২৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী ইত্যাদি আরোহবাদীদিগের ন্যায় ইঁহারাও যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের বিচার করিতে যাইয়া তাঁহাকে নিরাকার, সর্বব্যাপী ইত্যাদি ব্যতিরেক বিচার দ্বারাই নিরূপণ করেন। অচিন্ত্য শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্ব, অপ্রমেয়ত্ব, চিন্ময়ত্ব, বিরোধ-ভঞ্জিকা শক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ইঁহারা অবগত নহেন। সদোষ আধ্যক্ষিক বিচার প্রণালীকে পরতত্ত্ব বিচারে যোজনা করিলে এবম্বিধ অনর্থের সৃষ্টি হয়। পরতত্ত্বের চিন্ময় সবিশেষ ধারণার তুলনায় কেবল-জড়নির্বিশেষবাদ কতই নিকৃষ্ট, অজ্ঞান ও অর্থবিহীন,—ইহা এই মতবাদীরা সহজে বুঝিতে পারেন না। ভগবদারাধনায় অপ্রাকৃত ভাব ও তদুপযোগী বাক্য ও ক্রিয়ামুদ্রার প্রয়োজন আছে। জাগতিক ব্যবহারোপযোগী প্রাকৃত ভাব ও ব্যবহার দ্বারা ঈশতোষণ হয় না। প্রাকৃত বুদ্ধির বশবর্তি হইয়া পরমেশ্বরের চিন্ময় সবিশেষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের প্রতি অনাদর ও বিদ্বেষ করিবার ফলে এই মতবাদীরা জীবের নিত্যধন যে ভগবৎপ্রেম, তাহা হইতে চিরকাল বঞ্চিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের গুর্বানুগত্য ও শাস্ত্রানুগত্য সম্বন্ধেও ভ্রমপূর্ণতা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইদমেব মতং বিদ্ধি সর্ব্বত্রৈবাসমঞ্জসম্
ঈশ্বরে দোষদং সাক্ষাৎ জীবস্য ক্ষৌদ্রসাধকম্ ।।২৯।।

এই মতে একটী ঈশ্বর হইলেও এই মত অনেকস্থলে অসমঞ্জস, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষপূর্ণ এবং ঈশোন্মুখ জীবের পক্ষে তুচ্ছ। ঈশ্বর একজন বটে কিন্তু তাহার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র আর একটী পাপময় প্রকাণ্ড স্বত্ত্বকে স্বীকার করা হয়। আবার যাঁহারা ঐ প্রকাণ্ড স্বত্ত্বকে ছাড়িয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে অনুভব করিতে না পারিয়া জীবের দৌর্ব্বল্যমধ্যে পাপসৃষ্টি লক্ষ্য করেন। পাপসকল জীবের দৌর্ব্বল্য হইতেই হয় বটে, কিন্তু অনাদি কর্ম্মমার্গের পাপপুণ্য বিচার ত্যাগ করিলে জীবের দৌর্ব্বল্যবিধান জন্য ঈশ্বরকেই দোষী হইতে হয়। ইঁহারা মুখে ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলেন ; কিন্তু কার্য্যে সমস্ত দোষ ঈশ্বরের উপর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। জীবের শুদ্ধ চিত্তত্ত্ব, জড়গতলিঙ্গ ও স্থূলতত্ত্বকে যথাযথ পৃথক্ করিয়া ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দূষিত ও কুণ্ঠিত। এইজন্য জীবের স্বরহস্য ও তদঙ্গ ইঁহারা কোনক্রমেই বুঝিতে পারেন না। জড় বিজ্ঞানের গর্ব্বে ইহাদের চিদ্বিজ্ঞান নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া থাকে, যে ফল ইঁহারা সাধন করেন, তাহাও তুচ্ছ। লিঙ্গতত্ত্বগত স্বর্গলাভই ইহাদের চরম। লিঙ্গকেই ইঁহারা চিত্তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই ইঁহারা মন ও আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই মতের বিচার-পরিধি, কার্য্যক্ষেত্র ও চরমপ্রাপ্য-ধাম সম্বন্ধীয় বিচার কতটুকু সংকীর্ণ ও দোষাবহ—এই সম্বন্ধে এখানে বিচারিত হইয়াছে। ঈশ্বরকে এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়াও তাঁর কার্য্যাবলীতে অজস্র দোষের সম্ভাবনা দ্বারা ইঁহারা ঈশবিরোধী

হইয়া পড়িয়াছেন। অচিন্ত্য পরতত্ত্বে তর্কের যোজনা দ্বারা তাঁহার যাথার্থ্য হানি হয়। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে 'শয়তান' ইত্যাদি প্রকাণ্ড পাপপুরুষকে কল্পনা করা ঈশ্বরের সর্বময় কর্তৃত্বের অভাব জ্ঞাপন করে। জীবের প্রকৃত স্বরূপ, বদ্ধতার কারণ, শুদ্ধ অবস্থান,—এ সকল তত্ত্ব না জানিবার হেতু ইহাদের ধর্ম্মে কোন জীব বাস্তবিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। বহির্মুখতা-চালিত জড় বিজ্ঞানে ইহারা এতই অগ্রসর যে, চিন্ময় তত্ত্ব বিজ্ঞান হইতে, অতএব ইহারা অত্যন্ত দূরে অবস্থিত। আত্ম স্বরূপ ও লিঙ্গময় দেহের স্বরূপের মধ্যে যে তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য বর্তমান, তাহা ইহারা অবগত নহেন। অতএব ইঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ অর্থবিহীন ॥ ২৯ ॥

কেচিদ্বদন্তি সর্ব্বং যচ্চিদচিদীশ্বরাদিকম্।
ব্রহ্মসনাতনং সাক্ষাদেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ॥ ৩০ ॥

বহুদিন হইতে 'অদ্বৈতবাদ' নামক একটী বাদ চলিয়া আসিতেছে। বেদের একদেশে আবদ্ধ হইয়া এই মতটী উদিত হইয়াছে ; অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কয়েকটী পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্ত্বন্তর নাই বা হয় নাই। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এইরূপ পৃথক্ ভাবসকল ব্যবহারিক বুদ্ধির ফল, বস্তুতঃ ব্রহ্মই সমস্ত পরিদৃশ্য তত্ত্বের অবিকৃত মূল। সেই ব্রহ্ম নিত্য নির্বিকার, নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ। তাহাতে কিছুমাত্র উপাধি নাই। কোন প্রকার শক্তি নাই এবং কোন প্রকার কার্য্য নাই। ব্রহ্মের অবস্থান্তর বা পরিণাম নাই। এই সমস্ত বাক্য বেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিগণ এই সকল কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সবিশেষ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তদ্রূপ ব্রহ্ম কিরূপে জগতের কারণ হইতে পারেন? জগৎও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কোথা হইতে জগৎ আসিল ; ইহার মীমাংসা না করিতে পারিলে আমাদের উপাদেয় মত বজায় থাকে না। তখন চিন্তা করিতে করিতে কতই বিচার উঠিতে লাগিল। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কি করিয়া কার্য্য বা কার্য্যশক্তি স্বীকার করা যায়? আবার আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া অদ্বৈত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয়। বিচার করিতে করিতে প্রথমে স্থির করিলেন যে, ব্রহ্মে একটুকু পরিণামশক্তি থাকিলে বোধ হয় অদ্বৈতহানি হইবে না। ব্রহ্মই বস্তু পরিণাম, তাহার প্রতীতি হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

বিবেকাঞ্জলি : সূত্র সংখ্যা ৩০, ৩১ ও ৩২শে গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। যদিও শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদের আচার্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তথাপি শঙ্করের পূর্বেই অদ্বৈতবাদ ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই অদ্বৈতবাদ ইতর দেশে প্রচারিত হইয়াছে। বেদশাস্ত্র অদ্বৈত-মতবাদীর প্রমাণগ্রন্থ। বেদের একদেশ তাৎপর্যরূপ জীবেশ্বর-অভিন্নতার উপর নির্ভর

করিয়া অদ্বৈতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু বেদের প্রতিপাদ্য দ্বৈতবাদ ও সবিশেষবাদকে অদ্বৈতাচার্যরা পরিবর্জন করিয়া বেদানুগত্যরূপ অবৈদিক ও নাস্তিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদবাক্যগুলিকে শ্রীশঙ্করাচার্য 'মহাবাক্য' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন কিন্তু বেদের সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত প্রণব বা ওঁ-কারকে কৌশল করিয়া গোপন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রণবই মহাবাক্য, যাহা হইতে সমস্ত বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি। অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষ হইতে নাস্তিক বৌদ্ধমতবাদকে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইলেও নির্বিশেষ-বাদরূপ অভক্তিপন্থার প্রচার দ্বারা জগজ্জীবের অমঙ্গলের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—'শঙ্করের ভাষ্য শুনিলে জীবের হয় সর্বনাশ।' শঙ্করের মতবাদে জীবই ব্রহ্ম, মোক্ষই চরম প্রাপ্য ; কিন্তু এই মোক্ষবাঞ্ছা নিত্যকৃষ্ণদাসরূপ জীবের স্বভাব-বিরোধী কেননা.—

"তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥"

মায়াবাদী আচার্যগণ তাত্ত্বিকভাবে ঈশ্বরের নিরাকার, জীবব্রহ্মৈক্যবাদ ইত্যাদি বিচার স্বীকার করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধে কোন সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে না পারিয়া নানা প্রকারের কল্পিত বিচার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥

বস্তুনঃ পরিণামাদ্বা বিবর্ত্তভাবতঃ কিল।
জগদ্বিচিত্রতা সাধ্যা জগদন্যং ন বর্ত্ততে॥ ৩১॥

এক মতে পরিণাম মানাই স্থির হইল। তখন আর একটী অদ্বৈতবাদী বলিয়া উঠিলেন কি--- ব্রহ্মের দোষ স্বীকার করা উচিত নয়। ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্ত্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের স্থিতিমান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভাবস্থলে অন্যথাবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত প্রতীতি মানিলে আমাদের মতটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে ভয়াদি বিচিত্রতা হয়। শুক্তিতে রজতজ্ঞানে আশাদি বিচিত্রতা দেখিতে পাই। অতএব বিবর্ত্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা, কেবল অজ্ঞান প্রতীতি মাত্র, এই মাত্র সিদ্ধ হয়। জগৎ নাই, জীবন নাই, ব্রহ্ম আছেন এবং জগৎপ্রতীতির একটী ভাণ মাত্র আছে। ঐ ভাণকে বিশেষরূপে বুঝিতে গিয়া তাহার নাম 'অবিদ্যা', 'মায়া' ইত্যাদি অভিধানে পাওয়া গেল। ভাণ কখনই তত্ত্বান্তর নয়, অতএব বস্তু একই রহিল, অধিক হইল না। বস্তু পারমার্থিক ও ভাণ ব্যবহারিক,—ইহাই স্থির হইল। ব্যবহারিক বুদ্ধি পারমার্থিক জ্ঞান কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে এক বস্তুসিদ্ধির সহিত ব্যবহারিক ভাণ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ৩১॥

বিবেকাঞ্জলিঃ—কল্পিত মতবাদ মাত্রই ভ্রান্তিপূর্ণ হয় এবং বিচার করিতে যাইলে তাহা অসামঞ্জস্যকর ও অসন্তোষকর হয়। অতএব মায়াবাদীদিগের মধ্যে ব্যবহারিক জগৎ ও জগজ্জীবের

বিচার সম্বন্ধে পরস্পর বিবদমান ও অর্থবিহীন কয়েকটা কল্পিত শাখাসমূহের উদয় হইল। ব্রহ্ম-পরিণাম, বিবর্ত্তবুদ্ধি, ভাণ, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন দ্বারা মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যবহারিক জগতের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

অথবা জীবচিন্তায়াং জাতং সর্ব্বং জগদ্ ধ্রুবম্।
জীবেশ্বরে ন ভেদোঽস্তি জীবঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥

তখন আর একদল পণ্ডিত উঠিয়া ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য একপ্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাণ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম ও জীব অবিদ্যা-পরিচ্ছেদ দ্বারা ঘটাকাশরূপে পৃথক্ প্রতীত হন। অন্যদল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ার বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। রৌদ্রের প্রতিফলন বা জলচন্দ্রের ন্যায় জীবকে কল্পনা কর। জীব অবিদ্যাময় মিথ্যাতত্ত্ব হইয়াও অবিদ্যার ধর্ম্মক্রমে প্রাধানিক জগৎকে কল্পনা করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। জীব পৃথক নয়, জগৎও পৃথক্ তত্ত্ব নয়। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটী মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পান না এবং দেখিতে চান না। প্রমাদটী এই যে ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি স্বীকার না করা যায়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎকর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাণ, আর একজন ভাণের ভাণ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈতহানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে একতত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্ব্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্ব্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য শক্তি অস্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমৎ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপ স্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবল-অদ্বৈতবাদ সদ্যুক্তিকে পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম ॥ ৩২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জীব ও জগৎকে 'ভাণ' ও 'ভাণের ভাণ' বলিয়া স্থাপনা করিতে যাইয়া অদ্বৈত মতবাদীদিগের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হইল। 'অবিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্ম জীবরূপে কল্পিত হয় এবং অবিদ্যা-মোচনে জীব পুনর্বার ব্রহ্ম হয়' এই প্রকারের মতবাদ একদল পণ্ডিত সৃষ্টি করিল। তাঁহারা মহাকাশ ও ঘটাকাশ দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের উদাহরণ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। আর একদল পণ্ডিত ব্রহ্মেক জীবরূপে পরিচ্ছিন্ন করিতে নারাজ হইয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতবাদীগণ এই প্রকারে মুখে অদ্বৈতকে মানিয়াও কার্যতঃ অদ্বৈতবাদের হানি উপস্থিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদীদিগের মৌলিক দোষ প্রদর্শন করাইয়া বলেন যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরমেশ্বরের অচিন্ত্য পরাশক্তিকে না মানিলে পরব্রহ্মকে একতত্ত্বরূপে স্থাপনা করা যায় না এবং জগৎ ও জীব সম্বন্ধে কোনও সুখকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। লীলাময় পরমেশ্বর স্বয়ং অবিকারী থাকিয়াও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির পরিণামক্রমে বৈকুণ্ঠ জগৎ, জৈবজগৎ ও মায়িক জগতের— প্রকাশ, জ্ঞান, ভাব ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ সূত্রে বেদশাস্ত্রে ভেদবাদই প্রকৃতরূপে প্রবল ও প্রধানভাবে দৃষ্ট হয়। অভেদবাদ বেদশাস্ত্রে অবস্থিত থাকিলেও জীবেশ্বর-অভিন্নতা অত্যন্ত দুর্বল এবং অতএব জীব কোনকালে নিজেকে নিরংকুশ স্বাধীন মনে করিতে পারে না। জীব সর্বদাই পরাধীনতত্ত্ব বলিয়া ভগবদানুগত্যরহিত হইলেই মায়ার কবলে পতিত হয়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের মায়ামুক্তি সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"মায়াধীশ—মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা প্রবর্তিত 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' সিদ্ধান্তই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ইহার অবলম্বন দ্বারাই জগজ্জীব সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে পারে ॥ ৩২ ॥

এতেষু বাদজালেষু তৎসদেব বিনিশ্চিতম্ ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামদ্বয়জ্ঞানমেব যৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ সদনুশীলনং নাম প্রথমোঽনুভবঃ ॥

এই সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্দ্ধারিত করিয়া দূর করতঃ সত্যকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগ্রহ করার নাম 'সত্যনির্ণয়'। ভিক্টর কুঁজা নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টী বুঝিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্য-বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গপদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করিবার চেষ্টা যেরূপ নিষ্ফল, কুঁজার সার-সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল। ঈশাবাস্য-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥

হে চিৎসূর্য্যস্বরূপ ভগবন্, তোমার পরম তত্ত্বরূপ সত্যের মুখ তোমার অঙ্গজ্যোতিরূপ নির্ব্বিশেষ ও ছুর্ব্বিশেষাত্মক পাত্রের দ্বারা চিৎকণরূপ জীবের নিকট আচ্ছাদিত আছে। তুমি কৃপা করিয়া সেই আচ্ছাদন দূর কর। ইহারই নাম বেদবিহিত ধর্ম্মানুসন্ধান।

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

অণুভ্যশ্চ বৃহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নর।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥

ভ্রমর যেমন ফুলের অসার পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পের মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহী প্রবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও নিষ্কৃষ্ট সত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ'শব্দেই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎ প্রকাশিত হইলে অসৎ কাজে কাজেই দূর হয়। 'সৎ'শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ প্রতিফলন মাত্র। ৩৩॥

ইতি তত্ত্ববিবেকে সদনুশীলনরূপ প্রথমানুভব।

বিবেকাঞ্জলি : তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের এই শেষ শ্লোকে গ্রন্থকার অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার দ্বারা তত্ত্ববস্তু নির্ণয়ের প্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, এ সমস্ত মতবাদীরা বিভিন্ন প্রকারের অসৎ সিদ্ধান্তসমূহ উদগীরণ করিয়া থাকিলেও সত্যবস্তু কোন কোন অংশে এই মতবাদসমূহের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে। কিন্তু, কেবল পরমার্থনিষ্ঠ সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারাই সে সত্যবস্তুকে নির্ণয় করিতে পারা যায়। পারমার্থিক সারগ্রহণরূপ নিষ্ণাত মতি না থাকিলে সারবস্তুকে জানা যায় না। দোষযুক্ত বিচারধারার উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য ও প্রাগুক্ত অবৈদিক-পৌর্বাত্য মতবাদ-সমূহের ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইতে পরমার্থ গ্রহণের চেষ্টা করিলে তাহা কেবল নিষ্ফল হয়। শুদ্ধসাত্ত্বিক বুদ্ধিদ্বারা পূর্ণ সদাচারময় ভক্তজীবন অবলম্বন করিয়া শরণাগতি সহকারে পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে তাঁহার কৃপায় জীব পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করে। এই পারমার্থিক জ্ঞান দ্বারাই ভগবত্তত্ত্বকে জানা যায়। চরিতামৃতে যথা, 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।'
পরমার্থ-দৃষ্টিযুক্ত সাধক সর্বত্রই সর্বকালে এবং সর্বশাস্ত্রে কেবল সাররূপ পরতত্ত্ব ও ভক্তিধর্ম দর্শন করিয়া তাহাই জীবনে পালন করেন। অতএব মহাভাগবতভক্ত,—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি।
সর্বত্র করয়ে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥" ৩৩॥

ইতি প্রথমানুভবের বিবেকাঞ্জলি-বিবরণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ানুভবঃ

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গং পরানন্দরসাশ্রয়ম্
চিদচিচ্ছক্তিসম্পন্নং তং বন্দে কলিপাবনম্ ॥ ১ ॥

যে পরমপুরুষের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘনীভূত স্বরূপে প্রকাশ পায়, যিনি জড়ানন্দের অতীত চিদ্গত শ্রেষ্ঠানন্দ রসের আশ্রয়স্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বদা চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি-রূপ বৃত্তিদ্বয়ের অধীশ্বর, সেই কলিপাবন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—এই প্রথম শ্লোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরতত্ত্ববস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে বন্দনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনাই চরম পরম সাধন ও সাধ্যবস্তু। সেই পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্যের কৃপাদ্বারাই তার্কিক বিবাদরূপ কলিকলহ সকল প্রশমিত হইয়া শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্তের অভ্যুদয় হয়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত নানা মতগ্রাহব্যাপ্ত সিদ্ধান্ত-সাগর অতিক্রম করা মানবমাত্রের অসম্ভব ॥ ১ ॥

স্বরূপমাস্থিতো হ্যাত্মা স্বরূপশক্তিবৃত্তিতঃ।
বদত্যেব নিজাত্মানমুপাধিরহিতং বচঃ ॥ ২ ॥

মায়িক জগতে যে সকল জীবাত্মা বদ্ধ আছেন, তাঁহারা প্রকৃতি-বৈচিত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তাহার বিচিত্র উত্তর দেন। তন্মধ্যে যে আত্মা বিবেক ও সদ্গুরু উপদেশক্রমে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিত হইয়া যুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। সেই উত্তর সর্ব্বত্র এক। প্রথম অনুভবের দ্বিতীয় শ্লোকে যে প্রশ্নত্রয় আছে, তাহা এই,—'এই জড় জগতের ভোক্তাস্বরূপ আমি কে? এই যে বিপুল বিশ্ব, ইহাই বা কি? বিশ্ব ও আমি, আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি?' মায়িক দশাপ্রাপ্ত আত্মা যে সকল বিচিত্র উত্তর দেন, তাহা প্রথম অনুভবে বিচারিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অনুভবে স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে যুক্ত উত্তর, তাহা কথিত হইবে। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা কি? ইহাই অগ্রে বিবেচিত হইবে। মায়িক দেশ, কাল, ইন্দ্রিয়, শরীর ও সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া যে আত্মসত্তা, তাহাই স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা। সর্ব্ববেদান্তসার-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে সেই শুদ্ধ আত্মার অবস্থা বলিয়াছেন; যথা—"মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" মায়িক দশা মুক্ত হইলেই আত্মার স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি হয়। তদ্রূপ অবস্থিত আত্মা উক্ত প্রশ্নত্রয়ের যে উত্তর দেন তাহা যুক্ত। এখন এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, মায়িক দশাপ্রাপ্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি আছে। সেই দশা পরিত্যাগ করিলে শরীর, ইন্দ্রিয় ও যুক্তি কোথা থাকিবে, এই উত্তরই বা কিরূপে হইবে, এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তররূপ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও তাহার জ্ঞান-গুণ আছে। কেবল জ্ঞানস্বরূপ নহে। আলোক যেরূপ

প্রকাশস্বরূপ হইয়াও অন্য বস্তু প্রকাশ-গুণযুক্ত, আত্মাও সেইরূপ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও বস্ত্বন্তর সম্বন্ধে জ্ঞানগুণ প্রকাশ করিতে পারেন অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং দেখিতে, শুনিতে, ঘ্রাণ লইতে, আস্বাদন করিতে ও সংস্পর্শ করিতে পারেন। আত্মাতে এইরূপ জ্ঞান-ধর্ম স্বতঃসিদ্ধ মায়িক অবস্থায় পড়িয়া আত্মা জড়াবরণে আবদ্ধ। জড় জগতের সহিত যোজনার জন্য জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার গৌণ কার্য্যসকলের পরিচয় দেয়। তিনি জড় চক্ষুদ্বারা দেখেন, জড় কর্ণের দ্বারা শুনেন, জড় নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ লন, জড় জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ করেন এবং জড় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করেন। স্বতঃসিদ্ধ শক্তিহারা হইয়া তিনি পরের শক্তিতে কার্য্য করিতেছেন। এই অবস্থায় তিনি যে-সকল সিদ্ধান্ত করেন, তাহা জড়প্রসূত যুক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয়। জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পক্ষে এইরূপ অপগতি অত্যন্ত দুর্ব্বিপাক। যে গতিকেই হউক, যখন তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন তিনি আত্মবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ ঐ সকল কার্য্য করেন। তখন তাঁহার যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ। সে অবস্থায় সেই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নোত্তর স্বভাবতঃ হয়। আত্মার যে স্বরূপশক্তি, তাহার বৃত্তিক্রমে তখন তিনি সমস্ত কার্য্য করেন। তিনি সে সময় নিজের প্রশ্নের যে উত্তর আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা উপাধিরহিত বাক্য। স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মা ভারতে বসিয়া যাহা বলিবেন, স্ব স্বরূপস্থিত অন্য আত্মা উত্তর-কেন্দ্রে বসিয়া তাহাই বলিবেন। বৈকুণ্ঠস্থিত আত্মা সেই উত্তর দিবেন; কেন না, শুদ্ধ আত্মাদিগের সিদ্ধান্তে মায়িক চিত্র গুণ নাই, অতএব পৃথক্ হইতে পারে না ॥ ২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—দেশ, কাল, ত্রিগুণ ইত্যাদি দ্বারা বদ্ধ জীবগণের নানা বিচিত্রতাপূর্ণ ভ্রমময় বাদ-সকলের দিগ্দর্শন প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়া গ্রন্থকার এখন স্ব-স্বরূপস্থিত আত্মার যে বক্তব্য তাহা বিচার করিয়াছেন। বহির্মুখ জগতের মায়িক বন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত জীবই পরমার্থানুশীলন দ্বারা সুনিশ্চিত এবং নিরুপাধিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে। নানাবিধ কারণদ্বারা তরঙ্গায়িত জলাশয়ের জল, কোন বস্তুর প্রতিফলন যথাযথভাবে প্রস্তুত করিতে পারে না। চিত্ত দর্পণ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মৎসর, কুটিনাটী, কুসংস্কার ইত্যাদি মলদ্বারা লিপ্ত থাকিলে তাহা প্রকৃত বস্তুর প্রতি-ফলন করিতে পারে না। শ্রীগুরুকৃষ্ণ-প্রসাদ দ্বারা নিজস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত মুক্তজীব প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রশ্নত্রয়ের যুক্ত ও যথাযথ উত্তর প্রদান করেন এবং এই উত্তর সর্বত্রই এক প্রকার হইয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় জীবের শুদ্ধ অবস্থার সম্বন্ধে বিচার প্রদত্ত হইয়াছে এবং পূর্বপক্ষের যে সন্দেহ, তাহা নিরসন করা হইয়াছে। মায়ামুগ্ধ অবস্থায় আত্মা স্বতঃসিদ্ধ শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মায়িক প্রপঞ্চের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জড়ের উপর নির্ভর করাই চিন্ময় আত্মার অপগতি ও অধঃপতন ॥ ২ ॥

ভগবানেক এবাস্তে পরাশক্তিসমন্বিতঃ।
তচ্ছক্তিনিঃসৃতো জীবো ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ জড়াত্মকম্ ॥ ৩ ॥

'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ', 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' ইত্যাদি

বহুবিধ বেদবাক্যে 'একঃ দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ' এই বাক্যযোগে ভগবত্তত্ত্বের নিত্যত্ব স্থির হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বচনে "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অপেক্ষা ভগবানের সর্ব্বোচ্চতমত্ব বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা—ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর এবং ভগবান্ তাঁহাদের সর্ব্বেশ্বর এরূপ বুঝিতে হইবে না। জীব—দ্রষ্টা ; ভগবান্ যখন দৃষ্টির বিষয় হন, তখন প্রথমে জ্ঞান চিন্তামার্গে ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। অধিকতর আলোচনা করিতে করিতে যোগমার্গ উপস্থিত। সেই মার্গে ভগবান্ পরমাত্মারূপে দৃষ্ট হন। জীবের সৌভাগ্যক্রমে যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগ উদিত হয়, সেই ভক্তিযোগে অবস্থিত জীব ভগবৎস্বরূপ দৃষ্টি করে। দৃষ্টির বিষয় অত্যন্ত মধুর, পরমানন্দময়, সচ্চিদানন্দ, মধ্যমাকার-স্বরূপ একটী কমনীয় পুরুষ। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সুন্দররূপে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মভাব ও পরমাত্মভাব তাঁহাতে ক্রোড়ীকৃত হইয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। সেই ভগবান্ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। ইচ্ছাময় ও শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহার নিত্যলীলা ও নৈমিত্তিক লীলা নিত্য-সিদ্ধ। স্বতন্ত্র হওয়ায় তিনি সমস্ত বিধির বিধাতা হইয়াও স্বয়ং কোন বিধির বাধ্য নন। সেই ভগবানের দ্বিতীয় নাই, সমান নাই, অধিকও নাই। সেই ভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বিক্রমযুক্ত। সম্পূর্ণ চিদ্বিক্রমদ্বারা ভগবানের চিদ্ধাম, চিল্লীলা, চিদুপকরণ—সমস্তই পরাশক্তির পরিণতি। শক্তির পূর্ণতা হইতে চিজ্জগতের পরিণতি। শক্তি বিচিত্রা, অতএব তাঁহার অণুস্বরূপ একপ্রকার পরিণতি দেখা যাইতেছে। চিৎকণ, চিদ্‌গুণকণ, চিৎক্রিয়াকণ লইয়া পরাশক্তির জীবশক্তিরূপ বিক্রম জৈব-জগৎ প্রকট করিয়াছেন। সেই পরাশক্তির ছায়ারূপ আর একটী বিক্রম আছে ; তাহাতে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশটী ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কাররূপ ২৪টী তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। ইহারই নাম জড় ব্রহ্মাণ্ড এবং ছায়াশক্তির নাম মায়া॥ ৩॥

বিবেকাঞ্জলি :—এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে পরমাত্মা ও ভক্তিপথে ভগবদ্রূপদ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতি পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, অন্তর্য্যামীরূপ পরমাত্মা শ্রীহরির অংশস্বরূপ ও সেই শ্রীহরিই ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ পরাৎপর পরতত্ত্ব। শ্রুতি বলেন,—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।'

ভগবানের কোন্ শক্তির পরিণামদ্বারা কি কি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে—এ সম্বন্ধে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রন্থকার এখানে দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভগবানের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, সৌন্দর্য্য, করুণা ও তত্ত্ববিষয়ক তথ্য জানা যায় না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতই সনাতন বৈদিক শাস্ত্রের প্রপক্ক ফলস্বরূপে নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র দ্বারা অলৌকিক ভগবদ্-জ্ঞানসকল লাভ হয়। গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের নিত্যসেবাদ্বারা জীবের ভক্তিবৃত্তি উদ্দীপিত হয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে॥ ৩॥

সোঽর্কস্তৎকিরণো জীবো নিত্যানুগতবিগ্রহঃ
প্রীতিধর্ম্মা চিদাত্মা সঃ পরানন্দেঽপি দায়ভাক্॥ ৪॥

ভগবান্—অর্কস্বরূপ। অর্কের কিরণকণ-স্বরূপ—জীবনিচয়। সেই কিরণকণ-জীবের ভগবদানুগত্যই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মের উপযোগী, জীবের চিৎকণ-বিগ্রহ। জীবের স্বরূপ—চিৎকণ, অতএব জীব—চিদাত্মা। চিদ্‌গুণের অণুস্বরূপ জীবগুণ। চিদ্বস্তুর ধর্ম্মই প্রীতি। অতএব জীবের প্রীতিকণই ধর্ম্ম। জীবকে 'প্রীতিধর্ম্মা' বলা যায়। চিৎস্বরূপ এবং প্রীতিধর্ম্মা হইলেও জীব স্বয়ং অণুবিগ্রহ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম্ম অপূর্ণ। জীবের স্বভাবতঃ আনন্দকণ আছে, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায়। 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধে পরমাণুতুলামপি।' ভক্তির উচ্চদশায় যে পরানন্দ লাভ হয়, তাহাতে জীব স্বভাবতঃ দায়ভাক্ অর্থাৎ অধিকারী। ব্রহ্মানন্দকে ক্ষুদ্র জানিয়া ভগবদানুগত্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তিনি চিৎশক্তিকে জীবের স্বভাবে প্রেরণ করেন। সেই চিৎশক্তির বল লাভ করিয়া জীব পরানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হন ॥ ৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি :– "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ-নিত্য-দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশুকিরণ যেন অগ্নিজ্বালা চয় ॥ — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ॥

জীবের বাস্তবিক স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মায়াবদ্ধদশায় জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে; ব্রহ্মভূত অবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ করে; ভক্তিযোগদ্বারা কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করে। তদ্রূপ নিজ-স্বভাবে আনন্দের পিপাসু এই জীবাত্মা মায়াবদ্ধ অবস্থায় মায়িক জড়ানন্দ ভোগ করে, ইহা হেয়, ঔপাধিক ও দুঃখময়। জ্ঞানপথ অবলম্বন দ্বারা জীব যে ব্রহ্মানন্দ লাভ করে, তাহা জড়ানন্দ হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির অনুগ্রহে জীব যে ভক্তিসুখ বা কৃষ্ণানন্দ লাভ করে তাহা অসীম, অনন্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট। এই ভক্তিসুখের জন্যই সর্বপ্রযত্ন করা উচিত ॥ ৪ ॥

তচ্ছক্তেশ্ছায়য়া বিশ্বং সর্ব্বমেতদ্বিনির্ম্মিতম্।
যত্র বহির্ম্মুখা জীবাঃ সংসরন্তি নিজেচ্ছয়া ॥ ৫ ॥

জীব কৃষ্ণানুগত হইলে পরানন্দে যেরূপ দায়ভাক্ হন, সেইরূপ বহির্ম্মুখ হইলে স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার জন্য সংসারধর্ম্মে পতিত হন। চিচ্ছক্তি যেরূপ জীবের উচ্চগতির সহায়, জড়-প্রসবিত্রী মায়াশক্তি সেইরূপ জীবের সংসারবন্ধনের সহায়। মায়া-শক্তি চিচ্ছক্তির ছায়া। জীবের সংসারোপযোগী এই জড়ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি প্রসব করিয়াছেন। জীবের ভোগায়তনরূপ স্থূল ও লিঙ্গ দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জড়বিশ্বে পতিত হইয়া জীবের কর্ম্মবন্ধনরূপ নিগ্রহ ঘটিয়াছে। ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সংসারের একমাত্র কারণ। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জীব জড় জগতে উৎপন্ন হন নাই বা চিজ্জগতে উৎপন্ন হন নাই। দুই জগতের সন্ধিস্থলে তাঁহার উৎপত্তি। স্বতন্ত্র ইচ্ছা চিৎকণ জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হওয়ায় এবং চিদুন্নতি অপেক্ষা জড়ভোগে অধিক প্রবৃত্তি হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে

সংসার স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে ভগবানের কোন দোষ নাই। ভগবান্ করুণা প্রকাশ করিয়া জীবের ইচ্ছানুরূপ ভোগলাভের জন্য জড়বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জড়বিশ্বকে এরূপ গঠন করিয়াছেন যে, স্বল্পদিনের ভোগেই জীবের বৈরাগ্যবিবেকোদয় হইবে। পুনরায় সাধুসঙ্গ-ব্যবস্থাদ্বারা জীবের উদ্ধারের পন্থা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—পঞ্চম শ্লোকে গ্রন্থকার, জীবের ভগবদ্বহির্মুখতার ফলে সংসার-দশা লাভের প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়াশক্তিদ্বারা গঠিত এই জড়ব্রহ্মাণ্ড জীবের সংসার-দশার উপযোগী এবং অপরাধী জীবগণের শোধনের জন্য কারাগারস্বরূপ। পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ বেদপুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে পরমার্থপথে আনিবার জন্য সাধুপুরুষদিগকে প্রেরিত করিয়া সাধুসঙ্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বদ্ধদশাই হউক, মুক্তদশাই হউক, সর্বকালেই ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবের আর কোন উপায় নাই। কেবল আসুরিক জীবগণই ভগবান্‌কে মানে না এবং এই দোষে পুনঃ পুনঃ সংসার-দুঃখ ভোগ করে ॥ ৫ ॥

জীবতো জড়তো বাপি ভগবান্ সর্ব্বদা পৃথক্।
ন তৌ ভগবতো ভিন্নৌ রহস্যমিদমেব হি ॥ ৬ ॥

জীব ও জড়কে ভগবান্ আপনা হইতে পৃথক্ তত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি জীব ও জড়জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নয়, ইহাই একটী পরম রহস্য। ভগবান্ স্ব-স্বরূপে, জীব ও জড়জগৎ হইতে নিত্য পৃথক্। শক্তিস্বরূপে জীব ও জড়জগতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকটন ও বিচার করিয়া এই রহস্য বুঝিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে রোদন করিতেছিলেন। ভগবদ্ভক্ত নারদ আসিয়া যাহা তিনি ব্রহ্মার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকী ভাগবতের মর্ম্ম সংক্ষেপতঃ বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—জ্ঞান, বিজ্ঞান, তদ্রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। 'জ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে যে, আমি এক পরমতত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বাগ্রে ছিলাম। সৎ ও অসৎ এবং তদুভয়ের অতীত যে ব্রহ্ম তাঁহার তখন প্রকাশ-অবসর ছিল না। যখন সৃষ্টি হইল, তখন আমি শক্তিরূপে পরিণত হইলাম এবং যখন আর কিছু না থাকিবে, তখন পূর্ণৈশ্বর্য্য-ভগবৎস্বরূপ আমিই একমাত্র অবশেষ থাকিব। ইহাই ভগবজ্‌জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানাদি ইহার পরিকর। 'বিজ্ঞান' শব্দে এই অর্থ হইয়াছে,—আমি পরমার্থ, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি, আমার স্বরূপে যাহার নিজ প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার শক্তিতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। এখানে 'মায়া' শব্দে পরাশক্তি-রূপ যোগমায়াকে বুঝায়। অতএব শক্তি আমা হইতে নিত্য পৃথক্ ও অপৃথক্। অপৃথক্‌রূপে অপরিচিতা, পৃথকরূপে পরিচিতা। পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের দুইটী স্থল অর্থাৎ 'আভাস' অর্থে অণু ও 'তমঃ' অর্থে জড়। অণুস্বরূপে জৈবজগৎ ও জড়স্বরূপে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড আমার পরিচিত শক্তিগত। এই শক্তির সহিত ভগবানকে জানার নাম বিজ্ঞান। রহস্যই তৃতীয় তত্ত্ব। জড়জগতে প্রধান, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি মহাভূতসকল পরিচিত ক্ষিত্যাদিভূতে যেরূপ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথক্ থাকে, সেইরূপ চিৎসূর্য্যস্বরূপ আমি ভগবান্, জীবচৈতন্যনিচয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও নিত্য পৃথক্ আছি।

জীবগণ যখন নত অর্থাৎ আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তখন আমি তাহাদের নিত্য সহচর, ইহাই তদ্রহস্য। তদঙ্গ এই যে জীব সংসার যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া সাধুর পদে আত্মজিজ্ঞাসা করেন এবং গুরুপ্রসাদ লাভ করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক বিচার পূর্ব্বক নিত্য-সত্য যে আমি, আমাকে লাভ করেন ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ॥ ৬ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—মায়াপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি উভয়েই ভগবানের পরাশক্তি প্রসূত অতএব ভগবানের সঙ্গে ইহারা ভেদাভেদযুক্ত হইলেও ভগবান এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। জীব ও জড় ভগবান্ হইতে পৃথক তত্ত্বরূপে সৃষ্ট হইলেও জীব ও জড় ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। গীতায় নবম অধ্যায়ে ভগবান্ বলেন,—'এই সমগ্র জগৎ আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত, সমুদয় ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থিত নহি। ভূতসমূহও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অসাধারণ যোগৈশ্বর্য দর্শন কর, আমি স্বরূপতঃ ভূতগণের ধারক এবং পালক হইলেও ভূতগণের মধ্যে স্থিত নহি। এবম্বিধ অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের দিগ্দর্শন করিয়া গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত চতুঃশ্লোকীর মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ দ্বারাই শাস্ত্রার্থসকল সহজে বোধগম্য হয় এবং প্রকৃত পরমার্থ-ধন লাভ হয় ॥ ৬ ॥

জড়জালগতা জীবা জড়াসক্তিং বিহায় চ।
স্বকীয় বৃত্তিমালোচ্য শনকৈর্ল্ভতে পরম্ ॥ ৭ ॥

জীবসকল নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্তরূপে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্ত জীবগণ নিত্য কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত। যে সকল জীব মায়ার জড়জালে পড়িয়াছেন, তাঁহারা জড় বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চিদ্বৃত্তি আলোচনা করিতে করিতে পরতত্ত্বকে লাভ করেন। জীবের স্বকীয় বৃত্তি—ভগবদানুগত্য। আনুকূল্যভাবের সহিত চিদ্বিষয়ে যত আলোচনা করিবেন, ততই জড়বিষয়ের আসক্তি খর্ব্ব হইবে। চিদনুশীলন পূর্ণ হইলে জড়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব্ব হয় এবং জীবতত্ত্বের পরতত্ত্ব যে চিদধীশ ভগবান্, তাঁহার চরণ লাভ করেন। চিদনুশীলন করিতে করিতে চিদাস্বাদন উদিত হয়। যে পর্য্যন্ত জীবের জড়াসক্তি, সে পর্য্যন্ত জীবগণ চিদ্বিষয়ের অনুভব হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন ॥ ৭ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগদ্বারা নিজচিত্তকে সমাহিত করিয়া যখন পূর্ণপুরুষ ভগবানকে দর্শন করিলেন, তখন ভগবানের অপাশ্রিতা মায়াকে দেখিলেন এবং ভগবানের সেবা-বিমুখ জীবগণকে বহিরঙ্গামায়া সংসাররূপ দণ্ডদানে আবদ্ধ করিয়াছে ইহাও দেখিলেন। একমাত্র অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তিযোগ দ্বারাই জীবের অনর্থ উপশম হয় এই তথ্য শ্রীব্যাসদেব অবগত হইলেন এবং তৎপরে কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। হরিভজনই সাক্ষাৎ চিদনুশীলন। যোগ, জ্ঞান, সাংখ্য, কর্ম ইত্যাদি মার্গদ্বারা ভগবানকে জানা যায় না, কেবল প্রেমভক্তিই ভগবদ্বশীকরণে সমর্থ। কৃষ্ণভক্তি সর্বাবস্থায় নিষ্কপট জীবগণকে পরমানন্দ ও পরম শ্রেয় প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

চিন্ত্যাতীতমিদং তত্ত্বং দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপকম্।
চৈতন্যচরণাস্বাদাচ্ছুদ্ধজীবে প্রতীয়তে ॥ ৮ ॥

এই দ্বৈতাদ্বৈত-স্বরূপতত্ত্ব মানবচিন্তার অতীত ; কেননা যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থিতি জড়-জগতে অপরিলক্ষিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীবের জড়-বিষয়-জ্ঞানে ইহার প্রতীতি হয় না। ভগবত্তত্ত্বে অসংখ্য বিরুদ্ধগুণসকল অবিচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সুন্দররূপে নিয়মিত আছে। নির্ব্বিকার পুরুষ ইচ্ছাময়, মধ্যমাকার স্বরূপ হইয়াও অণু হইতে অণু ও বৃহৎ হইতে বৃহৎ, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তবৎসল, নির্ব্বিশেষ হইয়াও সবিশেষ, ব্রহ্ম হইয়াও গোপসহচর কৃষ্ণ, জ্ঞানপূর্ণ হইয়াও প্রেমময় ইত্যাদি প্রকারে ভগবান, সমস্ত বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। জড় বস্তুতে এরূপ উদাহরণ নাই। জড়বদ্ধ মানবের বুদ্ধি জড়াশ্রিত, জড়ের অতীত বস্তুকে স্পর্শ করিতে অযোগ্য। এই জন্যই অচিন্ত্য বস্তু তাহাতে প্রতীত হয় না। এতন্নিবন্ধন মানবের বদ্ধাবস্থায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের স্পষ্ট উপলব্ধির অভাব। তবে কি কোন অবস্থায় বদ্ধজীব এই তত্ত্বের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না? উত্তর এই যে, যাঁহারা চৈতন্যচরণাস্বাদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদুপলব্ধি ক্রমেই শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হইতে হইতে যখন তাঁহাদের শুদ্ধ জীবস্বরূপের উদয় হয়, তখনই এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের প্রতীতি স্পষ্ট হয়। 'চৈতন্যচরণাস্বাদ' এই শব্দদ্বারা যে দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থদ্বয় বস্তুতঃ এক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণসেবা দ্বারা যে সুখাস্বাদন হয়, তাহা একপ্রকার অর্থ। পরমচৈতন্যতত্ত্বের আনুগত্য—দ্বিতীয়ার্থ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পরমচৈতন্য যখন পরস্পর অভেদ, তখন দুই অর্থেই এক অর্থ হইল। সদনুশীলন সময়ে এই গ্রন্থে যত যত আচার্য্যের মত বিচার করা গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই বদ্ধ অণুচৈতন্য। তাঁহাদের মত নিরসন পূর্ব্বক শুদ্ধচৈতন্য-শিক্ষিত পরমতত্ত্ব এই অনুভবে আলোচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ— ভগবত্তত্ত্ব যেমন মানবযুক্তির অতীত, ভগবানের সঙ্গে জীব ও জড়ের নিত্য-সম্বন্ধও সেই প্রকারে জড়বিষয়জ্ঞানের অতীত। বৈষয়িক বুদ্ধি বা যুক্তিকে এই অচিন্ত্য তত্ত্বের আলোচনায় প্রবিষ্ট করাইলে কোনও সুখকর উত্তর পাওয়া যায় না। অসংখ্য প্রকারের পরস্পর বিরুদ্ধভাবসকল পরতত্ত্বে অবিরোধভাবে সংযোজিত হইয়া পরতত্ত্বের অসীম ও অচিন্ত্য শক্তি এবং পরমাদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের প্রতিপাদন করে। মধ্যমাকার-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শন, সপ্তম বর্ষীয় বালক রূপে প্রকাণ্ড গিরিগোবর্ধন সাতদিন অহোরাত্র লীলা-ছত্রাকের ন্যায় ধারণ, বৃন্দাবনে বাল্যলীলাছলে বহুবিধ অসুরমারণ, এককালে অনন্ত বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করা ইত্যাদি সকল লীলাই ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক। জীব চিচ্ছক্তির বল লাভ না করিলে পরতত্ত্বের অনুভূতিতে সমর্থ হয় না, আবার হরিভজন ব্যতীত চিচ্ছক্তির বল লাভ হয় না। ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়াপ্রাপ্ত জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞান হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"সূর্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে। বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত, ভক্তি রস পাত্র ॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস। তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥

অতএব,

যাহো ভাগবত পঢ়ো বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় লহ চৈতন্য চরণে ॥
শাস্ত্রের সারসর্বস্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে—
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ৮ ॥

চিদেব পরমং তত্ত্বং চিদেব পরমেশ্বরঃ।
চিৎকণো জীব এবাসৌ বিশেষশ্চিদ্বিচিত্রতা ॥ ৯ ॥

তত্ত্বে জীব, জড় ও চিৎ এই তিন প্রকার হইলেও চিৎই পরমতত্ত্ব। চিৎই—পরমেশ্বর, এই যে জীব, ইনি চিৎকণ। চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতাই তাহার বিশেষ ধর্ম্ম। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ—ভগবান্। অতএব তিনি চিৎস্বরূপ, তাঁহারই কিরণকণ যখন জীব, তখন তাহা চিৎকণ। চিদ্বস্তুর বিচিত্রতাই ইহার বিশেষ। অতএব চিদ্বস্তু হইতে উপাদেয় ও উত্তম আর কিছুই নাই। জড়জগতে যে বিচিত্রতা, তাহা চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন মাত্র ॥ ৯।

বিবেকাঞ্জলি ঃ—জীব চিন্ময়বস্তু, চিন্ময়-ভাস্কর শ্রীকৃষ্ণের কিরণকণরূপে তাহা অবস্থিত। অতএব চিন্ময় তত্ত্বের সঙ্গেই জীবের নিত্য সম্বন্ধ। পরমানন্দপূর্ণ চিন্ময় সবিশেষের আস্বাদন যদি জীব লাভ করে, তখন জড়-সবিশেষের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমার্থের অনুশীলন করিতে থাকে। নিষ্কপটভাবের সাধুসঙ্গ দ্বারাই এই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হয়, অতএব,

'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ৯ ॥

আনন্দশ্চিদ্গুণঃ প্রোক্তঃ স বৈ বৃত্তিস্বরূপকঃ।
যস্যানুশীলনাজ্জীবঃ পরানন্দস্থিতিং লভেৎ ॥ ১০॥

স্বতন্ত্রেচ্ছা যেরূপ চিদ্বস্তুর স্বরূপ, আনন্দ সেইরূপ চিদ্বস্তুর গুণ। সেই আনন্দ চিদ্বস্তুর বৃত্তি-স্বরূপ; যে বৃত্তির অনুশীলন করিতে করিতে জীব পরানন্দস্থিতি লাভ করেন। 'এষ হেবানন্দয়তি' এই বেদবাক্যে আনন্দই চিদ্বস্তুর ধর্ম্ম, তাহা প্রতীত হয়। অগ্নির যেরূপ দাহিকা বৃত্তি,—জলের যেরূপ তারল্য বৃত্তি, চিদ্বস্তুর সেইরূপ আনন্দবৃত্তি। জড়ে বদ্ধ হইয়াও জীব এক প্রকার বিষয়ানন্দরূপ

বৃত্তি প্রকাশ করে। বস্তুমাত্রেরই দুইটী পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরূপ পরিচয় ও বৃত্তি পরিচয়। চিদ্বস্তুর সেইরূপ বৃত্তি-পরিচয়—**আনন্দ**। জড়াতীত আনন্দের **অনুশীলন** করিতে করিতে জীব **সহজে স্বীয় স্বরূপানন্দ লাভ করেন।** ক্রমশঃ ভগবানের পরানন্দভোগের অধিকারী হন ॥ ১০ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (১১, ৯, ২৯)—"মায়িক বিষয়ের জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ-পূর্বক স্বস্বরূপ পুনঃপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পরে এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে ; ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্লভ। ধীর ব্যক্তি যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয়, ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয় (কৃষ্ণসেবানন্দ) প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবেন।" রস-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ জীব কি প্রকারে পরমানন্দের অধিকারী হন, এই কথা গ্রন্থকার দশম শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

চিদ্বস্তু জড়তো ভিন্নং স্বতন্ত্রেচ্ছাত্মকং সদা।
প্রবিষ্টমপি মায়ায়াং স্বস্বরূপং ন তত্যজেৎ ॥ ১১ ॥

চিদ্বস্তুর স্বরূপ-পরিচয় কি ? এই প্রশ্নটী অনেকেই করেন। ইহার সম্পূর্ণ উত্তর প্রায়ই হয় না। জীব সেই বস্তু বটে, কিন্তু স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বদ্ধ-জীবের পক্ষে কঠিন। পরন্তু চিৎকণ জীবের স্ব-স্বরূপ বিকৃত হইলেও তাহার মূল পরিচয় পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই, জীব জড় হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব, অতএব তাহার স্বরূপ-পরিচয় জড়ের স্বরূপ-পরিচয় হইতে অবশ্য বিলক্ষণ হইবে। সে বিলক্ষণতা কি ? তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। যত জড়বস্তু আছে, তাহাতে বহু গুণ দেখা যায় এবং তাহার বহু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছালক্ষণ বস্তু নাই। সুতরাং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্মও নাই। জীব যতদূর সঙ্কুচিত হউন না কেন, তাঁহার এই দুইটী লক্ষণ একেবারে আচ্ছাদিত না থাকিলে অবশ্যই প্রকাশ পায়। জড় বস্তুর মধ্যে তাপ চঞ্চল বস্তু, চঞ্চলতার সহিত কার্য্য করে। চালকতা-ধর্ম্ম তাহার প্রধান পরিচয় হইলেও স্বেচ্ছামতে চালক হইতে পারে না, নিজেও চলিতে পারে না। কতকগুলি জড়গুণের কার্য্য-গতিকে সংঘটন হইলে তেজ-বস্তু অন্যান্য বস্তুকে চালন করে, আপনিও চলে। তেজ-বস্তুতে স্বীয় ইচ্ছার ক্রিয়া দেখা যায় না। চিদ্বস্তু কীট পিপীলিকাদি-অবস্থায় অনেক পরিমাণে জড়কুণ্ঠিত হইয়াও আপন আপন ইচ্ছাশক্তির লক্ষণ দেখায়। পিপীলিকা চলিতে চলিতে কোন একটী বিচার উপস্থিত হইলে, আর একটী পথ অবলম্বন করে। এই বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। ইহা যখন জড়-বস্তুতে নাই এবং চিদ্বস্তুতেই কেবল দেখা যায়, তখন স্বতন্ত্রেচ্ছাযুক্ত জ্ঞানই চিৎ-এর স্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। সিদ্ধান্ত এই যে, চিদ্বস্তু 'অহং' পদবাচ্য, ইচ্ছাযুক্ত জ্ঞান এবং আনন্দই ইহার বৃত্তি। প্রপঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়াও সেই স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ১১ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—জড়বাদী চিদ্বস্তু এবং জড়বস্তুকে একাকার করিয়া প্রতিপাদন করিতে চায়, কিন্তু চিন্ময় বস্তু যত অপগতিই লাভ করুক না কেন, তার স্বরূপ এবং স্বভাব সর্ব্বদাই জড়-বিলক্ষণই

হইয়া থাকিবে। আলোক যেমন অন্ধকারের সঙ্গে মেশে না, তদ্রূপ চিন্ময়-বস্তু জড়ের সঙ্গে মিলে যায় না। জড়বদ্ধজীব মায়িক প্রভাব দ্বারা মুগ্ধ বলিয়া এ তত্ত্ব পরিষ্কৃতরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই শ্লোকে গ্রন্থকার চিদ্বস্তু ও মায়িক বস্তুর মধ্যে অবস্থিত মৌলিক তারতম্য সম্বন্ধে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। জড়জগতের সঙ্গে নিজের বাস্তবিক পার্থক্য না জানিলে জীব পরমার্থ-চেষ্টা-রহিত হইয়া চিরকাল সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে ॥ ১১ ॥

ফল্গুং নিরর্থকং বিদ্ধি সর্ব্বং জড়ময়ং জগৎ।
বহির্ম্মুখস্য জীবস্য গৃহমেব পুরাতনম্ ॥ ১২ ॥

এই জড়ময় জগৎ সমস্তই তুচ্ছ ও অসার। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের ইহা পুরাতন কারাগৃহ। শ্রীনারদোপদেশে বেদব্যাস যখন সমাধিতে বসিলেন, তখন ভক্তিপূতহৃদয়ে কি দেখিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করুন। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চা-ভিপদ্যতে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিয়োগমধোক্ষজে।" ব্যাসদেবের মন যখন ভক্তিযোগের দ্বারা নির্ম্মল হইল, তখন তিনি তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইলেন। পূর্ণ পুরুষ কৃষ্ণই প্রথম তত্ত্ব। তাঁহার অপাশ্রয় মায়াই দ্বিতীয় তত্ত্ব। মায়া হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব হইয়াও মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীবই তৃতীয় তত্ত্ব। তৃতীয় তত্ত্ব জীব স্বয়ং চিৎকণ হইয়াও আপনার স্বরূপকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক মনে করিয়া গুণকৃত অনর্থ-সকলকে স্বকৃত অনর্থ বলিয়া অভিমান করিতেছেন। অপ্রাকৃত জড়েন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগই সেই অনর্থের একমাত্র উপশম, তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। বস্তুতঃ মায়াকৃত এই জড়বিশ্ব চিৎকণ জীবের পক্ষে ফল্গু ও নিরর্থক। এবংভূত তুচ্ছ জগতে জীবের অবস্থিতি কেন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, বহির্ম্মুখ জীবের পুরাতন গৃহস্বরূপ এই জড়ময় বিশ্ব কার্য্য করিতেছে। ইহাতেই প্রতীত হইল যে, বহির্ম্মুখ জীবগণই জড়জগতে প্রবিষ্ট। নিত্যমুক্ত জীবসকল কৃষ্ণসাম্মুখ্যবলে প্রপঞ্চে প্রবেশ করেন নাই, চিজ্জগতে অবস্থিত। মায়াশক্তি কৃষ্ণের অপাশ্রয়া শক্তি। যেমন সূর্য্য হইতে অন্ধকার অতিদূরে লুক্কায়িত থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ হইতে অতিদূরবর্ত্তিনী মায়া চিন্মণ্ডলের বহির্ভাগে অপকৃষ্ট আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সেই মায়িক বিশ্বের জড়বিচিত্রতাগুণে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব আকৃষ্ট হইয়া মায়া-কর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জীব গুণাতীত। মোহিত হইয়া গুণ স্বীকার করতঃ গুণত্রয়ের অনর্থ ভোগাভিমান করিতেছেন। বহির্ম্মুখতা এই যে, চিৎকণস্বরূপ জীব চিন্মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বহির্ম্মুখতা হইত না। চিন্মণ্ডল হইতে দৃষ্টিকে জড়মণ্ডলের প্রতি চালিত করায় সুতরাং কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥

বিবেকাঞ্জলি ঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই ভাষায় আমরা দেখিতে পাই,—'এ সংসার সারহীন, তাতে মজে অর্বাচীন।" এবং "কৃষ্ণনাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ-ভুবন মাঝে।" এ জগৎ যদিও বদ্ধজীবের প্রিয়কর স্থান, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জীবের সহিত এই জড় জগতের

কোনরূপ নিত্য-সম্বন্ধ নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে জড়জগতের উন্নতিতে জীবাত্মার কোনও **বাস্তবিক উন্নতি নাই।** জড়বিজ্ঞান যতই অদ্ভুত কার্য্য সাধিত করুক, যতই সুখদানের প্রত্যাশা **প্রদর্শন করুক ; বস্তুতঃ এই সকল নিরর্থক।** পরমার্থধন হইতে বঞ্চিত জীবগণকে জড়বিজ্ঞান কখনই **শোক, ভয় ও মৃত্যুর** কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না। জড় সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নাস্তিক্যতার আধিক্য-হেতু জগতে হিংসা, বিদ্বেষ, অশান্তি, যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সামূহিক সংহার ইত্যাদি অমঙ্গলই দৃষ্ট হয়। নিরীশ্বর-সভ্যতা প্রকাণ্ড কু-ফল ব্যতীত কখনই সু-ফল প্রদান করিতে পারে না। বাস্তববাদীগণ এই জড়জগতের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডনার্থ ও সংশোধনার্থ প্রস্তুত পুরাতন কারাগার মাত্র। অতএব এই জগতে কোনরূপ আসক্তি রাখা বিবেক-সঙ্গত নহে ॥ ১২ ॥

দেশকালাদিকং সর্ব্বং মায়য়া বিকৃতং সদা।
মায়াতীতস্য বিশ্বস্য সর্ব্বং তচ্চিৎস্বরূপকম্ ॥ ১৩ ॥

মায়াতীত চিজ্জগৎ ও মায়াকৃত জড়জগৎ—এই দুইয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কি? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, প্রাপঞ্চিক জগতে যে দেশ-কালাদি আছে তাহা বিকৃত। মায়াতীত চিজ্জগতে যে দেশকালাদি আছে, তাহা চিৎস্বরূপ অতএব শুদ্ধ। বিকৃত দেশে দূরতা-সন্নিকর্ষজনিত বহুবিধ সুখপ্রতিবন্ধক হেয়তা দেখা যায়। প্রাপঞ্চিক কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—এইরূপ বিভাগের দ্বারা অনেক প্রকার অভাব ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাপঞ্চিক বিশ্বের দ্রাব্যসমূহ তদ্রূপ নানাপ্রকার হেয়তা পরিপূর্ণ। অতএব প্রাপঞ্চিক জগৎ সমস্তই হেয়। চিজ্জগতের দেশ-কাল দ্রব্য সমস্তই চিন্ময়, সমস্তই উপাদেয়, সমস্তই প্রেমলাভের উপযোগী। তথায় জড়গন্ধমাত্র নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমপ্রপাঠক এই কথাটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—"হরিঃ ওঁ অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাববিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূযাৎ। যাবান্ বা অয়ং আকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রানি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি। তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা যদৈনজ্জরামাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি। স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথাঽনুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি। তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষ্ লোকেষু

কামচারো ভবতি। স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি সখিলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গন্ধমাল্য লোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমূত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি অন্নপান লোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেনান্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। অথ যদি স্ত্রীলোক কামো ভবতি, সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে। যং যমন্তমভিকামো ভবতি, যং কামং কাময়তে, সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে। ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে। অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্ যথাপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপ সম্পদ্য স্বেনরূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হো বা চৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি, তদ্যৎ সত্তদমৃতমথ যদ্ধি তন্মর্ত্ত্যমথ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্ব্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি। অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতৎ সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" ॥ ১৩ ॥

বিবেকাঞ্জলি: -মায়িক দেশ ও মায়িক কাল হেয়তা-উৎপাদক এবং বদ্ধজীবগণকে বিবিধ দুঃখদায়ক। ইহা কিন্তু চিন্ময় দেশ-কালের বিকৃত প্রতিফলন। চিন্ময় দেশ-কাল ভগবৎ সেবাময় ও শুদ্ধ জীবের আনন্দোৎপাদনের উপকরণ। এই শ্লোকে গ্রন্থকার মায়িক দেশ-কালের হেয়তা ও চিন্ময় দেশ-কালের উপাদেয়তা প্রতিপাদন করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের দহর-ব্রহ্ম অধ্যায়ে বর্ণিত পরমধামের কথা প্রদত্ত করিয়াছেন। উপরি প্রদত্ত উপনিষদাংশের অর্থ এই প্রকার,—'অনন্তর এই দেহরূপ ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহের মধ্যে যে আকাশ অবস্থিত, তাহার অন্তঃস্থিত চিন্ময়

সবিশেষকে জানিতে হইবে। যদি সন্দেহ হয়, ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহের মধ্যে দহরাকাশে কি মহান্ তত্ত্ব থাকিতে পারে, উত্তরে বলিতেছেন,---বাহ্যাকাশ যেমন সীমাহীন, তদ্রূপ দহরাকাশও সীমাবিহীন। স্বর্গলোক, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রসমূহ এবং আরও অনেক তত্ত্ব এই দহরাকাশে নিহিত আছে। জীবের পাঁচভৌতিক দেহ জরাগ্রস্ত ও বিনষ্ট হইলে দহরাকাশের কি হইবে? দেহের বিনাশে দহরাকাশ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহা অব্যয় ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। এই জগতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল যেমন বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ স্বর্গলোকের সুখভোগও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহজগতে থাকা কালে যে ব্যক্তি আত্মার অনুসন্ধান ও নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির অনুশীলন করে না, সে সর্ব্বত্রই মায়াধীনতাই লাভ করে এবং যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত হন ও কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হন, তাঁহার সর্ব্বলোকে স্বাধীন গতি হইয়া থাকে। পরমার্থপ্রাপ্ত জীবের মহিমা এই যে তাঁহার কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না। তিনি যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তাঁহার সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি পিতৃলোক-সম্পন্ন হন। তদ্রূপ তাহার মাতৃলোক কামনা, ভ্রাতৃলোক কামনা, স্বস্‌লোক কামনা, সখিলোক কামনা—এই সকলই সংকল্প মাত্রেই সম্পন্ন হয়। তিনি যদি গন্ধমাল্যরূপ লোক পাইবার অভিলাষ করেন, সংকল্পমাত্রেই গন্ধমাল্যরূপ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি গন্ধমাল্যলোক-দ্বারা সম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন। এই মহাত্মার অন্নপানরূপ লোক কামনা, গীতবাদ্য লোক কামনা, নারীলোক কামনা ইত্যাদি সমস্ত কামনা অবিলম্বে সম্পন্ন হয়। ভগবৎ সেবার জন্য তিনি যে যে বস্তুর কামনা করেন তাহা সমস্তই সেই সিদ্ধ অবস্থায় বিনা-সাধনে লাভ হয়। এই জগতে এই সকল সত্য-কামনা অসত্যের আবরণে আবৃত। আত্মাতে এই সকল সত্যকামনা নিহিত থাকিলেও তাহা অসত্যদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া ইহজগতে কাহারও আত্মীয় ব্যক্তি যদি দেহান্তপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে অজ্ঞানি লোক আর দেখিতে পায় না। হৃদয়াকাশে গমনদ্বারা সিদ্ধব্যক্তি ইহজগতের বস্তু, স্বর্গলোকের বস্তু, পরমার্থবস্তু এই সমস্তই লাভ করিতে পারে। কিন্তু হৃদয়াকাশকে আচ্ছাদিত অসত্যকে যাঁহারা ভেদ করিতে পারে না, তাঁহারা সত্যবস্তু লাভ করিতে পারে না; যেমন ক্ষেত্রের উপর্য্যুপরি বিচরণশীল ব্যক্তি ক্ষেত্রের অন্তরালে নিহিত সুবর্ণ-ধন ইত্যাদি লাভ করিতে পারে না। এই আত্মা হৃদয়ে বিরাজ করেন। যিনি ইঁহাকে অবগত আছেন তিনি সর্বকালেই হৃদয়ে ব্রহ্মলাভ করেন (অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি। তাতে তোমার পদদ্বয়, যদি করাহ উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥")। জড় শরীর হইতে উত্থিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিবলে সম্প্রসন্নতা লাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে যিনি প্রকাশিত হন, সেই অশোক, অভয় ও অমৃত সম্প্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের বিভিন্নাংশরূপ বলিয়া সত্যবস্তু। এই আত্মা সেতু-স্বরূপ। ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত বলিয়া ইহা চিজ্জগতেও যাইতে পারেন, মায়িক জগতেও আসিতে পারেন। পতিত জীবসকলকে সাধুগণ পরমার্থ পথ-প্রদর্শক বলিয়াও তাঁহারা জগতের সেতু-স্বরূপ হইয়া থাকেন। জড়জগতে জীবাত্মার অস্তিত্ব-হেতুই মায়িক প্রকৃতি ক্রিয়াশীল।

জীবের অভাবে এখানে সমস্তই নির্জীব বা অচেতন হইয়া যায়। এই সেতুরূপ জীব পরিশুদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মধাম গমন করে, কিন্তু তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় তথায় গমন করিতে পারে না। জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি, দুষ্কৃতি—এই সমস্ত ব্যাপার জীবরূপ সেতুদ্বারা পরমার্থ-জগতে গমন করিতে পারে না। সমস্ত পাপ এই সেতু হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেন না ব্রহ্মলোক পাপবিহীন। অতএব এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে অন্ধ-ব্যক্তি দৃষ্টিলাভ করে, ক্লিষ্ট-ব্যক্তির ক্লেশ দূরে যায়, সন্তপ্ত-ব্যক্তি তাপমুক্ত হয় এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রিও দিনরূপে পরিণত হয়, কারণ এই ব্রহ্মলোকই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ॥ ১৩ ॥

চিচ্ছক্তেঃ পরতত্ত্বস্য স্বভাবস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
স্বস্বভাবস্তথা জীব-স্বভাবো মায়িকস্তথা ॥ ১৪ ॥

পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানের চিচ্ছক্তির তিন প্রকার স্বভাব অর্থাৎ স্ব-স্বভাব (চিৎস্বভাব), জীব-স্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবে অনন্ত বিচিত্রতা আছে। মায়াবাদিগণ চিৎস্বভাবের বিচিত্রতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, 'বিচিত্রতা—মায়ার স্বভাব। মায়িক স্বভাব ত্যাগ করিয়া চিৎস্বভাব প্রাপ্তিমাত্রেই বিচিত্রতা দূর হয়। জীব সেই স্বভাবে স্থিত হইলে তাহাতে বিচিত্রতার অভাবে তিনি একত্বে লীন হন।' মায়াবাদীর এই যুক্তির ভিত্তিমূল কোথায়? উত্তর—মতবাদে। কোন্ শাস্ত্র বা কোন্ যুক্তি হইতে মায়াবাদী এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্যোপদিষ্ট চিদ্বিচিত্রতা আলোচনা করিলে দেখা যায়, চিজ্জগতে ভগবৎস্বরূপ জীবগণের স্বরূপ, স্থান, চন্দ্রসূর্য্যাদি, আলোক, নদ-নদী প্রভৃতি সকলই উপাদেয়রূপে সুন্দর সমাহিত আছে। এই রসবৈচিত্র্যই চিৎ-স্বভাব। জীবস্বভাব—তটস্থ, মায়া ও চিৎ-এর মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থিত। মায়ার বশযোগ্যতা এবং চিচ্ছক্তির বশযোগ্যতা জীবস্বভাবে আছে। মায়িক-স্বভাব—চিৎ-স্বভাবের বিকৃতি; তাহা বহির্ম্মুখ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ শরীর উৎপাদন করে। ১৪ ॥

বিবেকাঞ্জলি :—ভগবানের পরাশক্তির তিনপ্রকার স্বভাব-সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন যথা—চিৎস্বভাব, জীবস্বভাব ও মায়াস্বভাব। চিৎস্বভাবরূপ চিন্ময় সবিশেষের সহিত যোগযুক্ত হইলেই জীব পরমার্থধনে মহিমান্বিত হয়। চিৎস্বভাবের বিচিত্রতার নিদর্শন ত্রয়োদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখা যায়। অদ্বৈতবাদীর নির্বিশেষ-অবস্থার কথা কেবল কল্পিত মতবাদ মাত্র, অতএব তাহা শ্রুতিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচার ॥ ১৪ ॥

তিষ্ঠন্নপি জড়াধারে চিৎস্বভাবপরায়ণঃ।
বর্ত্ততে যো মহাভাগঃ স্বস্বভাবপরো হি সঃ ॥ ১৫ ॥
ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতৌ চিদনুশীলনং নাম দ্বিতীয়োঽনুভবঃ।

যে মহাভাগ জীব মায়ার জড়াধারে অবস্থিত হইয়াও চিৎস্বভাবপরায়ণ হন, তিনি স্ব-স্বভাব-পরায়ণ। অতএব মায়াত্যাগের অধিকারী।

ইতি শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি-গ্রন্থে চিদনুশীলন নামক দ্বিতীয় অনুভব।

বিবেকাঞ্জলিঃ—এই অন্তিম শ্লোকে গ্রন্থকার মায়াত্যাগের অধিকার নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন,—মহাভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত ইহজগতে বিদ্যমান কালেই ভগবন্নিষ্ঠ-বুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণদাসরূপ স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন ও স্বরূপ-সিদ্ধি-রূপ মুক্তদশা লাভ করেন।

ভাগবতের প্রমাণ অনুসারে, 'মুক্তির্হিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'—ঈশ্বরে পরমানুরাগ-বিশিষ্ট ভক্ত-জীব সমস্ত জাগতিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহার দৈহিক আসক্তিও বিনষ্ট হয়। এই প্রকারের ভক্ত, ভক্তির উন্নতির জন্যই দেহধারণ করিয়া থাকেন এবং বলেন,—

"ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব।" ॥ ১৫ ॥

ইতি দ্বিতীয়ানুভবের বিবেকাঞ্জলি-বিবরণ সমাপ্ত।

গ্রন্থ সমাপ্ত

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ভাঃ ১১,২০,১৭

সর্বফলের মূলরূপ এবং সুদুর্লভ, পটুতর নৌকাস্বরূপ এই মানবশরীর যদৃচ্ছাক্রমে লাভ হইয়াছে; গুরুরূপ কর্ণধার এবং আমার (শ্রীভগবানের) কৃপারূপ অনুকূল বায়ুদ্বারা এই নৌকাকে চালিত করিয়া যে ব্যক্তি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হয় না, সে বাস্তবিকই আত্মঘাতী।

● ● ●

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ॥ ভাঃ ১১,৯,২৯।

অনিত্য হইলেও পুরুষার্থপ্রদ এবং সুদুর্লভ এই মনুষ্যদেহ বহু জন্মের পর ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়া, যে পর্য্যন্ত এই মৃত্যুশীল দেহের বিনাশ না ঘটে, তাবৎকাল মধ্যেই বিবেকী পুরুষ পরম শ্রেয়ো লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন; কারণ বিষয়ভোগ প্রাণি-শরীরেও লাভ হয়, পরমার্থলাভ কিন্তু অন্য দেহে সম্ভব হয় না।

● ● ●

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ॥ ভাঃ ১১,২৬,২৬।

অতএব বিবেকী-পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক সাধুগণের সঙ্গ করিবেন, যেহেতু সাধুগণই উপদেশ বচন দ্বারা মনের মলিনতা বিনাশ করিয়া থাকেন।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ভাঃ ১১,২,২৯।

জীবগণের পক্ষে পরমপুরুষার্থ সাধক এই ক্ষণ-ভঙ্গুর মানবদেহ দুর্লভ, তার মধ্যেও ভগবৎপ্রিয়-জনগণের সমাগম অতিশয় দুর্লভ বলিয়া মনে করি।

● ● ●

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥ ভাঃ ১১,২,৪২।

ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একত্রে সংঘটিত হয়, তদ্রূপ শরণাগত পুরুষের হরিভজনকালে একত্রেই কৃষ্ণভক্তি, ভগবদনুভব এবং ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উদয় হয়।

● ● ●

এবং নৃণাং ক্রিয়া যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি হেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ভাঃ ১,৫,৩৪।

ইহজগতে জড়প্রবৃত্তিজাত কর্ম্মসকল জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। কিন্তু এই সমস্ত ক্রিয়া যদি পরতত্ত্বে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় কল্পিত হইলে তাহাদের জড়সত্তার নাশ হয় এবং পরমার্থ-সাধক হয়।

● ● ●

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ভাঃ ১১,৫,৩৬।

এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন দ্বারাই সর্বযুগের সর্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

● ● ●

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অজ্ঞঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ ভাঃ ১১,২,৩৪-৩৫॥

অজ্ঞগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবান্ যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! ঐ সমস্ত ধর্ম অবলম্বন করিলে মানব কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত হয় না, কিংবা নেত্র নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হয় না।